

বাঙ্ময়ী মা



শ্রীশ্রী আনন্দময়ী চ্যারিটেবল সোসাইটি
ক লি কা তা

5·3

বাঙ্ময়ী মা



শ্রীশ্রী আনন্দময়ী চ্যারিটেবল সোসাইটি
কলিকাতা

প্রকাশক
শ্রীশ্রী আনন্দময়ী চ্যারিটেবল সোসাইটি
কলিকাতা

প্রথম প্রকাশ
১৩৯০ বঙ্গাব্দ

মূল্য—পাঁচ টাকা

মুদ্রক
জে. জি. প্রিণ্টার্স
১৮৯, শ্রীঅরবিন্দ সরণী
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

সূচী | পৃষ্ঠা

ভূমিকা

হৃদয়বাসিনী শুদ্ধা সনাতনী শ্রীআনন্দময়ী মায়ের শ্রীমুখ নিঃসৃত বাণী মায়েরই মূর্তিবিশেষ—বাঙ্ময়ী মূর্তি। ইহলীলায় বাণীর উচ্ছলতায় মা ছিলেন ব্যক্ত। লীলা সংবরণের প্রাক্‌কালে মা দিয়েছিলেন অব্যক্তর আকর্ষণের ইঙ্গিত। অধুনা সেই মা

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং
তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবম্‌।—কঠশ্রুতি।

মা বলেছেন "ধরা দেন কিন্তু ধরতে দেন না।" "যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।" লীলার বিলাসে মা ধরা দিয়েছিলেন—নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছিলেন মানবী মায়ের ভূমিকায়।

"ভক্তপ্রাণরূপা মূর্তিমতী কৃপা" আনন্দময়ী মায়ের

লীলার অনুপম মাধুর্য আচ্ছন্ন করে রেখেছিল তাঁর ঐশ্বর্যের মহিমাকে। ঐশ্বর্য ভাবনাতীত; লীলা রসঘন।

অনুভবগ্রাহ্য মায়ের সেই অনবদ্য লীলা কোন কোন ভাগ্যবানে "অদ্যাপিহ দেখিবারে পায়" কিন্তু নিম্নাধিকারী জীব-সাধারণের কি অবস্থা? মানুষীতনুআশ্রিতা সেই মাধুর্যময়ী মায়ের স্নেহাঞ্চলে যারা লালিত, তাঁর আশ্রয়ে ও প্রশ্রয়ে যারা পুষ্ট, তাঁর সান্নিধ্য ছিল তাদের দুঃখ দৈন্যময় জীবনের পরম সান্ত্বনা।

সেই ভাগ্যহত সন্তানগণের সৌভাগ্যরবি কি নিঃশেষে নির্বাপিত? না। স্থূলভাবে মাতৃসঙ্গের সুযোগ সুখস্বপ্নসম বিগত অতীতে বিলীন হয়ে গিয়ে থাকতে পারে; কিন্তু লিপিবদ্ধ মাতৃবাণী বর্তমানেও রয়েছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। ভাস্বর, শক্তিসঞ্চারিণী এই মন্ত্রমালা উজ্জ্বল মাতৃস্মৃতির ধারক ও বাহক।

ভূমিকা

মাতৃবাণী নিত্যকালের অমৃত নির্ঝর। সেই ধারার পাবন স্পর্শে ধন্য হয়ে পুণ্যস্নানের আয়োজন এই প্রকাশন। মা কোন গ্রন্থ রচনা করেন নি। নিজের বিশেষ বক্তব্য বলতে মায়ের কিছু ছিল না। ত্রিতাপ-তাপিত অসংখ্য সন্তানের আকুতিমূলক প্রশ্নের সমাধানে স্বতঃস্ফুরিত হয়েছিল শ্রীশ্রীমায়ের অমৃতবাণী। সেই বাণীর সংকলন প্রকাশিত হলো বর্তমান পুস্তিকায়।

যিনি "মন্ত্রবীজাত্মিকা, বেদপ্রকাশিকা, নিখিলব্যাপিকা প্রণবরূপিণী" মা, তাঁর উচ্চারণে বেদবাণীর উৎস। মাতৃবাণী বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপ্তিরূপে সংস্থিতা—সন্তানগণের অশান্ত মানস-সাগরে শান্তিরূপে প্রতিষ্ঠিতা।

মায়েরই প্রতিমা-স্বরূপিণী এই প্রতীকের উপাদান কি? শিলা নয়, ধাতু নয়, দারু নয়, মাটি নয়; বাণী, শুদ্ধ বাণী—অমৃতনিস্যন্দী বৈখরী বাণী। বর্তমান

পুস্তিকার প্রধান অবলম্বন "আনন্দ বার্তা" (১৯৫২—১৯৮২), "মাতৃদর্শন" এবং কয়েকটি টেপ রেকর্ড। রেকর্ডে মাতৃবাণী শ্রুতিগ্রাহ্য; গ্রন্থাকারে তা দৃষ্টিগ্রাহ্য। স্ফুটস্বরে পাঠ করলে "বাঙ্ময়ী মা" একাধারে দৃষ্টিগ্রাহ্য ও শ্রুতিগ্রাহ্য।

এই প্রতিমার প্রাণ প্রতিষ্ঠা নিস্প্রয়োজন—মায়ের এই স্বয়ং প্রকাশ বিগ্রহ প্রাণস্বরূপিণী, প্রাণসঞ্চারিণী।

"মোরা মিলি প্রাণে প্রাণে প্রণমি শ্রীচরণে"—এই প্রণতি নিবেদন করেছিলেন, প্রাতঃস্মরণীয় মাতৃসন্তান ভাইজী তাঁর ধ্যানলব্ধ 'মাতৃবন্দনার' মাধ্যমে। এই প্রসঙ্গে ভাইজী সম্বন্ধে একটি মাতৃবাণী বিশেষতঃ উল্লেখযোগ্য ঃ—

"ভাইজী সব সময়ে বলতো যদি কেউ মায়ের কথাগুলি ঠিকমতো পালন করে যায়, সে শত বৎসরের সাধনার ফল তাতেই পাবে। ভাইজী সেই ভাবেই এই শরীরের কাছে

থাকতো সব সময়ে।" মাতৃবাণী সংকলনের প্রথম পথিকৃৎ ভাইজীকে স্মরণপূর্বক বর্তমান প্রকাশনের প্রয়াস।

পাঠকসাধারণের সুবিধার জন্য বিষয়বস্তুসমূহকে ভাব-অনুযায়ী শ্রেণীবিভক্ত এবং নির্দিষ্ট শিরোনামাভুক্ত করবার যথাসাধ্য প্রয়াস হয়েছে। কিন্তু মাতৃবাণীর ক্ষেত্রে এই প্রয়াস সম্ভবতঃ সফল হবে না ; এমন কি, এই শ্রেণী-বিন্যাস কারও কারও দৃষ্টিতে বিভ্রান্তিকরও মনে হতে পারে। কারণ—একই মাতৃবাণী বিভিন্ন বার্তা বহন করে এবং অধিকারভেদে বিচিত্র স্পন্দন উদ্বেলিত করে। অনেক বাণী আছে যা একাধিক শ্রেণীর মধ্যে গণ্য হবার উপযোগী। শ্রেণীবিশেষের মধ্যে অন্তর্গত হওয়ার ফলে কোন কোন বাণী হয়তো দিশারী না হয়ে পাঠককে দিশাহারা করতে পারে। তখন ব্যাকুলভাবে "বাঙ্ময়ী মা"র শরণাপন্ন হয়ে আদ্যোপান্ত অন্বেষণের প্রয়োজন। সেই অন্বেষণের ফলে পাঠক দেখতে পাবে যে প্রত্যেকটি বাণীর মধ্যে রয়েছেন মা—শ্রেণী

নিরপেক্ষ সনাতনী জননী আনন্দময়ী। সংকলয়িতার শ্রেণীবিভাগ যদি বা নিরর্থক প্রতিপন্ন হয়, শরণাগতের অন্বেষণ হবে সার্থক। অবশেষে "চরৈবেতি চরৈবেতি"— মন্ত্রের হবে জয় জয়কার। অন্বেষণ-ই তো সাধনার প্রাণ! অন্বেষণ কি পরস্মৈপদী হয়?

মা বলেছেন, "বিন্দুতে সিন্ধু, সিন্ধুতে বিন্দু"— দুর্বোধ্য রহস্যময় তত্ত্ব। বিভিন্ন প্রসঙ্গে তার বিভিন্ন ব্যঞ্জনা। মাতৃবাণীর পরিপ্রেক্ষিতে এই তত্ত্বের তাৎপর্য কী? প্রথমতঃ "বিন্দুতে সিন্ধু"-র অর্থ কী? মায়ের প্রত্যেকটি বাণীবিন্দুর মধ্যে কেন্দ্রীভূতভাবে সন্নিহিত রয়েছে সমগ্র বাণী-বারিধি। দ্বিতীয়তঃ "সিন্ধুতে বিন্দু"-র অর্থই বা কী? অনাদিকাল হতে ব্যক্তাব্যক্ত যাবতীয় ধ্বনির যে-স্পন্দন, তা বিভু হলেও, তত্ত্বতঃ অণু-পরিমাণ। অর্থাৎ বিভুও যা অণুও তাই।

ভূমিকা

অনধিকারীর পক্ষে তত্ত্বব্যাখ্যার স্পর্দ্ধা অমার্জনীয় দুঃসাহসিকতার পরিচায়ক। অতএব বিস্তরেণালং। শ্রীশ্রী মায়ের শ্রীচরণে এই প্রার্থনা :—

"আবিরাবীর্ম এধি!"

জ্যোতির্ময়ী মাতা! হও আবির্ভূতা।

ওঁ শান্তিঃ। ইতি

প্রকাশক

অক্ষয় তৃতীয়া

১৩৯০ বঙ্গাব্দ।



অভয় আশ্বাস

১

মা আছেন—কিসের চিন্তা ?

২

যারা কিছু করতে অক্ষম, যাদের ধর্মজীবনের কোন সহায় নেই, তাহাদিগকে আমার বিশেষ প্রয়োজন।

৩

মাত্র একটিবার বিশ্বাস ও শ্রদ্ধায় প্রাণ পূর্ণ করে যে বলতে পারবে—"মাগো ! তুমি এসো, তোমাকে ছাড়া দিন আর আমার চলে না"—তবে সত্য সত্যই মা নিজ স্বরূপে তাকে দেখা দেবেন, তাঁর স্নেহময় অঙ্কে তাকে তুলে নেবেন। দুঃখের তাড়নায় ক্ষণিকের জন্য তাঁকে কোন রহস্যময়ী আশ্রয় ভেবো না। মনে রেখো—তিনি অনুক্ষণ তোমার অতি নিকটে প্রাণশক্তির মত বিদ্যমান আছেন।

তাহলে তোমার আর কিছুই করতে হবে না। তিনি তোমার সকল ভার নেবেন।

৪

আমি তো সর্বদা তোদের সঙ্গে সঙ্গেই আছি, তোরা দেখতে চাসনা আমি কি করবো? জেনে রাখ—তোরা কি করিস না করিস, নিকটেই হোক বা দূরেই হোক যে কোন সময়, একটি লক্ষ্য তোদের ওপর সর্বদা জেগে রয়েছে।

৫

জিজ্ঞাসা করছিস, তোদের প্রত্যেকের ভাবনা কি এ শরীরে পৌঁছায়?—হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ।

৬

এও ত একটি ছোট্ট মেয়ে, দুরন্ত মেয়ে, যেটাকে সরালেও সরে না, কোন কালেও সরে নাই, সরবেও না।

[দুই]

৭

এ শরীরকে তোরা বিশ্বাস কর, তোদের অখণ্ড বিশ্বাসই চোখ ফুটিয়ে দেবে।

৮

শ্রেয় গ্রহণ, প্রেয় ত্যাগ—অনুকূল সাহায্য আসবেই।

৯

তোদের মনে সংশয় জাগছে—সাধনায় অগ্রসর হতে এত দেরী হচ্ছে কেন ? বাবা, বন্ধুগণ! তোরা তো জানিস্, পেটের অসুখ করলে আগে জোলাপ দিয়ে পেট পরিষ্কার করে তবে ডাক্তার ওষুধ দেন। এত অশুভ কর্ম করা থাকে এ জন্মে বা আগের জন্মে, যতদিন না তা সাফ হয়, ততদিন দেরী হতেই হবে। শরীর মন সাফ হলে নাম জপরূপী ওষুধ কাজ দেয়। তোরা তো কেউ জানিস্ না,

কে কতখানি এগিয়েছিস ; তাই কাজ করে যা, কে জানে কোন মুহূর্তে সেই শুভলগ্নটি আসবে।

১০

চাইলেই পাওয়া যায়, তবে মনে মুখে সর্বভাবে এক করে চাওয়া চাই।

১১

এ শরীর সকলের জন্য—সর্বত্র আছে।

১২

আমি তো তোমাদের ছেড়ে যাইনা। আমি তো তোমাদের কাছেই আছি।

অভয়, আশ্বাস

১৩

জীবনে অনেক বুদ্ধির খেলা খেলেছিস্। হার-জিত যা হবার হয়ে গেছে। একবার নিরাশ্রয়ের মত তাঁরি পানে চেয়ে তাঁরই কোলে ঝাঁপিয়ে পড় দেখি। তোর আর কোনও ভাবনাই ভাবতে হবে না।

১৪

মানুষ অভাব রূপেতে প্রকাশিত। অভাবের চিন্তাই করে। অভাবই প্রাপ্ত হয়। সুতরাং স্বভাবের চিন্তাই কর্তব্য। নতুবা অভাব—অক্রিয়া—অগতি—দুর্গতি—মৃত্যু। নিজেতে নিজেই।

১৫

তোমরা এখন অভাবে আছ। এই তোমাদের স্বভাব হয়েছে। যেমন ক্ষুধা লাগে—অভাব বোধ হয়—পরে খেলে অভাব দূর হয়। আবার তখন ঘুমের অভাব বোধ কর। ঘুম থেকে উঠে বেড়াবার বা গল্পগুজব করবার অভাব বোধ কর। এরূপ একটা না একটা অভাব লেগেই আছে। এই অভাবেই স্থিতিলাভ হয়েছে। একেই ত এ শরীর অভাবের স্বভাব বলে। স্বভাবে স্বরূপে স্ব-স্থিতিতে অবস্থান করার

ক্ষমতা মানুষের মধ্যেই আছে। অজ্ঞানের যেমন পর্দা আছে জ্ঞানের দরজাও তেমন আছে। জ্ঞানের দরজা দিয়েই লোক স্বভাবে ফিরে যায়, স্থিতি লাভ করে।

১৬

কল্পিত রাজ্যের মধ্যে যে অবলম্বনে তোমাদের শরীর তারই আর একটা দিকে অন্তরালের ক্রিয়া। তুমিই ত বহু —নানারূপে, নানাভাবে প্রকাশিত। এক এক আকারের এক এক ভাবের অভাব-ভঞ্জনের রূপ আর কি? বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে তোমারই আদান প্রদান, তোমারই অভাব আবার তুমিই স্বভাব ত! তোমারই এই ক্রিয়া।

১৭

সবেতে স্বয়ং যে। যেখানে যেভাবে প্রকাশ কেবল তৎ দর্শন রূপটি প্রকাশের চেষ্টা। দর্শক বাদ কোথায়?

বাদাবাদ রূপটিও ঐ ত। অভাব রূপটিও সেই প্রত্যক্ষের জন্য। স্বভাবে জেগে থাকা।

১৮

যত বেশী সময় ভগবানকে ভাবা যায় ততই লাভ। সংসার যেখানে, অভাব সেখানে। এত তাঁর স্বভাব। মনটাকে তাঁর চরণে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় লাগিয়ে রাখতে পারলে শান্তির আশা।

১৯

অভাব বোধটা নিজের চাওয়া জিনিসটা না পেয়ে ত? যেখানে নিজের চাওয়া অপূর্ণ, চাওয়ার মত ফল প্রসব করে না, বার বার তারই জন্য চাওয়া ও দুঃখ করা ব্যর্থ নয় কি? চাওয়া থাকলেই অভাব দুঃখ পাওয়া জগতের হিসাবে স্বাভাবিক। জগত কি না, জগতের যা কিছু চাইবে তা দুঃখদায়ক, সাময়িক সুখ কখনো পেলেও। যা পেলে

দুঃখ থাকে না, সব পাওয়া হয়, তাঁকে চাওয়া মানুষের একমাত্র কর্তব্য।

২০

আপন ক্রিয়ার দ্বারাই অভাব সৃষ্টি; আবার আপন ক্রিয়া দ্বারাই সেই অভাব দূর। নিজেরই করা, নিজের প্রকাশের জন্য—নিজেই বিষয় ভোগ করে—নিজেই আবার ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়। অমৃত ভোজী হও বাবা—অমর ভোজী। অমর পথে চলো—সেখানে মৃত্যু নেই, ব্যাধি নেই।

২১

দৃষ্টি যতক্ষণ, সৃষ্টি ততক্ষণ। আমি তুমি, সুখ দুঃখ, আলো অন্ধকারে দ্বন্দ্ব। স্বভাবের কাজ বা স্বধর্মে জোর দাও। অভাবের বা ইন্দ্রিয়াদির কাজ ত্যাগ হয়ে গেলে অন্তরাত্মা জাগ্রত হবেন। তখন তাঁতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে পারলেই দৃষ্টি সৃষ্টির ধাঁধাঁর সমাধান হয়ে যাবে।

২২

ভগবানের রাজ্যের খেলা কি সুন্দর। আত্মা—এক আত্মাইত। তবুও তুমি, আমার, তোমার এই সব। যদি আমার তোমার বলতে হয়, তবে ভগবানের নিত্যদাস। জগৎ রূপে পরিবাররূপে কত জন্ম জন্ম আমার আমার করে এসেছ। আমি অমৃত, আত্মা। এক ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি—তাঁরই ত। যদি আমার তোমার থাকে, তা ভগবানে লাগাও।

২৩

জীব স্বভাবতঃই আনন্দ চায়। তার ভিতরে এই আনন্দ আছে বলেই ত তা চাইতে পারে। তা না হলে সে তা চাইত না। সে আনন্দ না চেয়ে থাকতে পারে না। লক্ষ্য করলে এই আনন্দ ও শান্তির আকাঙ্ক্ষা সমস্ত জীবের মধ্যে দেখতে পাবে। পোকা মাকড় প্রভৃতি ক্ষুদ্র প্রাণীও

তাপের দিকে যেতে চায় না। তারা চায় শান্তি, সুরক্ষা ও আরাম। রৌদ্রে তাপিত হয়ে জীবজন্তু চায়—ছায়া আর সুশীতল জল। মানুষও সেইরূপ ত্রিতাপ জ্বালায় তাপিত হয়ে শান্তির স্থল, আনন্দের আকর শ্রীভগবানকে খোঁজে।

২৪

যাতায়াত রূপে, স্বরূপে তিনিই—আমিই আত্মারাম। জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই। শুধু তুমিই—তুমিই—তুমিই। সব কিছুতে তুমিই। আবার তুমি স্বয়ংই। অনন্ত, একমাত্র তিনিই, একমাত্র আমিই।

২৫

নিজেকে পাবার চেষ্টা করা—চাই দাস রূপে, চাই আত্মারূপে। তুমি অমৃত—আত্মারাম। জন্মমৃত্যুর ভোগ কেন তবে? নিজের মধ্যেই নিজে।

২৬

সাধারণত অবলম্বন নিয়ে প্রাণের গতি—কি সাধনার ক্ষেত্রে, কি জগতের ক্ষেত্রে। দেহ মানে, দেও দেও—ভোগ প্রাপ্তি। নিজেকে নিয়েই কিন্তু ভোগ। আর একটা কথা—আপনত্ব-বোধ না থাকলে ভোগ হতে পারে না। আমার বাড়ি, আমার স্ত্রী, আমার পুত্র, আমার শত্রু, আমার মিত্র—'আমি' এই অবলম্বনেই প্রাণের গতি। সাধকের ক্ষেত্রে ত প্রাপ্তি অবলম্বন। চলবার সময় পথের আর খেয়াল থাকে না। লক্ষ্যে একবার যদি পেঁছাতে পারে তখন সে পথের কথা বলতে পারে। তখন এক আলোতেই সব কিছু প্রকাশিত হয়ে যায়। একটি বস্তুই ত আসলে—পথ, লক্ষ্য যাই বল, নিজ ভিন্ন ত আর কিছুই না।

২৭

তোমরা সকলে সর্বদাই ভাল। নূতন করে ভাল হওনি। ভিতরে ভাল না থাকলে ভালর প্রকাশ হয় না।

২৮

আমি কে? এই ভাব নিয়ে সাক্ষীর মত মনটাকে রেখে দেবার চেষ্টা। নিজেকে খোঁজা। যতক্ষণ বসা ধ্যানস্থভাবে অনড় অটল একলক্ষ্য হওয়া।

২৯

সব সময় তুমি কাছেই। দুর্বুদ্ধি দূর করতে হবে। তুমি অন্তরে বাইরে, শিরায় শিরায়, লতায় পাতায়, বিশ্বে বিশ্বাতীতে।

৩০

অনুক্ষণ তাঁর স্মরণই অমৃতত্ব।

৩১

মনে রেখো—নিজেই নিজের সাক্ষী।

৩২

নিজেকে পাওয়ার দিকই একমাত্র দিক। আর সব বৃথা ও ব্যথা।

৩৩

স্বরূপে যাওয়ার অর্থ কি? যা—তাই। সর্বময় সর্বরূপে, সর্বভাবে। ঐ যে—স্বয়ংপ্রকাশ। ওখানে ভাষা বাণী চলে না। স্বরূপ অরূপ—একি কোনও ভাষায় বললে বলা হয়? শুধু একমাত্র ঐ-ই।

৩৪

সত্যস্বরূপ ভগবান তোমার মধ্যেই না? এইজন্য আপন চিন্তন—আপন ধ্যান ছাড়া না। আপন বস্তু আপনাকে পাওয়ার জন্য। আনন্দ আনন্দই। নিরানন্দ আর কোথায়! ঐ-ই আছেন মাত্র।

৩৫

এ শরীর আশ্রম বানায় না। বিশ্বাতীত বিশ্বব্যাপক একখানিই তো আশ্রম—সেখানে যা বলবে তাই আছে। সব আশ্রমই তো এই শরীরের। তোরা মনে করিস, তোরা যে আশ্রমটি করেছিস সেইটাই শুধু এর। জগৎ ভরাই তো এই শরীরের একটি মাত্র আশ্রম। দুই কোথায় ?

৩৬

এক ব্রহ্মচর্য আশ্রমের অভাবেই আর সমস্ত আশ্রমগুলির নিয়ম ঠিক ঠিক ভাবে পালন করা হয় না—বুনিয়াদ পাকা না হলে যেমন বাড়ি করা চলে না।

আশ্রম মানে যেখানে শ্রম নাই। আর ভগবানকে বাদ দিলে সবইত শ্রম। বিশ্রাম আর কোথায় ? গৃহস্থ আশ্রমে থেকেও যদি তদ্‌জ্ঞানে সেবা করা যায়, তবে ঠিক ঠিক আশ্রম বাস হয়।

৩৭

তুমি মাতা, তুমি পিতা, তুমি বন্ধু, সখা, স্বামী, সবই একাধারে যেখানে সেখানে বিশ্বব্যাপক একখানিইত আশ্রম। যেখানে সীমার কোন প্রশ্ন নাই—অসীম। সব একেরই—একই। দুইয়েতেই দ্বন্দ্ব। যেখানে আবরণ—সেইখানেই অন্ধ।

৩৮

অমূল্য সময় চলে যাচ্ছে। আশ্রমবাসী ছেলেমেয়ে সকলে যেমন নিজেদের সময় বেঁধে সারাদিনই সৎ পরিবেশে থেকে মঙ্গলময় সফলতার দিকের চেষ্টা করে। কোন মুহূর্তে কার অনুভবে ভগবান প্রকাশ দেন কেউ তা জানে না। তাই ভগবানের দিকেই লেগে থাকা মানুষের কর্তব্য। আশ্রমে শান্তি প্রেম মিত্রতা আনন্দ সত্য সহনশীলতা ধৈর্য সকলেরই হওয়া।

[ষোল]

৩৯

ব্রহ্মচারী কি আর তৈয়ারি করা যায়? ব্রহ্মচারী নিজেই হয়। যার যার নিজের সংস্কার নিয়ে জন্ম-কর্ম।

৪০

যারা ব্রহ্মচারী সাধু হতে চেষ্টা করে তাদের কিন্তু ত্যাগের ভাবটা রাখতেই হবে। আলস্য, লালসা, প্রতিষ্ঠা প্রশংসা অধৈর্য—বিশেষ বিঘ্ন। এই গুলির দিকে লক্ষ্য রেখে সমস্ত কাজ সেবা-বুদ্ধিতে করা। ব্রহ্মচারী, সাধুর যা নীতি সেই দিকেও বিশেষ খেয়াল রাখা। লোক চক্ষে যা দৃষ্টিকটু হতে পারে এবং নিজের যাতে একটুও অকল্যাণ হয় সেই দিকেও যেতে নেই।

৪১

গৃহস্থাশ্রমরূপ এই সুখ সাময়িক ও দুঃখদায়ক। ক্লেশ

পদে পদে। ধৈর্যের যাত্রায় নিজ কর্তব্য যথাশক্তি করার চেষ্টা। ভগবানের কৃপা নিত্য প্রার্থনা।

৪২

ঋষি-পন্থায় গৃহস্থ আশ্রমের যাত্রায় চলার ব্রত নেওয়া।

৪৩

গার্হস্থ্য আশ্রমের আশ্রয় না নিয়ে পরমার্থ জীবন যাপন করা কঠিন। পারলে ভাল। বিশেষ ভেবে দেখা, ভিতর থেকে যা আসে, তাঁরই ইচ্ছা পূর্ণ হয়ে থাকে।

৪৪

স্বয়ং ভগবানের যে অনন্ত রূপ ঘরে ঘরে। এলেই যেতে হয়। দুদিন আগে আর পরে। গৃহস্থ আশ্রমেই তো এই দারুণ জ্বালা—ঘরে ঘরে এই রূপটি। যাঁর সৃষ্টি, স্থিতি,

যাঁতে লয়—তাঁর শরণ ভিন্ন জ্বালা নিবারণের রাস্তা কোথায় ?

১৫

অন্তর সন্ন্যাসই তো সন্ন্যাস। সন্ন্যাসী হওয়া খুব ভাগ্যের কথা। সর্বত্যাগ। সন্ন্যাস মানে সর্ব-নাশ। নাশ ভাবও নাশ হয়ে যাওয়া। সন্ন্যাস নেওয়া আর সন্ন্যাস হওয়া এক কথা নয়।

৪৬

সত্যস্বরূপ, সুখস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ একমাত্র ভগবান। ব্রহ্মানন্দ, আত্মানন্দ বিনা আর কিছুর অপেক্ষা রাখে না। আর যে কিছু দাঁড়ায় না। যেখানে কিছু দাঁড়ায়, সেও সব ভ্রান্তি।

৪৭

তিনিই সব করেন—করান। যা হবার হবেই।

৪৮

মহাশূণ্যেই একমাত্র তাঁর রূপ। যেখানে এই শূণ্য সেখানে কিন্তু মহাশূণ্যে বোঝায় না। কি আছে কি নাই, আবার সবই আছেও, নাইও। নাইও না, আছেও না। সব হারিয়ে সব পাওয়া—এইটাই কিন্তু চাই।

৪৯

সর্বরূপে, সর্বভাবে তিনিই ত। যখন যা হচ্ছে হয় তিনিই করান, তিনিই করেন, তিনিই শোনেন, তিনিই শোনান।

সর্ব বিষয়ে তাঁর উপর কেবল নির্ভর।

৫০

ভগবানকে জানা আপনাকে জানা, আপনাকে জানা ভগবানকে জানা।

৫১

কোন রূপে কার কাছে তিনি প্রকাশ হবেন তিনিই জানেন। ইচ্ছাময় মহান গতিতে কোন পথে কাকে কি ভাবে তাঁর কাছে টানেন, মানুষের তা বুদ্ধির অগম্য। পথে যাত্রীদের ত নানা পথ। অনেক সময় বিপদ দিয়ে বিপদ

নাশ করেন, দুঃখ দিয়ে দুঃখ হরণ করেন। এদিকে চলা। সকলেরই নিজ পথে চলা—অর্থাৎ নিজেকে পাওয়ার দিক—সেখানে পরম চরম স্বয়ং-পদ।

৫২

যাঁর থেকে জিজ্ঞাসা এসেছে অর্থাৎ যাঁহা হতে তুমি ও অন্যান্য সব কিছুর প্রকাশ, তিনিই ঈশ্বর। হাঁ, লাভ লোকসানের দৃষ্টি দিয়েও ধরতে চেষ্টা করা যায় বই কি! ভগবানকে পাওয়ার চেষ্টা না করাই লোকসান আর চেষ্টা করাই লাভ। অবশ্য তিনি স্বয়ং প্রকাশ। তাঁকেই একমাত্র প্রয়োজন। আর সবই অপ্রয়োজন। তাঁকে বিনা মানুষের চলে না; ছেড়ে চলবার জায়গা নেই। সেজন্য বাদ দেওয়া যায় না; বাদ হয়ও না।

তিনি সর্বস্ব বলেই তাঁর খেলায় এই ঢং, এই চলা। তাঁকে বাদ দিয়ে চলা হয় না। তিনিই যে একমাত্র। তাঁকে ভুলে

থাকা হয় মোহে। অজ্ঞানতাতেই এই কষ্ট। ধর্মের সংসার করতে চেষ্টা করলে মানুষ ক্রমে দুঃখের দিক হতে শান্তির দিকে যেতে পারে। পরম শান্তি পেতে হলে তাঁকে ছাড়া হতেই পারে না।

৫৩

এক জীব হতে বহু জীব—এই হল জীবধারা। এক ভগবান বিভক্ত হয়ে সর্ব জীবরূপে। তাই বলে থাকে—যত্র জীব তত্র শিব।

৫৪

যেখানে নেই রাম, সেইখানেই ব্যারাম। রাম মানে আত্মারাম—শান্তস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, আত্মস্বরূপ।

৫৫

অতীত, সর্বাতীত প্রকাশের জন্য যে যেখান হতে তাঁর

উদ্দেশ্যে যা করে তাঁর কাছে সবই পেঁছে। তিনিই করেন, করান—তিনিই মন্ত্র ও লক্ষ্য স্বয়ংই তো। যেমন করনেওয়ালা, করানেওয়ালা, ক্রিয়া, লক্ষ্য একই। ঐ প্রকাশই চাই, তিনি পুঁটলী অর্থাৎ ত্রিপুটী নাশের জন্য।

৫৬

স্বয়ং ভগবান অনাম, অরূপ। আবার যখন রূপের দিক তখন অনন্ত রূপ, এই দিকটা সব সময় মনে রাখা।

৫৭

মিলন রূপে বিরহ রূপে তিনিই স্বয়ং।

৫৮

দুশ্চিন্তা কেন হয় জানো? ভগবানকে দূরে রাখলেই দুশ্চিন্তা, দুর্বুদ্ধির অর্থও তাই। ভগবানকে দূরে রাখার

নাম—দুর্বুদ্ধি। অথবা তিনি দূরে, এই যে বুদ্ধি তাই দুর্বুদ্ধি।

৫৯

তোমার যা প্রয়োজন তা তিনি দিচ্ছেন ও দেবেন।

৬০

করেও তিনি করেন না—না করেও তিনি করেন।

৬১

ইষ্ট প্রাপ্তি চাই। সমস্ত প্রকাশ ভগবানেরই বিভূতি। বিভূতিরূপে স্বয়ং। আত্মা অদ্বৈত—আবার দ্বৈত রূপে কে? ঐ-ইত। এই পথে কিছু অনুভব না হলে কেউ থাকতেই পারে না। এই দিকে থাকারও কোনও সংযোগ রয়েছে। ভগবান যে ইষ্ট, তা ভুলে বিষয়কে ইষ্ট করে নেয়।

ভগবান ছাড়া অপরকে ইষ্ট ভাবলে তাতে "দুঃ-ইষ্ট" এসে গেল—"দুষ্ট"। কবে এই দুষ্ট-বুদ্ধি যাবে? নিজেকে তন্ন তন্ন করে বিচার করা দরকার। বিচার করে দেখবে—আজ সারাদিন কি করেছি? মনে করা, ভগবৎ চিন্তন ছাড়া কতক্ষণ ছিলাম? কতটা ইষ্ট চিন্তা আর কতটা অনিষ্ট চিন্তা, মানে মৃত্যু গতির মধ্যে?

৬২

একান্ত না হলে শ্রীকান্ত পাওয়া যায় না।
এক কান্তকে নিয়ে থাকাই একান্ত বাস।

৬৩

তিনিই সৃষ্টি করেছেন; তিনিই পর্দা, আবার তিনিই উপায় জানিয়ে দিচ্ছেন।

৬৪

যেখানে নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত শাশ্বত, আবার ভগবানের যে অনন্ত নাম ও রূপ গুণ নিত্য সত্য। নামের গুণ প্রকাশ রূপের গুণ প্রকাশ, ভগবৎ ভাবেরই নানা রকম তরঙ্গের প্রকাশ। তাঁকে নিয়ে মেতে যাওয়া, তন্ময় হওয়া, লগ্ন হওয়া, মগ্ন হওয়া, নগ্ন হওয়া তা হলেই না এই বিশ্বখানি সবই তাঁর বিভূতি—তিনিই—তাঁরই ক্রিয়াস্থল। তিনি যে ক্রিয়ারূপে স্বক্রিয়া অক্রিয়া রূপ গুণ ভাব ইত্যাদি বিশ্বে বিশ্বাতীতে যে ঐ একমাত্র মহাযোগাসনে আসীন। আসীনও যিনি আসনও তিনিই। বিশ্ব বিশ্বাতীতে সেই মৃত্যুর মৃত্যু —সেইখানেই মরণ-বারণ, কাল-নিবারণ। সেই দিকে গতি নেওয়ার দিক হওয়া চাই সকলেরই।

৬৫

সব বিষয় ভগবানের উপর নির্ভর। মনের আবেদন

নিবেদন তাঁকেই জানান। চিরকাল ভগবানের পিছনে ঘুরতেই হবে। উপায় নাই, নিরুপায়। তাঁর সৃষ্টি কিনা। তিনি যখন যা করেন, সব মঙ্গলের জন্য। বেছে বেছে নিজে মঙ্গল মনে করে নিলে ত হবে না। অমৃতের সন্তান, সে মৃত্যুর দিকে যেতে দেবে কেন ?

৬৬

যেমন তোমার আঙ্গুল স্পর্শ করলেও তোমাকে স্পর্শ করা হয় অথচ তুমি আঙ্গুল নও, তোমার কাপড় ছুঁলেও তোমাকে ছোঁয়া হল অথচ তুমি কাপড় নও। তোমার অংশ যেমন তুমি, আবার সমগ্র তুমিও তুমি। এক হয়েও তিনি বহু এবং বহু হয়েও এক। এই তাঁর লীলা। একটা বালুকণাতে তিনি যেভাবে পূর্ণ, মানুষের মধ্যে সেভাবে পূর্ণ আবার অখণ্ডেতেও সেভাবে পূর্ণ—পরিপূর্ণ।

[আঠাশ]

৬৭

যেখানে বুদ্ধত্ব সেখানে নির্বাণ থেকেও করুণা করা চলে। যেমন আগুন থেকে যতই তার তাপ নাও না কেন, তার দাহিকাশক্তি কিন্তু কম হয় না। ভগবান—যাঁকে তোমরা পূর্ণ বলে মান, সেখানে কিছুই ক্ষুণ্ণ হবার নেই। নিজেই নিজের অধীন, স্বাধীন।

৬৮

প্রণবের অর্থ—অক্ষর ব্রহ্ম। সর্ব অক্ষরে এই অক্ষর। যা ক্ষরিত হয় না—তাই শব্দ ব্রহ্ম।

৬৯

তিনি পরম পিতা, পরম মাতা, পরম বন্ধু, সখা, স্বামী—সবই যে একাধারে। সর্বনাম, সর্বরূপ, অনাম, অরূপ

তাঁরই যে। অতএব যেভাবে তাঁকে সব সময় মনে প্রাণে স্মরণ করলে শান্তি হয় তাই করা।

৭০

সকলেই ভগবানের সন্তান। ছোট বড়র প্রশ্ন নাই। যে কোলে যেতে চায় তিনি তার দিকে হাত বাড়িয়ে দেন।

৭১

ভগবানের স্বভাবই তিনি সর্বদা দ্বার খুলে রাখেন। যত সময় ও শক্তি দুনিয়ার কাজের জন্য দেওয়া হয়, ততটা যদি তাঁর জন্য দেওয়া হয় তবে নিজেকে চিনবার পথ আপনিই খুলে যায়।

৭২

গোরু যেমন বাছুরকে চেটে চেটে পরিষ্কার করে সমস্ত

ময়লা নিজে আত্মসাৎ করে ফেলে ভগবানও তেমনি নিজ সন্তানের সমস্ত দোষ টেনে নিয়ে তাকে শুদ্ধ পবিত্র করে দেন। তদ্‌বুদ্ধিতে নিষ্কাম সেবা।

৭৩

ভগবান যা করেন সবই মঙ্গল—মানুষের তা বোঝা কঠিন। তাই নিজের বাসনা পূর্ণ না হলে দুঃখ হয়। অনেক সময় সদ্‌ ইচ্ছা, শুভকর্মের মধ্যেও বাধা বিঘ্ন উপস্থিত হয়, কিন্তু মনে রাখা কিসের ভিতর দিয়ে তিনি আমাকে নিচ্ছেন। আমি তো জানি না—তিনি দয়াময়, করুণাময়, সর্বক্ষণ আমাকে করুণাই করছেন।

৭৪

ভগবান পূর্ণ; তাই পূর্ণের প্রকাশের জন্য তাঁর কাছে আসা। ভগবানের অভাব বোধেই দুনিয়ার

দুঃখ। যেখানে ভগবানের প্রকাশ সেখানে দুই নেই, দুঃখও নেই।

৭৫

পাথর দেখলে বিগ্রহ নেই, আর বিগ্রহ দেখত পাথর নেই। ভগবদ্-বিগ্রহ ভাবনা যেখানে আনবে সে ভগবানই। যেমন বলে না সমস্তই ভগবানের বিগ্রহ। যদি ভগবদ্-বিগ্রহ বলা যায় তবে তা প্রত্যক্ষের চেষ্টাও উচিত। পাথর-বুদ্ধি থাকলে দুর্বুদ্ধি, ভগবদ্-বুদ্ধি হল না। দুনিয়ার বিষয় রসে যে-বুদ্ধি তার ত পরিবর্তনই রূপ, নিত্যরূপ নয়, অনিত্য রূপ। কিন্তু যেখানে একমাত্র ভগবৎ প্রকাশ সেখানে অনিত্যের কথা নেই। তোমার দৃষ্টি-সৃষ্টির মধ্যে নিত্য নেই। পরিবর্তনশীল তাই জগৎ বুদ্ধি। তাতে কি প্রকাশ হয়? নাশ। যা নাশ হয়, সেখানে স্ব-প্রকাশ নেই। সেখানে

স্বরূং-স্বরূপ কোথায় ? ওখানে ত নাশ, নাশ হয় না। নাশ, নাশ হওয়া চাই।

৭৬

যতক্ষণ 'আমি' 'আমার' ততক্ষণ ভগবৎ বোধ নেই।

৭৭

ভগবানকে ভালোবাসতে পারলে আর দুঃখ নাই। তাঁর জন্য যে বিরহ তাও সুখই। তাঁকে ভালবাসলে তবে ত তাঁর জন্য বিরহ হবে।

বিরহ মানে কি ? ভগবান যার মধ্যে বিশেষ ভাবে রহেন তারই বিরহ হতে পারে।

৭৮

কর্তব্য—জপ, ধ্যান, সৎসঙ্গ।

৭৯

ভাল লাগুক আর না লাগুক, সেই তাঁকে নিয়ে থাকতেই হবে। ওষুধ খাওয়ার মত গিলতেই হবে। হরি কথাই কথা, আর সব বৃথা, ব্যথা। তাঁকে ভাল না লাগলে যে চলবেই না—এটা সব সময় মনে রাখা।

৮০

ভগবান যখন যেভাবে যেখানে রাখেন, সবই মঙ্গল ভাবতে হয়। তাঁর ওপর নির্ভর রেখে সর্বদা চলার চেষ্টা। তিনিই পালক, চালক, যথাসর্বস্ব।

কর্তব্য

৮১

নিজ কর্তব্য করা—আশা না রেখে।

৮২

ঠাকুরের দেহ, ঠাকুরের মন, ঠাকুরের জন,—যার জন্য যা করা, কেবল তাঁর সেবা। মনটাকে ঊর্ধ্বে তুলে রাখার কেবল চেষ্টা। অ-দেখা আর কখন? কেবল প্রকাশ বাকী।

৮৩

এদিকে কর্তব্যবুদ্ধি যতক্ষণ, মায়াও ততক্ষণ।

৮৪

বাসনাই কর্তব্যরূপে দেখা দেয়।

৮৫

ভগবান সর্বময়—সকলের ঘটে মঠে একমাত্র তিনিই।

ভগবানকে যে ভালবাসতে চায়, ভাগ্য—ভগবানের কৃপা। ভগবানে মানুষের প্রেম হওয়া। তা হলেই শান্তি, আনন্দ। সর্বদাই তাঁর চরণ শরণ।

৮৬

মনটা তাঁর চরণে লাগিয়ে রাখবার চেষ্টা করা। বিশ্ব-মঙ্গল করুণাসাগর ভগবানের কৃপা সব সময়ই বর্ষিত হচ্ছে। সব সময় মঙ্গল চিন্তা কর্তব্য। মঙ্গল মানে, ভগবৎ প্রকাশের যে আশা, পূর্ণানন্দ পূর্ণ প্রকাশ যা।

৮৭

নিজেকে পাওয়ার চেষ্টা, ডাকাডাকি মানুষের স্বভাব। অভাব দূর করবার জন্যই ডাকাডাকি। মনুষ্য জীবনে উদ্দেশ্য থাকা উচিত ভগবান লাভ। যা ত্যাগ হয়ে যায়

তাকেই ত্যাগ করবার কথা ওঠে। যা নিত্য সত্য, তাই গ্রাহ্য। যে নিজে বন্ধ, আকর্ষণও তার বন্ধেতেই।

৮৮

ভগবানের ওপর ত কেউ নেই। যা করেন তিনিই স্বয়ং। কারও শক্তি নেই কিছু করার। এইটিই মনে রাখা। ভগবানের ওপর নির্ভর রাখা। যতদিন পর্যন্ত মনে হয় কেউ কিছু অনিষ্ট করবে ততদিন একটু বেশী ইষ্ট জপ করা, ইষ্টদেবের ওপর নির্ভর সর্বাবস্থায় করণীয়।

৮৯

জীবজগতে মানুষের সহ্য ধৈর্যের আশ্রয় লওয়া ছাড়া উপায় কি? নিজেরা নিজেদের সান্ত্বনায় সুস্থ থাকা। নিজ নিজ কর্তব্য যা, সৎ অনুষ্ঠানের ভিতরে পূর্ণ করার চেষ্টা। মানুষেরই ভগবানকে চিন্তনীয়।

৯০

পরমার্থ পথে সহ্য ধৈর্য স্থির ধীর গম্ভীর, নিজ প্রাপ্তির ক্রিয়ায় নিজে ব্রতী থাকতে পারলে, ঢেউ এলেও ছুঁতে পারে না। সেই স্থিতি হবার চেষ্টাই মানুষের কর্ত্তব্য।

৯১

মানুষই সর্বদিকে জয়লাভ করতে পারে। মনের হুঁস হওয়া প্রয়োজন। জন্ম জন্মান্তরের অজ্ঞানের দিকে পড়ে থাকা, সেই দিকই ভাল লাগা—এই দিকটা বদলাতে হবে। সত্য কথা বুক ফুলিয়ে মুখ খুলে বলা—তাতে সত্যের তেজ বৃদ্ধি হয়। সত্যই সৎপথের প্রদীপ, দিক প্রদর্শক। নিজের ব্যক্তিত্ব রেখে মিষ্ট ব্যবহারে সকলের সঙ্গে জয়যুক্ত হয়ে চলা। কারো কবলে পড়ে যাওয়া নয়। নিজের সুন্দর ভাবগুলি যেরূপ আছে—নিত্য শুদ্ধ সৎচিন্তায় পুষ্ট রাখা। বিক্ষেপ যেন স্পর্শ করতে না পারে।

৯২

সর্বদা মনে রাখা ভগবৎ কর্ম সাধনের জন্যই দেহখানি। তাই দেহ, প্রাণ, মন দিয়ে তাঁকে ধরে রাখবার কেবল সর্বক্ষণ চেষ্টা।

৯৩

গুরু যে পথ বলেছেন সেই পথে চলার চেষ্টা করা। আর কর্ম যদি ভাল লাগে তবে তদ্‌বুদ্ধিতে কর্ম করা। দেশ সেবা, গৃহলক্ষ্মীর সেবা, বাল গোপালের সেবা, পতিসেবা —তিনি যে বহু রূপে। কেবল খাওয়া, শোওয়ায় সময় না কাটান। অমূল্য মনুষ্য জন্ম বৃথা চিন্তায় নষ্ট না হয়। ধর্মশালায় আর বাস না করে নিজের ঘরে যেতে চেষ্টা কর।

৯৪

দূর বোধই দুর্বুদ্ধি। তৎবুদ্ধি যতক্ষণ না হয়—তৎ

ভাবনায় ব্রতী থাকার কেবল চেষ্টা। সর্ব ক্রিয়ায় ক্রিয়া-রূপেতে তিনি এইটি স্মরণ রাখার চেষ্টা হওয়া।

৯৫

মানুষেরই তো কর্তব্য নিজেকে জানা—পাওয়ার চেষ্টা। মানুষেরই ভগবান লাভ। সত্যানুসন্ধান কর্তব্য। যার যে পথ অনুকূল বেছে নেওয়া। গুরু যাকে যা নির্দেশ দেন অবিচারে গ্রহনীয়। উপস্থিত সদ্‌গ্রন্থাদি পাঠ ও সৎসঙ্গের মধ্যে থাকা। সত্যস্বরূপ ভগবানের প্রকাশের জন্য চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে অন্তত কিছুক্ষণের জন্য স্থির ভাবে, মন শূন্য রেখে বসা, যতক্ষণ গুরুর বিশেষ নির্দেশ না হয়।

সর্বক্রিয়ার মধ্যে তদ্‌বুদ্ধি রাখা। যন্ত্র যন্ত্রী তিনিই। যন্ত্ররূপে যেমন চালাচ্ছেন চলা।

৯৬

যে ক্রিয়াতে ভগবৎ ভাব উদ্দীপিত হয় সেই কর্মই কর্ম, আর সব অকর্ম। যে পথে ভগবৎ ভাব নেই তা প্রেয় হলেও ত্যাজ্য। আর যাতে ভগবৎ ভাব উদ্দীপিত হয় তা অপ্রিয় হলেও গ্রহণীয়। সত্যলাভের দিকই মানুষের নেওয়া কর্তব্য। শ্রেয় পথ অমৃতের দিক্। প্রেয় হল যা আপাত মনোরম। পরিণামে বিষময়, অমঙ্গল, অশান্তিকর —মৃত্যুর দিক্।

৯৭

অপ্রিয় কর্ম চিন্তা করা না। লোকের প্রিয় হওয়ার চেষ্টাও না।

৯৮

ভগবৎ ক্রিয়াই ক্রিয়া—আর সব অক্রিয়া—মৃত্যু পথের ক্রিয়া। স্বক্রিয়াতে হওয়া মানুষ মাত্রেরই কর্তব্য।

৯৯

সাধারণ জীবের কর্ম অভাব পূরণের জন্য : সাধকের কর্ম স্ব-ভাবে পেঁছাবার জন্য।

১০০

পরমার্থের দিক হল ক্রিয়া-যোগ আর জগতের দিক হল ক্রিয়া-ভোগ। ক্রিয়া-যোগের পথে যিনি চলেন, তিনিই মুক্তির পথে। যিনি যে-ধারা পান সেই ধারাতেই নিত্যযুক্ত হয়ে ঐ ক্রিয়াদিতে ক্রিয়া-মুক্তির চেষ্টায়। নিত্যযুক্ত, অতীত অনতীত যেখানে সেখানে, প্রশ্ন ওঠে না। প্রথমে ক্রিয়া-যুক্ত হও—একনিষ্ঠ হয়ে যে ধারাতেই হোক, তবে ত ক্রিয়া-মুক্ত। যোগী মানে নিত্যযুক্ত। আর নিত্যযুক্ত যেখানে মুক্তিও সেখানেই।

১০১

যা কিছু নিজে করা যায় তাতে কষ্ট।

১০২

প্রারব্ধ আছে। আবার প্রারব্ধের ওপরও এক স্থিতি আছে—যেখানে অধিকারী অনধিকারীর কথা নেই। যখন বন্যা আসে তখন সব ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

১০৩

কাকেও কিছু ইচ্ছা করে ছাড়তে হয়না, কর্মের পূর্ণাহুতির সঙ্গে সঙ্গে ত্যাগ আপনা হতেই হয়ে যায়।

১০৪

ভাগ্য ভোগ করবার জন্যই না মানুষের জন্ম। যতক্ষণ পর্যন্ত নিয়ন্ত্রিতের উপরে না যাওয়া যায় ততক্ষণ ভগবানের বিধান না মেনে তোমরা পার কই? তোমাদের কর্ম অনুযায়ী তো তোমাদের ফলের বিধান। তিনি তাঁর বিধান লঙ্ঘন করতে পারেন কি না পারেন সে বিচার করবার তোমাদের

শক্তি কোথায় ? তাঁর রাজ্যে সবই সম্ভব। তিনি সব পারেন। কিসের জন্য কি করেন সে বিচার করবার অধিকার তোমাদের নেই, তোমাদের মনের মত তিনি সব সময় করবেন কেন ? তিনি যে প্রভু। তিনি যা করেন সবই তোমাদের কল্যাণের জন্য—তা মনে রাখতে হয়।

১০৫

শুভ মতি দিয়ে কর্ম করো, কর্মের ভিতর দিয়েই ধাপে ধাপে উঠতে চেষ্টা করো। সব কাজেই তাঁকে ধরে থাক, তা হলে আর কিছুই ছাড়তে হবে না। তোমার কাজগুলিও সুচারুরূপে সম্পন্ন হবে, লক্ষপতির সন্ধানও সহজ হবে। ...যখন যে কোন কাজ করবে কায়-মনো-বাক্যে সরলতা ও সন্তোষের সঙ্গে তা করবে, তা হলে কর্মে পূর্ণতা আসবে। সময় হলে শুকনো পাতাগুলি আপনা হতে ঝরে গিয়ে নূতন পাতা দেখা দেবে।

১০৬

সৎ চিন্তার ধারা যেখানে, সেখানে কর্মক্ষয়ের পন্থা থাকে বই কি! গন্তব্য স্থান যতক্ষণ অপ্রাপ্ত, ততক্ষণ কর্ম, অকর্ম, বিকর্ম আশ্রয়ে কর্মানুযায়ী ফলটি ভোগ্য হতেই হবে।

১০৭

মানুষ কর্ম পূরণের জন্য জন্ম নেয়। আবার জন্ম পূরণের জন্যও জন্ম নেয়। শক্তিশালী পুরুষ বা ভগবৎ শক্তি যার মধ্যে প্রকাশিত তিনি নিজের কর্ম নিজে বদল করতে পারেন।

১০৮

এমন অনেক ক্রিয়া আছে যাতে মৃত্যু হলে দুর্গতি হয়—সদ্গতি হয় না: অন্ধকার হতে আরো অন্ধকারে যেতে হয়।

কেন এমন হয়, সেকথা বলা যায় না। সেটা তাঁর মৌজ। কর্ম যে প্রকার, ফলও সেই প্রকার।

১০৯

যখন যার যে কাজের ভার সে যদি ভগবৎ লক্ষ্য রেখে প্রসন্ন মনে না করে তাহলে "বেজায় খাটুনীতে" তার কোন কাজ হয় না। মানুষের জাগতিক সেবার কাজ প্রসন্ন মনে তৎ জ্ঞানে করা। তা হলে চিত্তশুদ্ধির অনুকূল।

১১০

জগতের ক্রিয়ায় সাময়িক আনন্দ আর ক্লেশদায়ক দুঃখ পিছনে, ছায়ার মতন। নিজেকে পাওয়ার যাত্রী হওয়া। ভগবানের দিকে যত অগ্রসর ততই সমগ্র ক্লেশদায়ক ক্রিয়া শিথিলের দিক—তা মনে রাখা।

কর্ম

১১১

তীব্র ক্রিয়ায় আবরণ সরে যায়।

১১২

সর্ব কর্মের মধ্যে উদ্দেশ্যটাকে বড় রাখা।

১১৩

সৎকর্মের ফল তো ব্যর্থ হবার নয়। পূর্ব-পূর্ব কর্মানুসারে কর্মভোগ। যতক্ষণ ভগবানেতে কর্মযোগ না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষের সঞ্চিত কর্মের ফলভোগ না দিয়ে তিনি ছাড়েন না।

১১৪

ঠাকুর যা করেন তাই করা। শুভ মুহূর্তে তিনি কৃপা করবেন, একনিষ্ঠ হয়ে ক্রিয়াতে ব্রতী থাকা। অনেক সময়

গুরু যোগ্য করে নেওয়ার জন্যও কোন ক্রিয়া দেন। শুভ মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করা। ভগবানের স্পর্শের লক্ষ্য নিয়েই তো বসা। যতক্ষণ সাড়া না পাওয়া যায়, নিজের চেষ্টা—যোগ্যতার জন্য, সাড়া পাবার জন্য।

১১৫

কর্ম একটা ঠিক হয়ে আরম্ভ হয়ে গেলে আর পড়ার দরকার হয় না।

১১৬

চিত্ত যত শুদ্ধ হবে তদ্ভবনায় কর্মও তত সুন্দর হবে। কর্ম রূপেও তো তিনি। কর্মের ভিতর শুদ্ধ ও সরল ভাব প্রকাশ হওয়া। কেউ আমায় একটু স্নেহ বা আদরের চোখে দেখুক অথবা আমার কাজটা একটু করে দিক, এই পথে এসে এই সবের অপেক্ষা মোটেই রাখতে নেই। ধৈর্য

ও সংযমের আশ্রয়ে সর্বক্ষণ থাকা। অনেকটা দুধের মধ্যে এক ফোঁটা দই পড়লে যেমন সবটা দুধ দই হয়ে যায়, তেমনি কর্মের মধ্যে একটু রাগের সঞ্চারে বিশেষ ক্ষতিকর—মনে রাখা।

১১৭

যেটা করা তা ভাল করে করা। করতে করতেই রসবোধ হয়।

১১৮

সৎ অনুষ্ঠান সৎ ক্রিয়া করা চাই—ক্রিয়ার স্বরূপ প্রকাশের জন্য—যে প্রকাশ, অপ্রকাশ নাশে। শরীরের বহির্মুখী ক্রিয়ার গতি অন্তর্মুখ করবার চেষ্টা। ভগবৎ ক্রিয়ায় শরীরকে প্রতিষ্ঠিত রাখার চেষ্টা সর্বক্ষণ। মনের দুর্গতি—অর্থাৎ যে ভাবনা চিন্তার গতি ভগবানকে দূরে

রাখে। অভাবের তাড়না হতে মুক্ত হয়ে স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার চেষ্টাই মানুষের করণীয়।

১১৯

কর্ম যোগাযোগে মানুষের ভোগ। কর্মভোগ—আবার কর্মযোগ। মুক্তি পেতে হলে—ভগবৎ স্মরণ, জপ, ধ্যান, চিন্তনে মনকে সর্বদা ডুবিয়ে রাখা—যা শান্তির দিক।

১২০

সৎ ইচ্ছা জাগরণ যেখানে হয়, পূরণও সেই ভগবানই করেন। সৎ ইচ্ছা যেন সদা সর্বদা জেগে থাকে—তাহলেই মঙ্গল, কল্যাণ। সৎ ক্রিয়া ইচ্ছা অনিচ্ছায় করলেও ফল হয়। সৎ অনুষ্ঠান, সৎ কর্মাদিতে সৌভাগ্য খোলে; দুর্ভাগ্য দূর হতে থাকে।

১২১

সংসারযাত্রা। বিশ্বজগতে যেদিকে যা আসে নিজ কর্তব্য জ্ঞানে ত্রুটিহীন যথাশক্তি করে যাওয়া। ভগবচ্চিন্তায় ভগবানের নামে আপনা আপনি শক্তি প্রকাশ করা তাঁর স্বভাব।

[একান্ন]

কৃপা

১২২

ভগবান কৃপাময় করুণাময়—তাঁর অহেতুক করুণা, কৃপা সর্বক্ষণ বর্ষিত। উন্মুখ হাত বাড়িয়ে রাখা। দোকান-দারীর দিকে যেতে নেই। করে দেখলাম, পেলাম না ; এ আমার কৃতকর্মের ফল। ঠাকুর! আমি পাচ্ছি, তুমি আমায় দিচ্ছ, কৃপাবর্ষণ করছো—এই কথা মনে রাখা। তবেই জীবের কল্যাণের আশা।

১২৩

ভগবানের করুণা সর্বদা সর্বত্র বর্ষিত হচ্ছে। নিজেকে সেদিকে উন্মুখ রাখলেই তার প্রকাশ পাওয়া যায়। ভগবানের কৃপা সব সময় প্রার্থনা মানুষেরই কর্তব্য।

১২৪

কৃপা অনুভবের অধিকারী না হওয়া পর্যন্ত কৃপার কথা বুঝতে পারা যায় না।

[বাহান্ন]

১২৫

তাঁর জন্য অভাব জাগৃতিও তাঁরই কৃপা, মনে রাখা। যতক্ষণ ক্রিয়ার ফল দেখা না যায় বুঝতে হবে ঠিক ঠিক ক্রিয়া এখনো হয়নি—কিন্তু অগ্রসরের দিকে যাত্রীর যাত্রা চলছে। এস্থলে কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাস অটল রাখতে হবে।

১২৬

বোধেতে যে আসছে না—এও ভগবৎ কৃপা, এই যে আকাঙ্ক্ষা এও ভগবৎ কৃপা। শুভ সৎ আকাঙ্ক্ষায়, আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তির দিক। সৎ শুভবুদ্ধি এবং সৎ ক্রিয়ায় নিত্য ব্রতী থাকলে তার ফলস্বরূপ কোন মুহূর্তে যে তাঁর প্রকাশ, মানুষের তা তো জানা নেই। তাই যতক্ষণ প্রকাশ না হয় ইচ্ছায় অনিচ্ছায় নিজেকে পরম পথের যাত্রায় ব্রতী রাখাই।

[ভেপার]

১২৭

যতক্ষণ অহংবুদ্ধি ততক্ষণ ভগবানের কৃপাও কর্মফলানুযায়ী। যতক্ষণ কর্ম ততক্ষণ কৃপা।

১২৮

দয়াল ঠাকুরের রাজ্যে দয়ার ব্যবস্থা তো করেই রেখেছেন। তিনি তো ঢেলেই আছেন—বর্ষাধারার মতন দিচ্ছেন। পাত্র সোজা করে রাখলে তা ভরে যায়। উল্টো করে রাখলে পাত্র ভেসেই যায়, ফেঁসেই থাকে।

১২৯

কৃপা তো তিনি সর্বদাই করছেন। শুধু বুঝবার অধিকারী হওয়ার জন্য তাঁর দিকে লক্ষ্য করে বসে থাকতে হয়। চিত্তশুদ্ধি হলে কৃপা বোঝা যায়।

১৩০

আবরণ নষ্টের জন্য কর্ম প্রয়োজন। তোমাকে যে বুদ্ধি দিয়েছেন তাই দিয়ে তুমি কাজ কর। তাঁর কৃপা অহৈতুকী। কেন কৃপা করছেন না, তা তাঁর মৌজ—নিজেরই ত—যা ইচ্ছা করেন। যখন হেতু থাকে তখন প্রাপ্তির ইচ্ছা আর ফল ভোগ। আমি করেছি তাই ফল ভোগ করছি। কিসের ফল? নিজের ক্রিয়া—নিজের ফল।

১৩১

কর্মফলে যিনি কালি মাখান, তিনি আবার সৎকর্মে ধুয়ে নেন। তাঁর করুণা, কৃপা সবটার মধ্যে দেখা। তাঁর হাতের যন্ত্র—সর্বক্ষণ এই ভাব যার বোধে থাকে, তার দ্বারা কখনও ক্লেশদায়ক ক্রিয়া হতে পারে না। তার—সৎপথ, সরল গতি।

১৩২

ভগবানের আশ্রয়েই দুঃখ দূর হয়। মানুষের কর্মফলে যে কষ্টভোগ তা ভগবানেরই কৃপা। কৃপা বলে গ্রহণ করতে পারলে কল্যাণের দিক।

[ছাপায়]

১৩৩

গুরুতত্ত্ব বড় গভীর। গুরুতে ঈশ্বর-বুদ্ধি রাখা। গুরু কখনও ত্যাগ হয় না। গুরু যেখানে ত্যাগ হয়, সেখানে গুরু-করণই হয়নি। গুরু দ্বারা অশোভন অন্যায় কাজ কখনও হয় না। জন্ম জন্মান্তরের গুরু যেখানে বলা হয়, সেখানে গুরুশক্তি আর গুরুভক্তি শিথিল হয় না। যিনি সত্যস্বরূপ ভগবান, তিনি সত্যানুসন্ধানে লক্ষ্য পূর্ণের ব্যবস্থা করে থাকেন।

১৩৪

তোমার গুরু যিনি, জগতের গুরু তিনি। জগতের গুরু যিনি, তোমারই গুরু তিনি। যেখানে গেলে নিজের গুরুর উপর অশ্রদ্ধা জন্মায় সেখানে যাওয়াই না।

[সাতান্ন]

১৩৫

জেনে রেখো—গুরু বলতে একমাত্র স্বয়ং একই।

১৩৬

গুরু ভিতর হতেই হয়। আসল খোঁজ এলেই প্রকাশ। বিনা প্রকাশ ছাড়া যে থাকাই যায় না। তিনি স্বয়ং গুরু-রূপে এসে নিজেই নিজে প্রকাশ করে দেন বা প্রকাশ হয়ে যান।

১৩৭

ভগবৎ প্রাপ্তির রাস্তা সরল সহজ। গুরু যা বলেন তাই শ্রেষ্ঠ মন্ত্র। ঠিক ঠিক গুরুমন্ত্র জপ করলে প্রকাশ ছাড়া হতেই পারে না। গুরু-শক্তি প্রকাশ হলে, ফল হবে না? আগুনে প্রবেশ করলে জ্বলবেই। সর্বনাম সর্বরূপ আবার অনাম অরূপ। যদি নাম ভাল লাগে তবে সর্বনাম সর্ব-

রূপেতো আছেই। আবার যদি নিরাকার ভাল লাগে তবে অনামী অরূপ।

১৩৮

স্বয়ং ভগবানই গ্রুরুরূপে প্রকাশ হন। বিশ্বাস করো, তাঁকে ডেকো।

১৩৯

গ্রুরু যদি বল, তবে বিগ্রহে শিলাবুদ্ধি যেমন রাখতে নেই, গ্রুরুতে মনুষ্যবুদ্ধি রাখবে না। গ্রুরুতে ঈশ্বর-বুদ্ধি রাখতে হবে। যদি মনুষ্যবুদ্ধি কর তা হলে তোমার গ্রুরু হল না। কারণ মানুষ কি কখনও গ্রুরু হতে পারে? গ্রুরু মানেই হল জগদ্গ্রুরু; জগদ্গ্রুরু মানে মৃত্যুর দিকে গতি থেকে যিনি অমৃতের দিকে গতি দেন। সেই গতি যিনি দেন, তিনিই হলেন অন্তর গ্রুরু।

[উনষাট]

যদি একবার গুরু আশ্রয় দেন, যতক্ষণ পর্যন্ত শিষ্যের যা লক্ষ্য তা পূর্ণ না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত গুরু যান না। গুরু যান না, এই প্রশ্নও ওঠে না। উনি যাবেন কোথায় ? তাঁর কি আসা যাওয়ার কোন প্রশ্ন আছে ? বুঝলে না। কাজেই গুরু যেখানে বলবে, সেখানে দেহের প্রশ্ন আসেই না ; কারণ সেখানে দেহ থাকতে পারে না।

আর এক কথা হোল, গুরু চলে গেলেও, তুমি যদি দেহেতে তাঁকে নাও দেখ, সর্বদা সর্বক্ষণ—যতক্ষণ তোমার লক্ষ্য পূর্ণ না হবে, ততক্ষণ তোমার যা প্রয়োজন, তোমাকে তিনি সে রাস্তা ধরে দেবেন। দেবেন মানে কি ? তিনি যাবেন কোথায় ? যাওয়ার প্রশ্নই নেই, প্রকাশিত হবেন।

১৪০

তোমার আমি যেখানে, সেখানে গুরু কোথায় ? আমি

গুরু

তুমির দ্বন্দ্ব যেখানে মিটে যায়, গুরুই বল, আর ইষ্টই বল—ইষ্টতে গুরু, গুরুতে ইষ্ট রয়েছেন, মন্ত্রেও ইষ্ট রয়েছেন—সবটাতে তিনি সমভাবে রয়েছেন।

১৪১

গুরুকরণ যদি ঠিক ঠিক হয় তবে গুরু কখনও ত্যাগ হয় না। সব সময় শিষ্যের কাছে গুরু বর্ত্তমান। ভগবানই মানুষের গুরু। তাঁর উপরই নির্ভর রাখা। ক্রিয়া, যোগাভ্যাস ইত্যাদি গুরু সান্নিধ্য ছাড়া হয় না। কিন্তু ধ্যান জপ যেখানে সেখানে হয়। অটল ধ্যান, স্থির আসনে বসতে চেষ্টা করা, মনটা শান্ত হওয়ার জন্য। মনটা পরমার্থ লক্ষ্যে রাখার চেষ্টা। তাহলেই শান্ত হওয়ার দিক খোলবার আশা।

[একষট্টি]

১৪২

প্রফেসর না হলে যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যালাভ হয় না। তেমন গুরু না হলে ব্রহ্মবিদ্যা লাভ হয় না। আধ্যাত্মিক উন্নতি, মুক্তি, যা কিছু, সবের ঐটুকুই যে সমস্যা।

১৪৩

গুরুর অনন্ত রূপ, অনন্ত প্রকাশ, অনন্ত অপ্রকাশ। গুরু-ইষ্ট-মন্ত্ররূপে ঐ-ইত। যেখানে মন প্রাণ সেখানে বিশ্বব্যাপক এক আত্মাইত। নিজেকে নিয়ে নিজেতে নিজে, সেই স্বরূপ প্রকাশের জন্যই এই ধরায় নানা ধারা। আবার ধরা, নিজেকে নিজে ধরে আছেন। অথচ ধরা, অ-ধরার প্রশ্নই নেই। সেই প্রকাশইত চাই।

[বাষট্টি]

১৪৪

উপযুক্ত গুরু না হলে গুরুতর ক্ষতি হয়—এটা খুবই সত্য কথা।

১৪৫

অনেকে দুঃখ করে—সদ্‌গুরুর কাছে দীক্ষা নিলাম, কই কিছুই তো হল না। কাপড়ে একটু কালির দাগ পড়লে তা তুলতে কত সময় লাগে, আর চিত্তের এমন গাঢ় ময়লা দু-পাঁচ দিনেই উঠে যাবে? গুরুর উপদেশের উপর অটল বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা রেখে নিষ্ঠার সঙ্গে উপাসনাদিতে মনো-নিবেশ করলে ফল দেবেই দেবে।

১৪৬

যেখানে গুরুমন্ত্র সেখানে গুরু স্বয়ং। দেহত্যাগ দেখতে পাও; কিন্তু গুরুত্যাগ হয় না। যাঁর জন্য প্রাণের

এত কান্না, তাঁর উপদেশ আদেশ নিয়ে চলবার পথে বাধা জন্মায় কেন ? গুরু ত একই।

১৪৭

গুরুর নির্দেশে চলাই আত্মোপলব্ধির উপায়—ভগবৎ প্রাপ্তির ইচ্ছায় কুণ্ডলিনী জাগরণের ক্রিয়াদি যেখানে হয়। তিনি সাড়া দেন না, তা হতেই পারে না। ভগবানকে বাস্তবিক চাইলে তিনি প্রকাশ হবেন না, তা কি কখনও হয় ?

১৪৮

অন্তর গুরুর সন্ধানের জন্য গুরুকরণ। একনিষ্ঠ হয়ে পথ চলা। ভগবৎ বিষয়ক সব জায়গাই গ্রহণীয়। এক লক্ষ্যে যে ভগবানকে চায় সে পথ পায়। স্বয়ংই ধরা দেন।

১৪৯

গুরু-আদেশ নির্বিচারে পালনই সব চেয়ে বড় সেবা— তুমি যেখানে আছ সেই স্থিতি হতেই। কখনও গুরু নিজেই আদেশ পালনের ব্যবস্থা করে দেন। চেষ্টা করলে আদেশ পালনের শক্তি প্রকট হতে পারে। আদেশের ওপর পূর্ণ রূপে নিষ্ঠা থাকা উচিত।

১৫০

ঠিক ঠিক গুরু শিষ্য যেখানে সেখানেই নিত্য সম্বন্ধ। শক্তিশালী গুরু যেখানে সেখানে সাময়িক অবিশ্বাস এলেও অন্তর্নিহিত গুরুশক্তি—তাকে বিশ্বাসের দিকে টেনে নেওয়ার সম্ভাবনা থাকেই।

১৫১

যে বাস্তবিক গুরুকে শ্রদ্ধা করে সে কাউকেও ঘৃণা করতে

পারে না ; যদি কাউকেও ঘৃণা করা হয়, তবে গুরুকেই ঘৃণা করা হল। কারণ গুরু যে মহান, তিনি যে সকলের মধ্যেই আছেন—এ বিশ্বাস থাকা দরকার।

১৫২

গুরু যাকে যা নির্দেশ দেন, তা অবিচারে গ্রহণীয়। নিত্য সদ্‌গ্রন্থাদি পড়া ও সৎসঙ্গের মধ্যে থাকা। সত্যস্বরূপ ভগবানের প্রকাশের জন্য স্থিরভাবে, মন শূণ্য রেখে বসা। যোগযুক্ত যে আছে, সে তো সেই প্রকাশের জন্য।

১৫৩

দীক্ষার প্রয়োজন আছে কিনা, এর উত্তরে মা—দীক্ষার প্রয়োজন হলে সময় মত হয়ে যায়। ভগবৎ চিন্তাতে থাকার চেষ্টা। যা প্রয়োজন তিনি সময় মত করেন এই বিশ্বাস রাখা।

[ছেঝট্ট]

১৫৪

এই কণ্টকাকীর্ণ পথেও গুরু সর্বদাই হাত ধরে তাঁর দিকে নিচ্ছেন—এই সত্য মনে রাখা। কখনও আলেয়ার আলো মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু তিনিই সর্বরূপে। যে গতিতে সর্ব-অবাধ রূপটি প্রকাশ হয়, সেই গতিতে স্থিরভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকার চেষ্টা, সর্বক্ষণ যথাশক্তি করা।

১৫৫

গুরু চাওয়া রূপে যিনি, প্রকাশ পাওয়া রূপেও তিনিই। কিন্তু সাচ্চা চাওয়া আসা প্রয়োজন। সর্বক্ষণ তাঁকে স্মরণ তাঁরই অনুভূতির জন্য।

১৫৬

প্রকাশের যাত্রীর যাত্রা সফল হওয়ার পক্ষে গুরু-উপদেশ পালনীয়। কিন্তু যেখানে গুরু-উপদেশ নাই সেখানে

[সাতবট্টি]

যেমনটি প্রাণ চায় তেমনটি ডাকা—প্রার্থনা, ধ্যানে নিজেকে ব্রতী রাখা।

১৫৭

গুরুমন্ত্রের জপ ধ্যানে সর্বক্ষণ ব্রতী থাকার চেষ্টা। যিনি হাত ধরেন তিনি ছাড়েন না। তাঁরই চরণ স্মরণ সর্বক্ষণ। তাঁর সন্তান, ঠিক চাওয়া হলে তিনি কখনও ফিরিয়ে দেন না।

১৫৮

নিজে শিষ্য হতে চেষ্টা করো, তবেই গুরু মিলবে, কৃপা পাওয়ার দিক খুলবে, করুণা ধারার সন্ধান মিলবে। প্রার্থী হলেই জিনিস মিলবার সম্ভাবনা। প্রার্থী তো হও।

[আটষট্টি]

১৫৯

গুরু-কৃপা যেখানে অনুভব—সেখানে আর কি চাই? গুরু-কৃপাই নিজ ইচ্ছা পূর্ণ করে। গুরুর উপদেশ ঠিক ঠিক মত পালন করা।

১৬০

যে ভাবেই হোক গুরুর কৃপা প্রয়োজন। যতদিন গুরু লাভ না হয়, মানুষ মাত্রেরই কর্তব্য—সর্বরূপ তাঁর রূপ, সর্বনাম তাঁর নাম, সর্বভাব তাঁর ভাব, সেই ভাবে তাঁকে ডাকা ও তাঁকে পাওয়ার চেষ্টা করা।

১৬১

ঠিক ভক্ত যেখানে, সদ্‌গুরুর সাক্ষাৎ হওয়াই। যখন গুরু প্রয়োজন তখন গুরুর সাক্ষাৎ স্বাভাবিক। যতক্ষণ গুরু-করণ না হয় ততক্ষণ কর্তব্য সদ্‌গ্রন্থ পাঠ, জপ, ধ্যান,

কীর্তন—যার যে নাম ভাল লাগে। ভক্তের স্থিতিতে আসার জন্য সৎ ক্রিয়ায় ব্রতী থাকা।

১৬২

যিনি পরমার্থ লাভের যাত্রায় তার ভয় কি? যাঁর লক্ষ্যে যাত্রী, তিনি সর্বময়। তিনি প্রকাশ হতে বাধ্য। তবে চাওয়াটা খাঁটি হওয়া চাই। চাওয়া রূপে যদি তিনি আসেন, তবে পাওয়া রূপেও তিনি প্রকাশিত হন।

ভেতর হতে যা আসে তাই ভাল। নিজেকে সাক্ষী ভেবে সর্ব বিষয় গুরুর ওপর নির্ভর। গুরু নিকটেই আছেন, মনে রাখা।

১৬৩

গুরু যাকে যে আদর্শ লক্ষ্যের জন্য বলে দেন, সে জাতীয় ক্রিয়াদিতে একলক্ষ্য হওয়ার জন্য। শিষ্য যখন

একনিষ্ঠ হয়ে একলক্ষ্যে চলতে থাকে সেখানে আদর্শ, লক্ষ্য কোথায় থাকে না? গুরুর আদেশে লক্ষ্য রেখে পূর্ণের জন্য যে চলা তাকেই নিষ্ঠা বলে।

১৬৪

সদুপদেশ, শাস্ত্র উপদেশ যেখানে যতটা লেখারূপে, অনুভবরূপে, গ্রন্থরূপে গ্রন্থি-ভেদনের জন্য প্রকাশ—তাকেই তো গুরুগ্রন্থ বলে। ঐখানে গুরুই গ্রন্থরূপে প্রকাশ।

১৬৫

যে অক্ষরে মনের ত্রাণ হয় তাই মন্ত্র। অক্ষর চিন্ময়—শব্দব্রহ্ম, নামব্রহ্ম। নামরূপে তাঁকে পাওয়া যায় এই ভাবনা রাখতেই হবে। আমার মধ্যে যে বীজ আছে তা থেকে বৃক্ষ

হবেই, এই বিশ্বাস রাখা। আবার বীজ বপন করলে যেমন জল ও সার দিতে হয়, তেমনি সৎসঙ্গ-রূপী সার ও জল দিয়ে মন্ত্র-রূপী বীজকে অংকুরিত করতে হয়। যে রকমটা চাইবে, সেইরূপই পাওয়া যায়।

১৬৬

যাঁর ধ্যান করলে ভগবৎ বুদ্ধি জন্মায়, তাই করা কর্তব্য।

১৬৭

গায়ত্রী উচ্চারণ, আহুতি ইত্যাদি জপধ্যান অনুকূল ক্রিয়ায় নিজেদের জন্ম জন্মান্তরের ও উপস্থিত মলিনভাব, কর্মাদি যার যা সঞ্চিত আছে তা ধুয়ে মুছে সেই প্রজ্বলিত সতেজ স্বরূপ প্রদীপের মত নিজেতে নিজে, যা আত্মনিহিত আছে তার নিরাবরণ উদ্ঘাটনই যে লক্ষ্য তার সেবা করা।

১৬৮

অচিন্তাই পরম ধ্যান।

১৬৯

আহার যেমন ২।৩ বেলা সময় মতন করা, ত্রিসন্ধ্যাও তেমন স্নানাদির পর শুদ্ধ বস্ত্র পরে একটু পবিত্রভাবে যথা শক্তি সম্ভব নিষ্ঠার সঙ্গে একস্থানে আসনে বসে করা, শাস্ত্রীয় নিয়ম। তাতে অন্তরে যে নিত্য-শুচি আছে তার জাগরণ হয়। তখন আর শুচি অশুচির প্রশ্ন থাকে না।

১৭০

সংখ্যা জপেই শুধু জপ সমর্পনের বিধি। মূলবীজ সর্বক্ষণ মনে রাখা, জপ করাই। তাতে জপ সমর্পণের দরকার হয় না। বাসি মুখে, বাসি কাপড়ে যখন ইচ্ছা জপ করার বিধি তো আছেই। বেশী জপ এইভাবে করা যেতে পারে। ভগবান অন্তর্যামী, অন্তরে তাঁকে ডাকতে পারলেই হল।

১৭১

সর্বকাজে কীর্তনে মা তোমার কাছে। চুপচাপ শান্ত ভাবে বসা, ভাবা—শূণ্যের মধ্যে আমার কাছে মা—এতে আনন্দ পাবে। অনড়ভাবে বসে, শুয়ে ধ্যান করা। ভাবা —মা আমার কাছেই সর্বক্ষণ।

১৭২

নিজ ইষ্ট বলে যাঁকে জানা—মনে মনে জপ, স্মরণ, ইষ্ট ধ্যান—চরণ থেকে কেশাগ্র পর্যন্ত। যদি জপে বেশীক্ষণ থাকতে ইচ্ছা করে, তবে শব্দের ওপর লক্ষ্য রেখে জপ। অক্ষররূপে ভগবান, শব্দরূপেও ভগবান।

১৭৩

যতক্ষণ তাঁর অনুভব না হয় ততক্ষণ তাঁর ক্রিয়া ছাড়তে নেই। এইটি মনে রাখা। জপে, ধ্যানে তাঁকে পাওয়া যায়। যে ভাবে জপ ধ্যান করছ তা যাতে সর্বক্ষণ হয় চেষ্টা,

তাঁকে ডাকলে তিনি সাড়া দেবেন না, এ হতেই পারে না। সময় নেয়—নিজ কর্মে তীব্র ক্রিয়া যেখানে সেখানে প্রকাশের অনুকূল।

১৭৪

চিদানন্দ আত্মস্বরূপ ধ্যান।

১৭৫

জপ ধ্যানে মন প্রাণ ঢেলে যথাশক্তি চেষ্টা, সৎ পরিবেশে সৎ ক্রিয়ায় শরীর মন যতক্ষণ রাখা যায়। যাত্রীর যাত্রা পূর্ণ হওয়ার জন্য তীব্র গতি হওয়া। মন লাগুক না লাগুক, জপ, ধ্যান, স্মরণ করেই যাওয়া।

১৭৬

স্থির আসন, স্থির দৃষ্টি, জপ আশ্রয়, তবেই রসের আশা।

জ্ঞান অজ্ঞান মায়া অবিদ্যা

১৭৭

জীবকে ভগবান অজ্ঞানের পর্দা দিয়ে ঢাকলেও তাতে আবার জ্ঞানের দরজাও রেখে দিয়েছেন। সে ঐ দরজা দিয়ে মুক্ত হতে পারে। তবে মনে রাখতে হবে যে পরম বস্তু পেতে হলে—ভগবানকে পেতে হলে জ্ঞান, অজ্ঞানের ওপরে উঠতে হবে। যতক্ষণ জ্ঞান ও অজ্ঞান আছে অর্থাৎ ভেদবুদ্ধি আছে ততক্ষণ পর্যন্ত ব্রহ্মকে পাওয়া যায় না। যখন পাওয়া যায় তখন সমস্ত ভেদজ্ঞান লয় হয়। আপন স্বভাবে স্থিতি লাভ করে।

১৭৮

মায়ার মধ্যে থেকেই মায়া কোথা থেকে আসে বোঝা কঠিন। তাঁকে জানতে চেষ্টা করা। নিজেকে জানা মানেই তাঁকে জানা। নিজেকে পেলেই সব প্রশ্নের সমাধান হয়। মায়া থাকতে মায়াকে জানা কঠিন।

[সাতাত্তর]

১৭৯

যখন হতে ভগবান তখন হতেই মায়া। ভগবান কখন নাই ? এই জন্য মায়াও অনাদি।…নিজেকে পাবার চেষ্টা করা —চাই দাসরূপে, চাই আত্মারূপে।

১৮০

এক মহামায়া, আর এক বিষয়মায়া—বিষয় ভোগ। তুমি অমৃতের যাত্রী যদি তাঁর পথে না চল ত বিঘ্ন। বিভূতির মধ্যে ফেঁসে থেকো না। বিভূতিও এক স্থিতি মাত্র। বিভূতির দ্বারা চরম-পরম মিলবে না। শক্তি লাভ করে তার ক্ষয় করা না। আত্মপ্রকাশের জন্য চেষ্টা কর, নয়ত বিঘ্ন—পতন।

দর্শন

১৮১

আপনি কি ভগবানকে দেখেছেন? এই প্রশ্নের উত্তরে মা— বাঃ! সর্বদাই দেখা হচ্ছে। দেখ, কে কাকে দেখবে? সবই যে তিনি। ভগবান ছাড়া যে কিছুই নেই।

১৮২

আত্মদর্শন, প্রত্যক্ষদর্শন মানে কি? দ্রষ্টা, দৃশ্য আর দর্শন—এই তিন যেখানে এক। যেখানে ক্রিয়া অক্রিয়ার কথা নেই তাই আত্মস্থিতি, আত্মদর্শন। আর যদি রূপ-দৃষ্টিতে দেখ তবে সর্বত্র। যেমন বলে না—"যত্র যত্র নেত্র হেরে তত্র তত্র কৃষ্ণ স্ফুরে"। কৃষ্ণ ছাড়া যা কিছু দেখ তা আসল দর্শন নয়, সর্বাঙ্গীন দর্শনই ইষ্টের প্রকাশ।

১৮৩

আত্মদর্শন হবে কি? আছেই ত! শুধু আবরণ নষ্ট হওয়া। নষ্ট মানে কি? যা নাশ হওয়ার তাই ত নাশ হয়।

আবরণ নষ্ট হলে যা, তারই প্রকাশ—যা নিত্য আছে। স্বয়ং স্বরূপ প্রকাশ।

১৮৪

আনন্দ থাকলেই তার পিছনে নিরানন্দ থাকবেই। ব্রহ্মানুভূতি, আনন্দ ও নিরানন্দের বাইরে এক অবস্থা। যেমন ভিজে কলসী, দূর হতে দেখলে তোমরা তা জলে ভরা বলে মনে কর; কারণ সাধারণত জলভরা কলসীই ভিজে দেখায়। সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞ লোকের হাবভাবে আনন্দের মতো একটা ভাব প্রকাশ পায় কিন্তু তা আনন্দ নয়। সে ভাবটি কি, তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। সেই দেখাই দেখা, যা দেখলে চিরদিনের মতো দেখবার সাধ চলে যায়। সেই শোনাই শোনা, যা শুনলে আর শোনার সাধ জাগে না। আসল দর্শন তো সেই, যা দর্শন করার পর দর্শন-অদর্শন-নিদর্শনের কোন প্রশ্ন উদয় হয় না। সর্বত্র অনাবরণ অনাবিল অবিরোধ দর্শন।

[আশি]

দুঃখ সুখ

১৮৫

ভগবান ছাড়া, মন আর কিছু গ্রহণ করলেই দুঃখ।

১৮৬

মানা মানি নিয়েই সুখ দুঃখ। মানা মানির পারে যদি যেতে হয়, তবে তাঁকে মান।

যদি পারে যেতে চাও,
তবে শুধু তাঁরে চাও।

১৮৭

কার কষ্ট? কে কষ্ট? কাকে কে দেয়? কোথায়? নিজেকে নিয়ে নিজে। নিজের দাঁতের কামড় জিভে পড়লে তা বোধ করে কে? নিজেই অঙ্গ—নিজেতেই নিজে স্বয়ং।

[একাশি]

১৮৮

শরীর ধারণ জাগতিক সুখ দুঃখ ভোগের জন্য। দুঃখ ও সুখের অতীত হওয়ার জন্য একমাত্র তাঁরই শরণ।

১৮৯

তিনি যে সর্বদুঃখহারী—সর্বদাই তাঁকে ডাকতে চেষ্টা, তাঁরই ধ্যান, তাঁর কাছেই প্রার্থনা; তাঁকে প্রাণ ঢেলে প্রণাম। তিনি মঙ্গলময়, শান্তিময়, আনন্দময়—প্রাণের প্রাণ, আত্মা।

১৯০

ভগবান যা করেন সবই মঙ্গলের জন্য। ডাক্তার যেমন ফোঁড়া কেটে বিষাক্ত বস্তু বার করে রোগ নিরাময় করে—ভগবানও দুঃখ দিয়ে ধুয়ে মুছে কোলে টেনে নেন। ভগবান সমস্ত দোষ শোধন করেন—বলেন, তোরা আমাকে

তোদের সব মলিনতা দিয়ে দে, তার বদলে অমৃতত্ব গ্রহণ কর। ভক্তকে তিনি ব্যথা দেন, দুঃখ দেন, তার 'আগ্রহ আকুলতা বাড়াবার জন্য। তার ব্যথার পূজা, চোখের জল তিনিই গ্রহণ করেন।

১৯১

ভগবানকে না পাওয়া পর্যন্ত দুঃখ যায় না। তাঁকে পেতে হলে কেবল তাঁর জপ, তাঁর ধ্যান, তাঁর পূজা, তাঁর নামকীর্তন—এছাড়া আর কল্যাণের কোনও পথ নেই। সৎসঙ্গ সদ্গ্রন্থ পাঠও এই পথের অনুকূল। এই শরীরটা প্রায়ই একটি কথা বলে। বিষয় মানে বিষ-হয়। বিষয় ভোগে ধীরে ধীরে মৃত্যু, slow poison—তাই যত বেশী সময় তাঁকে নিয়ে থাকতে পারো তার চেষ্টা।

১৯২

ত্রিতাপ হতে রক্ষা পেতে হলে অন্য তাপের সাহায্য

নিতে হয়। তাপ দিয়েই তাপকে জয় করতে হয়। একে বলে তপস্যা। তাপ সহ্য করাকে এ শরীর তপস্যা বলে। সংসারে তাপ ভোগ করাতে যেরূপ কষ্ট, প্রথম প্রথম ভগবানের নাম নেওয়াতেও সেইরূপ কষ্টবোধ মনে হয়ে থাকে। কিন্তু এই কষ্টবোধ হলেও, এই কষ্ট দিয়েই এ তাপ হতে মুক্ত হওয়া যায়। কাজেই চাই চেষ্টা, চাই অভ্যাস, চাই কর্ম। পশুপাখীদের মধ্যে এইভাবে কষ্ট হতে মুক্ত হয়ে চিরসুন্দর চিরআনন্দস্বরূপ ভগবানকে পাওয়ার জন্য কোনও গরজ নেই। আছে শুধু মানুষের মধ্যেই।

১৯৩

যা সকলেই চায়, তা পাবার সহায়ক কর্মই ধর্ম। তাই স্বভাবের কর্ম। আর যা, অশান্তি দুঃখ আনে, তাই অভাবের কর্ম—অধর্ম।

১৯৪

আপনাকে পাওয়ার যে রাস্তা, যা ছাড়া যায় না তাই ধর্ম। প্রত্যেকেরই প্রকাশিত হবার পৃথক পৃথক রাস্তা আছে। যেখানে তুমি আছ সেইখান থেকেই তুমি চল। একমাত্র তিনিই-ত। তিনিই ধরে আছেন—ছাড়া ত নাই। আবার ভগবৎ-প্রকাশের ক্রিয়াকেই ধর্ম বলা হয়। যা অক্রিয়া, তাই অধর্ম। ধর্ম ত একই।

১৯৫

ধর্মের দিকে মন দিতেই হবে। ধর্মই তো প্রাণের প্রাণ,

আত্মা, যা নিত্য সত্য, ধরে আছে। সেই নিজ কে? জানতেই হবে। ধর্মশালায় বাস—বিপদ, বিপথের যাত্রী আর কতদিন থাকা? স্বপথ, স্বযাত্রা প্রয়োজন, প্রেয় ত্যাগ, শ্রেয় গ্রহণ।

১৯৬

সর্বরূপেই ভগবান। নিজের মনে প্রাণে স্থির থাকা। একটি কথা সকলকেই বলা—ভগবানের রাজ্যে, হিন্দু সনাতন ধর্মে কারো বিরোধ, ক্লেশ জন্মায় এইরূপ কথা বলা নিষেধ। সর্বরূপে একমাত্র ভগবানই তো। কারো সঙ্গে বিরোধ মানে ভগবানের সঙ্গেই বিরোধ। আমরা সকলেই যে এক আত্মা। শান্ত, মিত্র পরিবেশ সুরক্ষিত রাখা।

১৯৭

কর্ম ও ধর্ম জগতে ধৈর্যই প্রধান অবলম্বন।

১৯৮

সর্ব ধর্মই একধারা. সকল ধারাই এক, আমরা সকলেই এক।

১৯৯

শুদ্ধ অনন্য ভাবের জোরে সবই সম্ভব।

২০০

মনে রেখো, ধর্মপথে প্রচ্ছন্ন অহংকারের ছায়াও লক্ষ্যকে আচ্ছন্ন করে দেয়।

নাম নামী

২০১

নাম নামী অভিন্ন। স্বয়ং তিনিই যে নামরূপের। অক্ষর ভগবানেরই রূপ। নাম করলে চৈতন্য হয়, যেমন বীজ বপন করলে বৃক্ষ জন্মায়। যে নাম ভাল লাগে সেই নাম নিতে নিতে সর্বনাম যে তাঁরই নাম, সর্বরূপ যে তাঁরই রূপ তা প্রকাশ হয়। আবার তিনি যে অনামী অরূপ তাও ধীরে ধীরে প্রকাশ হয়।

২০২

শুধু নাম, আমি জানি নামেই সব হয়। যত বেশী সময় পার তাঁর জন্য দাও। নামে বেশী সময় দিতে না পারলে তাঁর প্রসঙ্গ আলোচনা কর অথবা সংকীর্তন বা সদ্-গ্রন্থাদি পাঠ কর। যে করেই হোক বেশী সময় তাঁর দিকে মনটা রাখতে চেষ্টা করা।

২০৩

নাম করতে করতে চিত্তশুদ্ধি হয়, পরে শ্রদ্ধা ভক্তির উদয়ে ভাবশুদ্ধি হলে অনেক রকম উচ্চ উচ্চ অবস্থার আভাস প্রাণে জাগে, কাজ করে।

২০৪

ঠাকুরের নাম সর্বদা করা। নাম হতে ভক্তি, মুক্তি, শান্তি সবই ফুটে উঠবে। দৃঢ় বিশ্বাসে শ্রদ্ধায় ভক্তিতে, মান ছেড়ে নাম নিয়ে তো থাকা। দেখবে তোমার সমস্ত কাজ যেন আপনা আপনি হয়ে যাচ্ছে। এ শরীরের সাধনার খেলায় এ জাতীয়টা হয়েছিল বলেই এতো জোরের সঙ্গে বলা আসছে। ভগবানকে পরীক্ষা করবার জন্য কিছু ফেলে না রাখা। তা হলে কিন্তু পাওয়া, হওয়ার দিক প্রকাশ না। তাঁতে সর্বস্ব সমর্পণ। তোমার ভার, বিশ্বের ভার, স্বয়ং বিশ্বম্ভর বহন করছেন, করে থাকেন—মনে রাখা।

২০৫

সব সময়ে নামে মজে, গলে থাকবার কেবল চেষ্টা। ভগবানের জন্য ভগবানের নাম করা—তা মনে রাখা।

২০৬

যুগ যুগান্তরের সঞ্চিত কর্ম, পাপ, বাসনা ভগবৎ নামে ক্ষয় হয়। প্রদীপ জ্বললে যেমন সহস্র বছরের অন্ধকার ঘর আলোকিত হয়, তেমনি ভগবৎ নামে কোটি জন্মের তমো নাশ হয়।

২০৭

যখন যে কোন কর্ম পূর্ণভাবে হয় তখন সেই সেই কর্মের তদ্রূপতা প্রকাশ পাবেই পাবে। নামে তন্ময়তা আনতে পারলেই রূপ-সাগরে ডুব দেওয়া যায়। নাম-নামী অভেদ বলে সে সময়ের জন্য বহির্জগতের ভাব লুপ্ত হয় এবং নামের যে স্বপ্রকাশ শক্তি তা আপনা হতেই ফুটে ওঠে।

২০৮

ছোট বয়সে ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া করতে চায় না- কারণ লেখাপড়ার চেয়ে খেলাই তাদের বেশী ভাল লাগে। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখাতে হলে যেমন জোর করে পড়াতে হয়, সেরূপ নামও প্রথম প্রথম জোর করে করতে হয়। চাই অভ্যাস। দেখ না বাসনপত্রে ময়লা জমলে তা পরিষ্কার করতে ঘষামাজা দরকার। একবার ঘষলেই পরিষ্কার হয় না। দেশলাইকাঠি জ্বালাতে হলেও ঘষতে হয়! কখন যে তা দপ করে জ্বলে উঠবে তা বলা যায় না। নাম করাও সেইরূপ। অভ্যাস করতে করতে কার্যসিদ্ধি। অভ্যাস-যোগে যুক্ত হওয়া।

২০৯

দৃঢ় বিশ্বাস চাই, কিন্তু তারই যে বড় অভাব। কর্ম করে বাসনা শেষ করা যায় না। একটার পর একটা অনন্ত

বাসনা দেখা দেয়। কেবল ভগবানকে লাভ করবার বাসনা নিয়ে থাকলে অন্য বাসনা লোপ পায়। যেমন ডালপালার দিকে লক্ষ্য না দিয়ে যদি দিনের পর দিন গাছের গোড়ায় জল দেওয়া যায় তবে দেখা যায় যে গাছের সব পুরোন পাতা ঝরে গিয়ে নতুন পাতা দেখা দেয়। সেরূপ অন্য কোন দিকে লক্ষ্য না রেখে শুধু নাম করে গেলেই মানুষ পূর্ব সংস্কার হতে মুক্ত হয়ে নতুন জীবন লাভ করতে পারে।

২১০

যতক্ষণ একমাত্র সেই-ই সর্বভাবে, রূপে বা অরূপে প্রকাশ না হয় ততক্ষণ একনিষ্ঠার প্রয়োজন। একনিষ্ঠ হওয়া একমাত্র ইষ্টই—এই প্রকাশের জন্য। সেবাজ্ঞানে সকলের মধ্যে, সকলের জন্য ক্রিয়া করা।

২১১

প্রাণের আকাংক্ষা ঠিক ঠিক জাগ্রত যখন, প্রকাশ তখন।

২১২

চব্বিশ ঘণ্টা ভগবৎ ভাবের পরিবেশে মনকে রাখতে হয়। তা হলেই প্রকাশের আশা—কোন মুহূর্তে তিনি প্রকাশ হবেন, তাই সর্বদা নিজেকে জাগ্রত রাখা।

২১৩

অন্তর-গুহাবাসীই তো মানুষের হওয়া—অন্তর্যামী ভগবান প্রকাশ হওয়ার জন্য।

২১৪

তাঁর স্বরূপ বা স্বভাব প্রকাশ করা যায় না। কারণ স্বভাব বলতে গেলেই অভাব এসে পড়ে। ভাষার মধ্যে তাঁকে আনলেই তাঁর খণ্ডিতরূপই প্রকাশিত হয়। তবে প্রকাশ করবার জন্য তাঁকে সৎ চিৎ আনন্দ বলা হয়। তিনি আছেন তাই সৎ, তিনি জ্ঞানস্বরূপ তাই চিৎ। এই সৎ-এর জ্ঞান হলেই আনন্দ। সত্য বস্তু জানলেই আনন্দ। তাই সচ্চিদানন্দ। কিন্তু স্বরূপতঃ তিনি আনন্দ নিরানন্দের ঊর্ধ্বে।

২১৫

যার যে-রূপ ভাল লাগে ভগবান সেইরূপে প্রকাশ হয়ে থাকেন, যা দেবার দেন। সমগ্র ক্রিয়া-অক্রিয়ার মধ্যে নিজেকে তাঁর হাতের যন্ত্রবৎ মনে রাখার চেষ্টা। সাধু জীবন আপনিই প্রকাশিত হয় যে ক্রিয়ায়—সেই ক্রিয়াই গ্রহণীয়।

২১৬

ফুলের মধ্যে যেমন বীজ, খুললেই দেখা যায়। বীজের মধ্যে তেমনি বৃক্ষ আছে। সেইরূপ তোমার মধ্যেও তিনি আছেন। সাধন করে খুলতে পারলে—মানে আবরণ নষ্ট করতে পারলে সেই যে স্বয়ং-প্রকাশ তাঁকে পাওয়া যায়। বীজের মধ্যে যেমন সমগ্র গাছটি রয়েছে, তেমনই তোমার মধ্যেও তিনি পূর্ণভাবে বিরাজিত।

২১৭

একমাত্র তিনিই আছেন বলে তাঁর প্রকাশের জন্য তাঁরই বলা—তাঁকেইত। গতি ও স্থিতি রূপেতে যিনি, তিনিই অক্ষর রূপেতে—যা ক্ষরণ হয় না। ভাষায় এবং সেই গভীরেও তিনিইত। গতির মধ্যে সহজ গতিতেও, সর্বক্ষণ যেখানে অচল থেকেও সচল।

২১৮

ভগবানকে ছেড়ে তুমি কোথায়? ঐ ঝলক কোনও রূপে, কোনও ভাবে প্রকাশ হয়েই থাকে।

২১৯

সমস্ত প্রকাশই ভগবানের বিভূতি। বিভূতি রূপে স্বয়ংই। অদ্বৈত আত্মা—আবার দ্বৈতরূপে কে? ঐ-ইত। এই পথে কিছু অনুভব না হলে কেউ থাকতেই পারে না।

২২০

মহাযোগশক্তি নিহিত সর্বেতে। যতক্ষণ সেই মহাপ্রকাশ না হয় ততক্ষণ সেই অবিরাম অবিরোধ মহাদর্শন কোথায় ?

২২১

যেখানে আত্মা সেখানে আমি থাকে কি করে ? ত্যাগ আর আকর্ষণ সাথে সাথেই। পরিবর্তন রূপে, অপরিবর্তন রূপে, তিনিই স্বয়ং। আপনাতে যে আপনি, তার প্রকাশের জন্য চল। যে না চলে সে আত্মঘাতী। ভগবৎ চিন্তার আবরণ সরাবার চেষ্টা কর।

২২২

বুদ্ধির ত্যাগেই—স্ব-প্রকাশ।

প্রার্থনা পূজা

২২৩

প্রার্থনা সাধনার বিশেষ অঙ্গ, প্রার্থনার শক্তি অমোঘ এবং প্রার্থনায় জীব ও জগতের প্রাণ অবস্থিত। যখন যা প্রাণে আসে, তাঁকে জানাবি, আর সরল ও ব্যাকুল হয়ে তাঁর প্রতি শরণাগতি প্রার্থনা করবি।

২২৪

সেই মহাশক্তি সর্বঘটে, মঠে, পটে—স্বয়ং তিনিই। কেবল তাঁকেই ডাকা। সন্তানের আকুল ক্রন্দনে মহাশক্তি মহামায়ার আসন টলে। যেমন তিনি কঠিন আঘাত করেন আবার তেমনই তিনি বুকে জড়িয়ে শান্তও করেন।

২২৫

সৃষ্টি স্থিতি লয় যাঁহা হতে, সর্বাবস্থায় তাঁকেই স্মরণ।

প্রার্থনা, পূজা

যতটা সম্ভব মনের প্রাণের আবেদন-নিবেদন, প্রার্থনা ভগবানের কাছে।

২২৬

যাঁকে পেলে সব পাওয়া যায়, তাঁকে পেতে চেষ্টা। তাঁকেই ডাকা। তোমার সব কষ্টের কথা, আবেদন-নিবেদন যা কিছু, প্রাণ খুলে তাঁকে জানাও। তিনি পূর্ণ কিনা, সব দিক তিনি পূর্ণ করেন। তিনি সর্ব-দুঃখহারী। সর্বদাই তাঁর চরণে মনটা রাখা। তাঁরই ধ্যান, তাঁর কাছেই প্রার্থনা। তাঁকে প্রাণ ঢেলে প্রণাম। তিনি মঙ্গলময়, আনন্দময়, শান্তিময়। আর কি নয়? তিনি প্রাণের প্রাণ, আত্মা।

২২৭

ভগবানকে ডাকবে ও তার ফল হবে না, এ হতেই

পারে না। তাঁর সন্তান তিনি ধুয়ে মুছে নেন তো! তাঁকে মন প্রাণ দিয়ে ডাকা। যথাশক্তি সর্বশক্তি দিয়ে তাঁকে নিয়ে থাকার চেষ্টা। তাঁর চরণে নিজকে লাগানো। তিনি স্বয়ং তাঁর ক্রিয়া দেন—ক্রিয়াতীত করবার যাত্রী তৈরি করেন। তাই যথাশক্তি যে দিকে চিন্তা করলে মন প্রাণ ঢেলে দেওয়া যায়—সেরূপ চিন্তা নিয়ে মন প্রাণ ঢেলে দেওয়ার চেষ্টা—সময় চলে যাচ্ছে।

২২৮

শিশু যেমন থাপ্পড় খেয়েও মাকে বারবার বিরক্ত করে—আদায়ের চেষ্টা ছাড়ে না—ভক্ত সন্তানের রূপটিতে এ-রূপেরই প্রকাশ; বারবার প্রার্থনা—কোন মুহূর্তে ফলবতী রূপ ধারণ করে।

২২৯

প্রণামে অহংকার কমে।

২৩০

যে যত আত্মহারা হয়ে একনিষ্ঠার সঙ্গে প্রণাম করতে পারে, সে তত শক্তি পায় ও আনন্দ লাভ করে। আর যদি কিছু না পারিস, তবে সকালে বিকেলে দেহ প্রাণ মন ঢেলে দিয়ে একটি কাতর প্রণাম দিবি। পূর্ণ ঘট উপুড় করে জল ঢালার মত নিজের হৃদয় মনের সকল ভাব উজাড় করে নমস্যকে সমর্পণ করে দেওয়া।

২৩১

স্বময়—তিনি স্বয়ং ময় হয়ে রয়েছেন—আছেন। তাঁকে যে ব্যাকুল হয়ে ঠিক ঠিক ডাকে তখনি তিনি প্রকাশিত হন। মা জানে ছেলের আসল কান্না। যে কান্নায় মা সব কাজ ফেলে ছুটে আসে।

২৩২

আকুল ভাবই পূজা অর্চনার প্রাণ। অন্তরেই মহাশক্তির

প্রস্রবণ এবং সকল চেষ্টাতেই সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের মূল বিদ্যমান।

২৩৩

ভগবৎ পথের যাত্রীদের নিজ নিজ পূর্ব কর্মানুসারে অনেক সময় অনেক বাধাবিঘ্ন আসে। তখন প্রার্থনা করতে হয়—"ভগবান! ধৈর্য, সহ্যশক্তি দাও। হে ভগবান! আমি যেন তোমার পথে যাত্রায় ব্রতী থাকতে পারি।" এই বাধা-বিঘ্ন দিয়ে আমার কর্ম ক্ষয় হচ্ছে ভেবে মন প্রসন্ন রাখা। ভগবান নিজের কাছে নেবেন বলে ধুয়ে মুছে নেন, মনে রাখা।

২৩৪

ভগবানের যে-রূপ ভাল লাগে সে-রূপে কারো কারো কাছে দর্শন দেন। তোমায় ভাব ও শক্তি দান করেছেন। মন্ত্র,

অক্ষররূপ পাও নাই। উপস্থিত তোমার যে নাম, যে রূপ ভাল লাগে সেইটিই জপে ধ্যানে মননে; আর প্রার্থনা— ঠাকুর! আমার জন্য যা কল্যাণ সে-রূপে আমার কাছে প্রকাশিত হও।

২৩৫

তিনি সর্বময় কিনা—সবখানেই তাঁকে পাওয়া যায়। প্রাণ দিয়ে প্রাণের ঠাকুরকে ডাকা। সব ডাক তাঁর কাছে পেঁছায়।

২৩৬

পরমার্থ পথে আলস্য ও লালসা এ দুটি মহাবিঘ্ন— আকুল ভাবই পূজা অর্চনার প্রাণ। সেবা, মন্ত্র-জপই গৃহস্থের সাধনার উপায়। মৌনই বড় তপস্যা। কেবল মনে করা তিনি যা করেন সবই মঙ্গল।

২৩৬

পূজার উদ্দেশ্য ইষ্ট প্রকাশ। যাঁর পূজা করলে অদ্বৈত-দ্বৈতের প্রশ্ন আসে না তাঁর পূজা করা। ভগবানের জন্য পূজা নিষ্কাম পূজা।

২৩৮

রূপ অরূপ, রূপাতীত, গুণাতীত, অতীতের অতীত, যেখানে প্রশ্ন নাই তাই মানুষের চাওয়া।

২৩৯

নির্দিষ্ট সময়ে প্রার্থনা—

হে ভগবান! আমার মধ্যে প্রকাশিত হও।

আমাকে আপন করে নাও।

আমায় পথ দেখাও।

২৪০

বন্ধু কে ? যে ইষ্টের প্রতি মন করে দেয় সেই ত পরম বন্ধু। যে ইষ্ট হতে সরিয়ে মৃত্যুর দিকে গতি করিয়ে দেয়, সে শত্রু—মিত্র নয়। নিজেকে সংশোধনের চেষ্টা করা—যে না করে, সে ত আত্মঘাতী।

২৪১

পরমার্থ যাত্রীর ভগবানই একমাত্র বন্ধু। অদনুকূলের ক্রিয়া যেখানে—সেই সর্বস্ব মেনে নেওয়া। এক লক্ষ্য না হলে পদে পদে বাধা।

২৪২

বাসনাই দুঃখের কারণ তাঁকে প্রাপ্তির ইচ্ছাই সুখ। ভগবান ধুয়ে মুছে তাঁর কোলে নেন কিনা। এই কষ্ট যে সুখের জন্য। সর্বদা তাঁকে স্মরণে রাখা।

২৪৩

আশার নাশই সর্বনাশ। সেই সর্বনাশ কোথায় হল? বাসনা আশায় ত গটগট করছে। করাটা যে স্বাভাবিক, জীব স্বভাব। নির্ভরতা সবচেয়ে আনন্দদায়ক। সে আশ্রয় গ্রহণীয়, তিনি যখন যা করেন, সব যে মঙ্গল—এটা স্মরণ রাখতে পারলে শান্তি।

২৪৪

জগতের শিশু হতে চাও কেন ? এমন শিশু হও যাতে আর বদলাবে না। শিশুত্ব বদলাবার কারণই হল বাসনা।

২৪৫

মনে রেখো—চাওয়া পাওয়া একই স্থানে।

২৪৬

নিজের এক 'ঐ' ছাড়া কিছুই চাওয়া না রাখা। কেবল তাঁর যা ইচ্ছা—তাতেই সন্তোষ।

২৪৭

বাসনা জনিত যে কষ্ট, বাধাবিঘ্ন আসে সেগুলির ভেতরেও তাঁর করুণা-হস্ত সত্য বলে মেনে নিতে হবে। অস্থির হলে চলে না। অস্থির হতে হয় ভগবানের জন্য—

তাঁর সাড়া এখনও পেলাম না। অমূল্য সময় বৃথা চলে যাচ্ছে। বিষয় বাসনায় অস্থির হয়ে মন ও শরীর ক্লিষ্ট করতে নেই।

২৪৮

বাসনা কামনা সহ তোমারই সূক্ষ্ম শরীর, যেমন ফুলের গন্ধ যায় আসে! তোমারই জন্ম মৃত্যু, আবার জন্ম মৃত্যু কিছুই হয় না। মৃত্যুর পর বাসনা কামনা সহ সূক্ষ্ম শরীর বায়ুভূত নিরাশ্রয়—মানুষ নিজ কর্মানুসারে জন্ম নেয়। বাসনা জড়িত আমি বা অহমিকা যায় আসে—আত্মার আসা যাওয়ার প্রশ্ন নেই। স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ—কারণের কারণ, আত্মা। তাঁর প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত আসা যাওয়া। আত্মা স্বয়ং প্রকাশ। আসা যাওয়া জীবের, নিজেকে প্রকাশ করার জন্য পর্দা সরান মাত্র।

বিপদ

২৪৯

বিপদ মানুষের ওপরেই ত আসে। বীরের মত ধৈর্য শৌর্যের আশ্রয়। তাঁর বিধান, সেই জ্ঞানে তাঁরই শরণ নেওয়ার চেষ্টা।

২৫০

এইরূপ ভয়ংকর বিপদ সর্বদিক দিয়ে নিরাশার অন্ধকারের কাল মেঘ। মনের গতি নানা চিন্তা ও আতঙ্ক-যুক্ত থাকা স্বাভাবিক, উপায় কি? নিরুপায়ের আশ্রয় তো ভগবানই। ভেঙ্গে পড়তে নেই। যে মাটিতে পড়ে আঘাত পায়, সেই মাটিরই আশ্রয়েই তো ওঠবার চেষ্টা। ভগবানের বিধিবিধান যে, যাঁর যন্ত্র তাঁরই তো সব—তিনিই তো। মার কোলে—যেমন রাখেন তেমন থাকা। শরীর মন ভাল রাখা। চিন্তা-চিতার আগুনে নিজেকে অবশের মত সমর্পণ

[একশ নয়]

না করে সবই তাঁর ইচ্ছায় হচ্ছে, এই ভাব সদা জাগ্রত রাখার চেষ্টা। তৎ-চিন্তাই তো পথ।

২৫১

বিপদের সময় ধৈর্য ধরা চাই। আপদ বিপদ মানুষের আছে—যে বীর ধীর হতে পারে, সেই জিতে যায়। সময় একরকম থাকে না—এই সময় তাঁর ওপর বিশেষভাবে নির্ভর করে কাটান দরকার। কে জানে, তিনি কি বিপদ দিয়ে কি বিপদ কাটিয়ে দেন। কোন কোন সময় তিনি বিপদ দিয়েই বিপদ হরণ করেন। এই জন্যই তাঁর নাম বিপদভঞ্জন।

২৫২

বিপদকে বিপদ বলে মনেই না করা। বিপদ মনে করাই পাপ। কিসের বিপদ? তিনি যা করেন সবই যে মঙ্গল।

বিপদ

কোন অবস্থাতেই মানুষের ভেঙ্গে পড়তে নেই। সর্বক্ষণ কেবল মনে করা—গুরুদেব! তুমি আমার জন্য যা ভাল, তা-ই করছ। এ সব জগতে হয়েই থাকে।

ভক্তি

২৫৩

নারদ বলেছেন ঈশ্বরে যে পরানুরক্তি তাকেই উত্তম ভক্তি বলে। শুধু ভগবানকে পাওয়ার জন্য যে চেষ্টা তাকেই ভজন বলে।

২৫৪

জগতে ভালবাসার কোন প্রশ্ন নেই। ভগবৎ চিন্তায় ভগবানের ওপর শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রেম আসা স্বাভাবিক।

২৫৫

ভগবানকে ভালবাসতে পারলেই সব ভালবাসার সফলতা।

[একশ বার]

২৫৬

যেখানে থাকা হয় সেখান থেকেই ভগবানকে স্মরণ করা। সকলেই ভগবানের এইটি মনে রাখা। ভগবৎপ্রেম জাগ্রত হওয়ার জন্য সর্বদা জপ, ধ্যান, সৎকথায় মন ডুবিয়ে রাখার চেষ্টা। ভগবৎপ্রেম জাগৃতীর জন্য মানুষের তীব্র আকাঙ্ক্ষা হওয়া।

২৫৭

ভগবৎপ্রেম মানুষের বাঞ্ছিত। যাঁর থেকে উৎপন্ন, যিনি মাতা পিতা বন্ধু সখা স্বামী, সব কিছু, তিনি যাঁর ভিতর দিয়ে প্রকাশ করেছেন—যিনি স্তন্য সুধায় পুষ্ট করেছেন, তাঁকে তুমি যা বলে সম্বোধন কর, সেই শব্দটি মনেপ্রাণে সব সময় রাখা।

ভয় অভয়

২৫৮

অভয়ের শরণ লওয়া। সংসারটাই যে ভয়! ভয়ের আশ্রয়ে থাকবে, ভয় হবে না? ওখানে নির্ভয়—আশা করাই বৃথা। সর্ব দুঃখ হতে রক্ষা পেতে হলে, একমাত্র ভগবানের আশ্রয় গ্রহণের চেষ্টাই কর্তব্য।

২৫৯

তিনি আছেন। তিনি না থাকলে আমি কই? তিনি আমাকে ছুঁয়ে আছেন। এই ভাবটা নিতে নিতে দেখবে—তিনিই। আমি যদি থাকি—সেবক সেবিকা। তবে আর আমি ত দূরে রইলাম না। এই ভাবটা আসার জন্যই নিরন্তর জপ। যতটা ইষ্টতে মন রাখবে ততটা নিষ্ঠা বাড়বে। বহুদিকে মন না দিয়ে একাগ্র হওয়া। ভয় ভাবনা কেন? তিনি আমার কাছে নেই—এই ভাবটার জন্যই ত!

তিনি ধরে আছেন—ভয় কি ? অভয়কে ধরে থাকলে ভয়ের প্রশ্ন কোথায় ?

২৬০

ভয় কি ?—তিনি ত রয়েছেন সর্বক্ষণ—তাঁর যা ইচ্ছা করুন। তিনি যা করেন সবই যে মঙ্গল—এটা মনে রাখা !

২৬১

বাসনা থাকলেই—ভয়, দুঃখ।

২৬২

মনের রাজ্যে শরীর একটি বাঁধ। মন অন্তর্মুখী হতে ইচ্ছা করলেও সে তার রাজ্যের অধিকার ছাড়তে চায় কি? যেখানে বৈষম্য, বার বার ঘুরে ফিরে সেখানেই মনের গতি। কেবল স্মরণ—তুমিই অন্তরে বাহিরে, অভাবে, এইরূপে সর্বাবস্থাতেই। অনিষ্ট নষ্ট করবার জন্য ইষ্ট স্মরণে মন রাখা।

২৬৩

বিষয়ে এতদিন মন রেখে দিয়েছ এখন ভগবানের দিকে মন লাগাও। দেখ ধীরে ধীরে তোমার রাস্তা খুলে যাবে। বিষয় চিন্তাও ছেড়ে যাবে। বিষয় চিন্তা ত ছেড়ে যাবারই। আবরণও ধীরে ধীরে চলে যাবে। অনিত্য যা, তার বিনাশ হবেই।

২৬৪

গাঁট বাঁধতে আর গাঁট খুলতে দুই কাজেই মনকে লাগান যায়। বিষয়-চিন্তা করলে মন শুধু গাঁটই সৃষ্টি করে। ভগবানের চিন্তায় মনকে লাগালে সে গাঁট খোলবার কাজ করে।

২৬৫

কর্মজগতে অনেক ত হল। এখন শুধু ভগবানের দিকে মনটা দেওয়ার চেষ্টা। অমূল্য সময় নষ্ট করতে নেই। যারা ভগবৎ চিন্তা এবং নিজেকে পাওয়ার দিকে না যায় তারা আত্মঘাতী। শ্রেয় গ্রহণ, প্রেয় ত্যাগ।

২৬৬

ইচ্ছা না হলেও ভগবানেতে মন রাখবার চেষ্টা হওয়া,

ভগবান লাভই লক্ষ্য হওয়া। সঙ্গের সঙ্গী তো আর কেউ নয়—কিছুই নয়—শুধু ভগবানেরই দিক যা, তা।

২৬৭

মনটা ভগবানের দিকে না রাখলে চঞ্চলতা স্বাভাবিক। সারাদিনে মন খালি না রাখা—জপধ্যানে, সদ্‌গ্রন্থ পাঠে মনটা ইচ্ছায় অনিচ্ছায় ভগবানের চরণে ডুবিয়ে রাখার চেষ্টা।

২৬৮

নামে মন বসে না ; মন এদিকে ওদিকে যায় বলে দুঃখ করে লাভ কি ? বরং তখন এই বিচার করা—মন আমার বাধ্য নয়। আমিও মনের বাধ্য নই ; ঠাকুরের নাম নিতেই থাকব। তোমরা দেখ না, ছেলেরা আকাশে ঘুড়ি ওড়ায়। ঘুড়ি কত উচুঁতে চঞ্চলভাবে উড়তে থাকে, কিন্তু বাঁধা থাকে লাটাইয়ের সুতার সঙ্গে। ঘুড়িটি হল মন আর বিষয় হল বাতাস। মনকে

ভগবৎনাম-রূপী সূতোর সঙ্গে বেঁধে রাখা, একদিন না একদিন বশে আসবে।

২৬৯

মনকে শুদ্ধ ভোজন দাও। তাঁর দিকে বেশী সময় মন দিলে ভগবৎ বুদ্ধি হওয়ার আশা। চিত্ত-দর্পণ নির্মল হলে ভগবান স্বয়ং প্রকাশ। শেষ নিঃশ্বাসে যে স্থিতি, বর্তমান ঐ স্থিতি অনুসার প্রাপ্তি হয়।

২৭০

মনের মধ্যে চারিদিকের সঙ্গের কথা ও ব্যবহারে বিক্ষেপের সৃষ্টি নানা রকম পরিবেশের জন্য হয়। অন্তর্মুখী যাদের মন নয়, তাদের সঙ্গে মেলামেশা করতে হলেই এই বিক্ষেপ। সমুদ্রের তরঙ্গে যেমন ডুব দিয়েই উঠতে হয় সেরকম ভাবধারা মানুষ মাত্রেরই নেওয়া কর্তব্য।

এই বিক্ষেপ যাতে না আসে, এজন্য সাত্ত্বিক ভোজন, সদ্‌ভাব, সদ্‌ব্যবহার, সদ্‌গ্রন্থ পড়তে বলা হয়। যা থেকে সৃষ্ট, তাঁর দিক-ধারায় চলা। সেখান থেকে শক্তি এলেই সব সামলাতে পারবে।

২৭১

ভগবানের কৃপা ব্যতিরেকে এই পথের যাত্রী হওয়া কঠিন। তবে যাত্রী হবার পর দোদুল্যমান মন—যা অকল্যাণের পথ, তা রাখা ঠিক নয়। মন মজবুত করে তপস্যার জীবনে চলা। পরমপতি এই পথে ভগবান স্বয়ং।

২৭২

সকলের ভেতরেই ভগবান—সেটি ধরবার জন্য অভ্যাস, জপধ্যান। ভগবানে মনঃসংযোগ অভ্যাস করাই। মনকে যে দিকে চালনা করা যায় সেই দিকেই সে মগ্ন হয়। তাই

মন

মন যদি ভগবানের দিকে চালিত করবার চেষ্টা হয়, নিত্যযন্ত্র যে আছে, তার ছোঁয়া পাবার দিক-ধারা নিয়ে—তা হলেই আশা, তাঁর ছোঁয়া পাওয়ার।

২৭৩

যাঁর দর্শনাকাঙ্ক্ষায় এই সুদীর্ঘ পথ চলা, তাঁরই-ত কৃপা। কেবল ধৈর্যের আশ্রয় গ্রহণীয়, নিরাশ হতে নেই। যেখানে সেখানে, যেভাবে সেভাবে কেবল তাঁর দিকেই মনটা রাখা।

২৭৪

সত্যানুসন্ধানীর বাসনা ভগবান পূর্ণ করেন। যেরূপ চাওয়া হয় সেইরূপই প্রকাশিত হয়ে তিনি যা করবার করেন। মনের বাসনা জাগ্রত তিনি করেন, পূর্ণও তিনিই করেন। মানুষের কর্তব্য প্রাণময় করে ভগবানকে স্মরণ, জপ, ধ্যানে নিত্যকর্মে নিয়মিত মনটা রাখা।

[একশ একুশ]

সাধনার পথে মনে মনে গ্লানি জমাতে নেই। যত মন পরিষ্কার রাখবে তত সে পথে অগ্রসর হবার সহায়তা। মনে রাগ এলে সেটা দূর করবার চেষ্টা করা।

২৭৫

চঞ্চলতা যেমন মনের স্বভাব আবার শান্ত হওয়াও তার ধর্ম। মন শান্ত করতে হলে একটা আশ্রয় নিতে হয়। তোমরা চাকুরীর জন্য এক এক জনকে, এক এক স্থানকে আশ্রয় কর। সেইরূপ মুক্তির জন্যও নামকে আশ্রয় করা।

২৭৬

মনটা তাঁর চরণ ছাড়া রেখো না। তা হলেই সব দিকের প্রলোভন হতে বাঁচার আশা। মানুষের কর্তব্য হল মনুষ্যত্বের জাগরণ, পশুভাব ত্যাগ। শ্রেয় গ্রহণ, প্রেয় ত্যাগ। মনটা সুন্দর ফুলের মত রাখা, যাতে ভগবানের পূজায় লাগে।

সত্য সত্যই মানুষের একমাত্র কর্তব্য—স্বরূপ প্রকাশের দিকই খোঁজা।

২৭৭

চঞ্চলকে শান্ত করবার জন্য এক লক্ষেরই একমাত্র আশ্রয় প্রয়োজন। সদ্‌ভাবের স্বরূপ যে সৎসঙ্গ, তার যতই সঙ্গ হবে ততই মনোবাঞ্ছাটা পূর্ণ হয়ে শান্তরূপ ধারণ করবে।

২৭৮

যে চিন্তায় মানুষকে বিক্ষিপ্ত করে ও ভগবান থেকে দূরে নেয় তাই দুশ্চিন্তা। দুশ্চিন্তা যাতে মনে স্থান না পায় তাই চেষ্টা করা। তোমার ভার সব ভগবানের ওপর—সেই বিশ্বাস নিয়ে সরলতা ও মনের স্ফূর্তিতে থাকবার চেষ্টা করা।

২৭৯

মৌনী হবি তো মনপ্রাণকে এক সঙ্গে এক চিন্তায় ঘনীভূত করে ভেতরে বাইরে পাথরের মত হয়ে যা।

২৮০

যখন সিনেমা দেখ বা বাইরের ভোগে মন আকৃষ্ট থাকে তখন নিদ্রা আসে না। জাগ্রতে যে পরিশ্রম হয়, নিদ্রায় তার বিশ্রাম হয়। নিদ্রায় জীব নিজ স্বরূপে যায়, অজ্ঞান আবরণে। যেখানে নিরাবরণ স্বরূপ প্রকাশ, সেখানে নিদ্রার প্রশ্ন নেই—ঐ নিরাবরণ স্বরূপ-স্থিতিতে ক্রিয়া ও গতি যতই বেশী হবে নিদ্রার প্রয়োজন ততই কমবে।

২৮১

আমি আগেও যা এখনও তা, পরেও তা। তোমরা যখন যে যা বলো, যে যা ভাবো, আমি তাই।...এ শরীরের জন্ম প্রারব্ধ ভোগের জন্য হয়নি। মনে কর না কেন, এ শরীর একটি ভাবের পুতুল, তোমরা চেয়েছ তাই পেয়েছ।

২৮২

এই শরীর ত সব সময়ই বলে, এক আত্মা। তাই আলাদা আর দূরত্বের প্রশ্ন কোথায়?

২৮৩

মাকে জানা মানে, মাকে পাওয়া, আর মা হয়ে যাওয়া। মা মানে আত্মা—মা মানে ময়। স্ব-ময়—আত্মসত্তা; ঐ-

হত। জ্ঞানস্বরূপ, আত্মস্বরূপ, শিবস্বরূপ হয়ে যাওয়া, মানে—আছেই-ত।

২৮৪

এ শরীরের আত্মা সকলের আত্মা—মায়ের কাউকে না হলে চলে না।

২৮৫

মা মানে যিনি সন্তানকে পরিমিত দিতে পারেন। সন্তানকে মাপ করতে পারেন, সেই জন্যই মা।

২৮৬

মা হতেই তোমার সৃষ্টি। মায়ের মধ্যে পিতা আছেই। ভগবানকে বল তো, তুমি মাতা, তুমি পিতা, তুমি বন্ধু,

সখা, স্বামী—অর্থাৎ স্ব-আমিই। সবেতে, সব তিনিই—ঐ 'মা' মনে রাখা।

২৮৭

মাকে অনেকেই বলে "তুমি আমার গুরু"। মায়ের উত্তর—তোমরা যে যা বলো তাই। বিশ্বব্যাপক, পরব্রহ্ম, পরমাত্মা ভগবান যাঁকে বলা হয়, ঐ তো সকলের মা।

২৮৮

নিজেকে জানবার চেষ্টা করলেই মাকে পাওয়া যায়।

২৮৯

চিদানন্দ মা ছাড়া মনে আর কিছুই না রাখা।

২৯০

মায়ের সঙ্গে যে নিত্য-সম্বন্ধ—চিরপরিচিত এক আত্মাই তো।

২৯১

মায়ের ছাড়া ধরার প্রশ্ন নেই। মায়ের ছাড়ার মধ্যেও ধরা, ধরার মধ্যেও ছাড়া। সর্বক্ষণই না ভাবে, অভাবে আছেন—থাকেনই, থাকবেনও।

২৯২

এই শরীরের ত গতিই এই। যখন যে দিকটা বলবে তখন সেই দৃষ্টিতেই সেই দিকটা বলে যাচ্ছে। তোমাদের মত সামঞ্জস্য দিয়ে ত সব সময়ে কথা বলা হয় না। সকলের সব ভাবগুলিই ত চোখের সামনে সর্বদা ভাসে।

২৯৩

তোমাদের কর্মের জন্য এ শরীর তোমরাই নিয়ে এসেছ।

২৯৪

সব কিছু একেবারে সাজান। এই শরীরের থেকেই সব কিছুর প্রকাশ কিন্তু। দেব-দেবীর মূর্তিকেও এই শরীর থেকেই বের করে নিয়ে বসিয়ে পূজা হল। আবার পূজা শেষ হলে এই শরীরের ভেতরেই সব—যেখানে সেখানেই। সব সম্ভব জেনো।

২৯৫

এই যেমন তোমাদের সঙ্গে কথা বলছি, হাসছি, শুয়ে আছি, তাও যেমন, আবার কখনও কখনও যে দেখতে পেতে কীর্তনের মধ্যে এই শরীরটা গড়াগড়ি যাচ্ছে, কত কি শরীরটার মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছে, তাও কিন্তু ঠিক ঐ একই অবস্থা। সবটাই একই ভাব থেকে হয়ে যাচ্ছে।

আবার যখন পূজা ইত্যাদি হত তখন যে দেবতার বা দেবীর পূজা হচ্ছে একেবারে ঠিক ঠিক সেই দেব-দেবীর ভাব,

আসন, মুদ্রা, শক্তি ইত্যাদি সব কিছুই এই শরীরটায় সেইভাবে হয়ে যেত। কল্পনা করে নেওয়া নয় কিন্তু। তোমরা যেমন প্রত্যক্ষ ঠিক সেই রকমই।

২৯৬

এই শরীরটার কাছে ত আসা যাওয়া নেই। তখনও যা এখনও তা। মরা বাঁচা আবার কি? মারা গিয়েও যে আছেই—তার মধ্যে আর কি কথা?

২৯৭

এই শরীরটা অনেক সময়ই নিজেকে গোপন রাখে ব্যবহারে, কথায়। এই হল আসল কথা। তার হয়তো দরকার। তাই হয়ে যাচ্ছে।

২৯৮

আনন্দময়ী মা কে? আনন্দময়ই বা কে? তিনি ঘটে,

পটে, সর্ব হৃদয়ে নিত্য বিরাজিত। সর্বত্রই তাঁর বাস। তাঁকে দেখলে, তাঁকে পেলে, সব দেখা যায়, সব পাওয়া যায়। অর্থাৎ নির্ভয়, নিশ্চয়, নির্দ্বন্দ্ব, অব্যয়, অক্ষয় হওয়া।

২৯৯

এ শরীরটা বলে কি জানো—সে কারো বাড়ী যায় না, কারো জিনিস খায় না, কারো সঙ্গে কথা কয় না, কারো দিকে তাকায় না। কারোর, কেউরও প্রশ্ন নেই। এর মানে কি জানো তো? সে স-ব সময়েই মা, বাবা, বন্ধুদের কাছেই আছে—মুক্ত। সে আসেও না, যায়ও না। বুঝলে ত?

৩০০

স্বাভাবিক অস্বাভাবিক সব কিছুই তোমাদের দৃষ্টিতে।

এখানে কর্ম বা বাসনার কোনও কথাই নেই। এখানে মাত্র একটি কথা—যা হয়ে যায়।

৩০১

সাধকের স্থিতি লক্ষ্যে গতি থাকে। কিন্তু এখানে ত স্থিতি অস্থিতি, লক্ষ্য অলক্ষ্যের কোন প্রশ্নই নেই। যেমনটি নাকি প্রদীপ হাতে নিয়ে অন্ধকার ঘরের মধ্যে একটি একটি সব পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যায়। এমনটি আর কি। কিন্তু সাধকের গতির মধ্যে এইগুলি সব দেখা সম্ভব হয় না। নানা রকমের বাধা তার অতিক্রম করে চলতে হয়। একটা হল বাইরের গতি আর একটা হলও ন্তর্মুখী গতি। এখানে ত আর ঐ প্রশ্ন দাঁড়ায় না। এখানে নাড়ীও আমি, প্রশিরাও আমি, গতিও আমি, দ্রষ্টাও আমি, অবশ্য আমি বলে যদি একটা শব্দ ব্যবহার করা হয়।

৩০২

এই শরীরের তো কোন সংকল্পাদি নেই। সেজন্য দীক্ষাদি যা কিছু, সে সব দিকই নেই। তবে এই শরীরটা হয়ত আপন মনে আছে হঠাৎ কত সময় বীজ বা সন্ন্যাসের মন্ত্র সব মুখ থেকে বের হয়ে আসছে। তখন হয়তো কেউ শুনে নিল। আবার হয়ত অন্যভাবেও কেউ কোনটা পেয়ে তাই ধরে নিচ্ছে। এমন অনেক ঘটনা হচ্ছে যে সাধারণ লোকে একেবারে স্থির করে নেবে যে নিশ্চয়ই পূর্বের কিছু ঠিক ছিল। এসব কিছুই কিন্তু না। যা হওয়ার, তাই হয়ে যাচ্ছে। কেমন জান ? যেমন মাটি ত আছেই। গাছ থেকে একটি ফল পড়ল তার থেকে গাছ উঠল। কেউ কিন্তু বীজ লাগায় নি। বীজ লাগালেও যেমন গাছটি হত, আপনি ফলটি পড়েও ঠিক তেমনই গাছটি হবে। সেই গাছে ফুল ফলও একই রকম হবে। অথচ কারও ঐ রকম আগ্রহ বা সংকল্প নেই। এই রকমই আর কি !

৩০৩

এই শরীর মন্ত্রতন্ত্র কিছুই করে না। তান্ত্রিক ঐ সব ক্রিয়া কাকে বলে, কি করে, সে সবের কোনও বালাই নেই। এখানে যে সকলের সঙ্গেই আত্মিক সম্বন্ধ। এখানে ত আর আলাদা ঘরবাড়ী নেই। আর ঘর যদি বল, সেই সীমাহীন একই।

৩০৪

এ শরীরের তো ভেদ-দৃষ্টি নেই, মানুষে মানুষে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে। অনেক আশ্রমে বলা হয়েই থাকে; সেইখানকার বিধিনিষেধ যদি মানতে পারো থাকো, নয় অন্যত্র যাও। এ শরীরের নিকট সে প্রশ্ন নেই। সবাই এখানে আসে সৎসঙ্গ দিতে—হ্যাঁ সৎসঙ্গই বটে—সর্বরূপে তিনিই তো ভগবান। গাছপালা পশুপাখী সবাইকে নিয়ে

এ শরীর। এ শরীরের কাছে আলাদা বলে কোথাও কিছু নেই।

৩০৫

তোমাদের জন্যই এই শরীরের যা কিছু বলা চলা কাজ-কর্ম ঘোরাফেরা। তোমাদের জন্যই এই শরীরটাকে দিয়ে যখন যা হয় তোমরা করিয়ে নেও।

৩০৬

এই শরীরের কাছে এক ছাড়া ত দুই নেই-ই। কে কাকে কষ্ট দেবে ? অপর কেহ হলেই ত কষ্টের কথা আসে।

৩০৭

বাইরে আদর না দেখিয়েও যে "মা", সেই খাঁটি মা—আছেও থাকবেও। তাকে সরাতে চাইলেও তিনি সরেন না।

৩০৮

এই যেমন তুমি আমি দুইজন। আবার তুমি আমি একই। এই যে দুইজনের মধ্যে শূন্য আছে এও কিন্তু আমিই।

৩০৯

যে যেখানেই উপস্থিত থাকুক না কেন, এ শরীরটা সব সময়ই তাদের কাছেই। এ শরীরে সকলের সেবা তো আসে না—যখন যা হয়ে যায়। যে যতটুকু করিয়ে নেয়, নিজ জন ভেবে যতদিন এ শরীরটাকে আদরে সৎসঙ্গ দেয়। এখানে দরজা খোলা, নিঃসংকোচে যখনই ইচ্ছা তখনই আসবে।

৩১০

তোমাদের দুঃখ—তোমাদের ব্যথা—তোমাদের জ্বালা যে আমারই দুঃখ। এই শরীর সব বোঝে।

৩১১

এই শরীরের কাছে কারো কোনও অপরাধ হয়ই না। তাই এই শরীরের কাছে ক্ষমা চাওয়ার কোন কথাই নেই। তবে তুমি যে কাজ করেছ তার ফল ত ভোগ করবেই। এই শরীরটার কিন্তু সেজন্য রাগের নামই নেই।

৩১২

জেনে রেখো—তোমাদের কথা আমার সর্বক্ষণ মনে থাকে।

৩১৩

এই শরীরটাকে তোমরা মন থেকে সরাতে চাইতে পার। কিন্তু এই শরীর কোনও দিন সরেনি—সরেনা—সরবেও না। যে এই শরীরটাকে একবার ভালবেসেছে সে শত চেষ্টা করলেও এই শরীরের স্মৃতি মুছে ফেলতে পারবে

না। এই শরীর চিরদিনের জন্য তার স্মৃতিতে আছে—থাকবেও।

৩১৪

ওরা দূর মনে করে, এ শরীরটা ত কাছেই। ছাড়ার উপায় কোথায়? ওদের দৃষ্টিতে নিকট আর দূর।

৩১৫

এ শরীরে আর মাটিতে কোন তফাৎ নেই, আমি ত মাটিতে বা যে কোন স্থানের ওপর রেখে খেতে পারি; তোমাদের শিক্ষার জন্য, আচার, নিষ্ঠা, পরিচ্ছন্নতা, কর্তব্য পালন ইত্যাদি আবশ্যক; তাই আমার এরূপ হয়।

৩১৬

এই শরীরটার অজানা বা ভুল বলে কিছুই নেই।

সামনে হোক দূরে হোক, বাহ্যত দেখা না-দেখা যা হবার হয়েই যাচ্ছে।

৩১৭

মা সব দিকটা ভালর জন্য বলেন। কিন্তু ইচ্ছা না হলেও জবরদস্তী করেও যদি করে তবে তাঁর দিকের শক্তি, ফল তিনি দেবেনই দেবেন। আর মনে রাখা ক্রিয়ার ফল এবং মনঃসংযোগের ফলও হয়। কয়েকদিন করে কোন ফল হল না—এ বলা চলে না। ওখানে ব্যাপার চলে না। অভ্যাসে পরিণত যাতে হয় সেজন্য নিত্যযুক্ত থাকার চেষ্টা।

৩১৮

কখনও কখনও হয়ত এই শরীরের ওপর নানা রোগ-মূর্তির লক্ষ্য থাকে এবং তখন এই শরীরের ভেতরে প্রবেশ করে কিছুদিন খেলা করে গেল। এই শরীরের ত ভাব,

কাউকে ডাকাও না আবার তাড়ানও না। তোরাও সব যেমন আছিস্, রোগও তেমনই। এই শরীর ত তোদেরও তাড়ায় না, ওদেরই বা তাড়াবে কেন?

৩১৯

কষ্ট রূপেই বা কে? ভোগ নিয়ে নেওয়া, এটা অন্য কথা। সব ক্রিয়া সবটাতে সম্ভব না ত। এখানে হাসি বা খেলা যা, আবার শ্বাস-বন্ধটাও সেই তৎ। এখানে ভোগের ভাগ না, কষ্টের ভাগ না—সম।

৩২০

কোন রোগের কি মূর্তি আমি দেখতে পাই। এ শরীরে তারা যখন আসতে চায়, আমি কোন বাধা দিই না! যখন এক আমিই তখন ত্যাগ বা গ্রহণ কোথায়? তোদের নিয়ে আমার যেমন আনন্দ, তাদের নিয়েও তেমন জানিস।

৩২১

তোদের ছেড়ে এ শরীর আলাদা কই ? এই শরীরটি আর এ বন্ধুতে কি প্রভেদ ? দুই-ই ওতপ্রোত হয়ে এক হয়ে রয়েছে—এই কথাটি মনে রাখবি। যদি তোরা কিছু খারাপ খাস, জানবি এই শরীরকে কেউ তা খেতে দিচ্ছিস। জিজ্ঞাসা করছিস তোদের প্রত্যেকের ভাবনা কি এ শরীরে পেঁছায় ?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ।

মানুষ

৩২২

ইতর জন্তু হতে মানুষের পার্থক্য এই যে মানুষের মধ্যে এক বিশেষ শক্তি আছে যার দ্বারা সে পূর্ণতা লাভ করতে পারে। মানুষ বলতে, এ শরীর বলে—যার মনের হুঁস হয়েছে সেই মানুষ। যার মনের হুঁস নেই, বিষয় বাসনায় তন্ময় তাকে কি মানুষ বলা যায় ?

৩২৩

দুর্লভ মনুষ্যজন্ম পেয়েছ। একটি মুহূর্তও যেন বৃথা না যায়। গাছপালা, পশুপাখীও কয়েকদিন সংসারে থেকে আবার নূতন গাছপালা পশুপাখী সৃষ্টি করে সংসার থেকে বিদায় নেয়। তোমরাও যদি তাই করলে তবে আর প্রভেদ রইল কি ? যাতে আর return ticket কাটতে না হয় তার জন্য চেষ্টা করা।

৩২৪

জন্ম জন্মান্তরের শত শত কর্ম মানুষের অজ্ঞাত অগম্য। মনুষ্যজন্ম ভাগ্যের, জন্মের সফলতা। তাঁর কৃপাতেই মনুষ্যজন্ম, সুকৃতির ফলেই এই জন্ম। মনুষ্য-জন্ম দুর্লভ। সেজন্যই মনুষ্যজন্মে মনুষ্যত্ব জাগ্রতীর দিক নেওয়া।

৩২৫

চব্বিশ ঘণ্টা রয়েছে সাধন ভজনের জন্য। ভগবানকে পাওয়ার ইচ্ছাই বিশেষ ভাবে থাকা কর্তব্য। মানুষ মাত্রেরই মনুষ্যত্ব লাভের ইচ্ছা প্রধান রাখা। যতটুকু সংসারের সেবায় দেওয়া হয়, আর বাকী সময় ভগবৎ চিন্তায় রাখা কর্তব্য। জপ, ধ্যান, সংগ্রন্থাদি, পাঠ, পূজা, প্রার্থনা, আত্ম-নিবেদন—তাঁর জন্যই তাঁকে চাওয়া ও কাঁদা।

৩২৬

সত্যলাভের যাত্রীদের একটু নিয়ম ও আদর্শ জীবন হওয়া প্রয়োজন। কেহ যদি তাদের বস্ত্র অর্থ ইত্যাদি দান করতে ইচ্ছুক হয়, সোজা তাদের জানিয়ে দেওয়া—আমাদের এ জাতীয়ভাবে গ্রহণ করা নিষেধ, আমাদের ভগবানের প্রসাদ প্রাপ্তিই জীবনের লক্ষ্য।

৩২৭

যখন যে ভাবে থাকা, তার ভেতরেই যথাশক্তি ভগবানকে স্মরণ, ভগবানের কৃপা প্রার্থনা। সত্য সত্য ভগবৎপ্রাপ্তি লক্ষ্য যার, তার তো যাত্রা প্রারম্ভ। নিত্যকর্ম যথাশক্তি করা।

৩২৮

সত্যই যে আলো চায়, ভগবান তাকে না দিয়ে থাকতে

পারেন না। নিজ ক্রিয়াটুকু যথাশক্তি নিত্য করা। জপ, ধ্যান, তাঁকে স্মরণ, সদ্‌গ্রন্থ পাঠ যত দীর্ঘ সময় তাঁকে নিয়ে থাকা যায় ততই আলো পাওয়ার যাত্রা। গীতা নিত্য পড়া ও বারবার বোঝবার চেষ্টা।

৩২৯

জগতের বিচিত্র বিফলতা যেদিকে বয়ে চলে, তাও অনন্ত। তার ভেতর নিজকে ভাসিয়ে ফাঁসিয়ে দিলে জীবনের অশান্ত, ক্লান্ত, বিফলরূপী ফলই প্রাপ্ত হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু ওখানেই মনটাকে রেখে দিতে নেই। মনের গতি উচ্চ আদর্শে ও নিজপূর্ণ লক্ষ্যে রাখা, লোকালোকের অগোচরে; কে জানে তাঁর ডাক কিসের ভেতর দিয়ে আসে। দমে যেতে নেই। তুমি সত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, শাশ্বত। ঐ দিকে নিজে অগ্রসর হওয়ার জন্য নূতন ভাব ধারার গতিতে নিজেই চলা কর্তব্য। বিদ্যা ও সুবুদ্ধি

রূপেও, ভগবানই ত ভেতরে রয়েছেন। তাই এই সুযোগে স্বরূপ প্রকাশের যাত্রার দিকে যাত্রা করা কর্তব্য। সময় ত চলে যাচ্ছে। পরম পিতা, পরম মাতা, পরম বন্ধু, সখা, স্বামী—একাধারে তিনিই সব। তাঁর চরণই স্মরণীয়।

৩৩০

ভগবৎ-প্রাপ্তির যাত্রী হলে, নিজেদের আবরণ হটানোর ক্রিয়াটি নিজেই করতে হয়। সেই শক্তির দিকও তিনিই দিয়ে রেখেছেন। তিনি কিন্তু এই নিজ-ক্রিয়ায় প্রকাশ হবেন না। দরজা খোলবার চাবি তিনি দিয়ে দেন। তিনি স্বয়ং প্রকাশ—দরজা খুললে দেখা যায়।

৩৩১

যখন যেখানে ভগবান রাখেন, সেখান হতেই ভগবৎ-প্রাপ্তির যাত্রী হওয়া। সর্বরূপে, কর্মে অকর্মে স্বয়ং তিনিই

তো। হাতে কাজ, মনেপ্রাণে, জপে, স্মরণে নিজেকে বেঁধে রাখা। ভগবানের রাজ্যে তাঁকে বিস্মরণই অকল্যাণ। শান্তির রাস্তা তাঁকেই স্মরণ।

৩৩২

বিশ্বরূপের অন্তর্গত ভগবানেরই সর্বরূপ। স্বরূপ-প্রকাশের যাত্রায় চলা।

৩৩৩

ভাবতে হয় তাঁর ভাবনা, কাজ করতে হয়, তাঁরই সেবা। যাত্রীদের যাত্রায় চলাই ত চাই। ভগবৎভাব নিয়ে সময় কাটান। এই ত যাত্রা—পথ চলা।

৩৩৪

যাত্রী মাত্রেরই সতেজ, সবল, অটল, সবেগ দিক নেওয়া

প্রয়োজন। ছ্যাকড়া গাড়িতে চলতে নেই। মনের সতেজ সবলতা সব সময় প্রয়োজন। নিজের জীবন নিজেই গড়তে হবে মনে রাখা।

৩৩৫

কে কার সংসারে? যার যার কর্ম সম্পূর্ণ করে যাত্রা পূর্ণ করার চেষ্টা করে। সংসার-যাত্রায় এই স্থিতি স্বাভাবিক। কিন্তু ব্যাকুল হতে নেই। আসা-যাওয়ার পথে যাদের সঙ্গে মিলন, তাদের বন্ধনে এত দুঃখশোকে বাঁধা থাকলে নিজ-পথের যাত্রার সুফল কি করে হবে? উন্মুক্ত গতিতে নিজ-স্বরূপ প্রকাশের চেষ্টা করতে হবে ত। মহাপথের যাত্রীদের যাত্রা সফল করার চেষ্টা করা। নিজ-স্বরূপ প্রকাশেই যাত্রা সফল।

৩৩৬

সেই মহাশক্তিই সর্বঘটে মঠে পটে—স্বয়ং তিনিই। কেবল তাঁকেই ডাকা। সন্তানের আকুল ক্রন্দনে মহাশক্তি মহামায়ার আসন টলে। যেমন তিনি কঠিন আঘাত করেন, আবার তিনিই বুকে নিয়ে শান্ত করেন।

৩৩৭

সমস্ত ক্রিয়াতে তৎ-ভাবনা রাখা। সব ক্রিয়া হতেই স্বরূপ প্রকাশ হবে। কোন ক্রিয়া আলাদা মনে করা না—ঐ-ইত। ক্রিয়াশক্তি কে?—তুমি-ইত। শক্তি কে? স্বয়ংই।

৩৩৮

ভেতরে শক্তি বোধ করলে, নূতন সৃষ্টি অনুভব করলে যে যত নীরব শান্ত ভাবে থাকে ততই তার ভেতরে শক্তি

বৃদ্ধি পায়। একটু ছিদ্র পেলেই বার হয়ে যাবার আশংকা। সাবধান! প্রয়োজন মত তিনি সব করে দেন। শিক্ষা দীক্ষা যত ইতি।

৩৩৯

হাঁড়িতে যখন চাল ফোটে তখন একটা প্রেসারের সৃষ্টি হয়, যার দরুণ ওপরের ঢাকনা আপনা হতে খুলে পড়ে যায়। জোর করে তা আর খুলতে হয় না। সেইরূপ তোমাদের যতটুকু শক্তি তা কাজে লাগালে বাকীটা স্বয়ং তিনি করে নেন। ভাব অভাব হতে ব্যাকুলতা আসে, তাতেই স্বরূপ প্রকাশের রাস্তা খুলে যায়।

৩৪০

এক ত হয় শক্তির ব্যবহার করা, আর এক হয় স্বাভাবিক, আপনা আপনিই হয়ে যায়। শক্তির ব্যবহার করলে 'আমি'

থেকে যায়। এই জন্য পতন হতে পারে। কিন্তু যেখানে স্বাভাবিক, সেখানে একথা নয়।

৩৪১

যদি শান্তভাব না আসে তবে অঙ্গের বৈকল্য শিরায় শিরায় ক্রিয়া করে তাকে অকর্মণ্য করে দেয়। শক্তি ধারণ না হলে শক্তির সুন্দর ক্রিয়া শান্তরূপে প্রকাশ হয় না। পরমার্থভাবে সত্যানুসন্ধানের ক্রিয়ায় স্বভাবতঃ শান্ত করিয়ে দেয়। শক্তি ধারণ প্রয়োজন।

৩৪২

ভগবৎ-শক্তি ভগবানের কাজে না লাগিয়ে দুনিয়ার কাজে লাগালে শক্তি ক্ষয় হয়। পরমার্থ-শক্তিকে দুনিয়ার দিকে লাগালে এই শক্তির ধারা খণ্ডিত হয়ে যায়। সাধন করতে করতে শক্তি যদি এসে যায় তবে তা ক্ষয় করা উচিত নয়।

৩৪৩

তোমার যতটা শক্তি ততটা করে যাও। কোনও একটা শক্তি লাগাতে লাগাতে ক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। যে পড়াশুনো করে তার কথা বলার ভঙ্গীই একটু আলাদা হয়। সেই রকম পরমার্থের দিকে যাত্রা করলে, চলতে চলতে শক্তির সৃষ্টি হয়। এই যাত্রায় যা সরে যাবার তা সরে যাবে আর ধীরে ধীরে যা নিত্য, সত্য, বুদ্ধ ও মুক্ত তা প্রকট হয়ে যায়। লক্ষ্যে সর্বদা দৃষ্টি রাখা, লক্ষ্য ভেদের জন্য।

৩৪৪

জগতের কিছু ভাল লাগায় শক্তি ক্ষয়।

শান্তি

৩৪৫

সংসারে শান্তির আশা বৃথা। কেবল তাঁকে নিয়ে থাকতে চেষ্টা। কর্তব্য জ্ঞানে সব সেবা করা। সংসার তো সুখের জায়গা নয়। শান্তির আশায় একমাত্র ভগবৎ চরণ আশ্রয়।

৩৪৬

যে নাম যে রূপ ভাল লাগে সর্বদা করে যাওয়ার চেষ্টা। মনটা কেবল ভগবানের দিকে রাখা, তবেই শান্তির আশা।

৩৪৭

ভগবদ্ ধ্যানের অনুকূলে থাকাই মুক্তি ও শান্তির দিক। কর্ম অনুসারে শরীর। তাই নানা রকম রোগ ও দুঃখ ভোগ আসা স্বাভাবিক। যাঁর চিন্তায় সর্বদুঃখ দূর হয় তাঁর চিন্তাই সর্বদা করণীয়।

[একশ তেপান্ন]

৩৪৮

মানুষের সব আবেদন নিবেদন ভগবানের কাছে। নিত্য প্রার্থনা, যাঁর সৃষ্টি, স্থিতি, লয়—তাঁতেই সব। জগতের ক্লেশদায়ক ক্রিয়া উপস্থিত হলে, মানুষ ভগবানের নাম অনুকূল ক্রিয়ায় ব্রতী হয়ে, তাঁর চরণে কান্নার চেষ্টা। সর্ব-শান্ত শান্তিময় স্বয়ং ভগবান, হৃদয়ে তাঁকে স্থাপনা করলে কেবল শান্তি।

৩৪৯

এগুলি সবই যে কর্মফল। তিনি দুঃখ দিয়ে দুঃখ হরণ করেন, বিপদ দিয়ে বিপদ নাশ করেন। আর তো এমনটা দেবেন না—এইটা সর্বদা মনে রাখা। আর সত্যি কথা, অমৃতের সন্তান, তাঁকেই ভাবতে হয়। তা ছাড়া যে শান্তির আশা আর নাই নাই নাই—যাতে শান্তি পাবে,

আবরণ নষ্ট হবে, বিপদহারীর প্রকাশ হবে। বিপদ-ভঞ্জন শ্রীমধুসূদন—সেই যে আপন একমাত্র হৃদয়ের ধন।

৩৫০

সৃষ্টি স্থিতি যাঁহা হতে হয়, তাঁর কাছেই সব আসা যাওয়া। তাঁর বিধানে তাঁরই কাছে। তাই তাঁর স্মরণে তাঁকে পেলেই সব পাওয়া হয়—পরম শান্তি পরমানন্দ।

৩৫১

এই যে ঔষধ দেবার জন্য তোমার চেষ্টা, এও ত তাঁরই ইচ্ছায় হচ্ছে। আবার এক, তিনিই যে সব। তুমিই রোগ রূপে, ঔষধরূপে, চিকিৎসারূপে, সর্ব রূপেই যে তুমি।

৩৫২

ভগবৎ নাম এবং ভগবৎ চিন্তা ছাড়া পৃথিবীতে শান্তির

আশা নাই। কর্তব্যকে প্রধান করে নেওয়া। তিনি সর্ব দুঃখ হরণ করেন—যেখানে রাম, সেখানে আরাম। যেখানে নেই রাম, সেখানে ব্যারাম।

৩৫৩

মনের শান্তি পেতে হলে পরমার্থ পথের অনুকূল যে রূপ ও ভাব ভালবাসি বলে মনে আসে, সেই মত ও পথ অনুসরণ করা।

অন্তর গুরুর যতক্ষণ প্রকাশ না হয় ততক্ষণ পরমস্থিতির দিক কোথায়?

[একশ ছাপান্ন]

শোকে সান্ত্বনা

৩৫৪

যদি কেউ অন্তরে বোঝে, কেউ কারো নয়—তবে কেন তারা এত দুঃখ সয়। হ্যাঁ, সব সময় মোহের বশে অন্তরে অন্তরে বোঝা যায় না। তিক্ত ওষুধ, জবরদস্তি ইঞ্জেকশনেও তো কেউ কেউ ভাল হয়।

৩৫৫

জগৎ ত, গতিই স্বাভাবিক। একভাবে সময় যায় না। সময় কথাটা যেখানে সেখানেই কালে নিবন্ধ। কালাতীতে না গেলে কালের হাত থেকে কি এড়ানো যায়? যে মুহূর্তে দুঃখ বেদনার প্রকাশ হয়, যদি কাল না গ্রাস করতো তাহলে কি আর শরীর ধারণ করবার উপায় ছিল। সংসার এরকমই। ঘরে ঘরে কোন না কোন রূপে এ ঘটনা নিত্য ঘটে যাচ্ছে। নিজে নিজকে সান্ত্বনা দেওয়া—এ জায়গার এই রূপ।

[একশ সাতান্ন]

বিদেশে থাকা হবে অথচ বিদেশের কষ্টবোধ হবে না—এ কি করে হয় ? আপন সেই স্বদেশ, যেখানে শোক, দুঃখ, হিংসা দ্বেষ বিদ্বেষের প্রশ্ন নেই, আবার আলো অন্ধকারেরও প্রশ্ন নেই। সেই স্বদেশে স্বভাবে আপনাকে পাওয়ার জন্য চেষ্টা করাই মানুষের একমাত্র কর্তব্য।

৩৫৬

কোন ভক্তের পত্নী বিয়োগে মা—বাবাকে লিখে দে—বাবা ভেঙ্গে পড়লে চলবে না ত। আজ এই ছেলেমেয়েদের সামলাবে কে ? মা ও বাবা দুইভাবেই বাবাকে যে সামলাতে হবে সর্বদিক। বীরের মত ধীরস্থির গম্ভীর ভাবে, উপস্থিত যা কর্তব্য সে সব করেই যেতে হবে। কেবল ধৈর্য, ধৈর্য, ধৈর্য। এই ত সংসারের রূপ।

আত্মার ধ্বংস কোথায় ? সর্বেতে যে সেই প্রাণবায়ু এবং আত্মা। শরীরেরই ত পরিবর্তন। শরীর যা সরে যায়,

নিত্য থাকে না। এ কথায় এ সময় মন মানে না সত্য; মনের ধর্ম হু হু করা, হাহাকারে ছটফট করা। কিন্তু নিজেকেই নিজে সামলাতে হবে। উপায় কি ?

৩৫৭

যাঁর সৃষ্টি তাঁর ব্যবস্থায়, তাঁরই কাছে সে আছে। তিনি যখন যে ভাবে যাকে রাখেন সবই মঙ্গল। সব তাঁরই ব্যবস্থা কিনা—তাঁরই মধ্যে যে! আপেক্ষিক অর্থাৎ অপেক্ষা রেখে যে সুখ তার পরিণাম এই—শোক। মানুষ মাত্রেরই কর্তব্য শান্ত স্বরূপ সেই ভগবানেরই চিন্তা করা। ভগবৎ চিন্তার অনুকূল না নিলে শান্তি কিছুতেই হতে পারে না।

৩৫৮

ভগবানের সব। তিনি দিয়েছেন সেবা করতে। যথা-সাধ্য কর্তব্যপালন। যাঁর সকল, তাঁর ওপর নির্ভর রাখার

চেষ্টা। ব্যস্ত হলে কোন কাজ ভাল হয় না। ব্যস্ততা মানে মনের অশান্ততা। চিন্তা আসাটা তো স্বাভাবিক। পিতামাত ত। কিন্তু বিচার করবার চেষ্টা করতে হয়। সবই যে তাঁর, ব্যবস্থাও তাঁরই। নিজেরা চেষ্টা করে কিছু করতে পারলে ত সকলেই ইচ্ছামত সব করতো। কাজেই যাঁর সব, তাঁর উপর নির্ভর রাখার চেষ্টা। যথাসাধ্য কর্তব্য পালন।

৩৫৯

জন্ম পূরণ করতেই জীব সব, ভগবানের ইচ্ছাই পূর্ণ হয়। ভগবানের সেবা, এই মনে করা—মোহে আচ্ছন্ন হওয়া নয়। তাঁর দান তাঁকেই প্রদান। তিনিই নিয়েছেন, নেন ও নিচ্ছেন। আত্মরূপে—সবেতে নিত্য আছেনই। শান্তি ও ধৈর্য ধারণের চেষ্টা।

৩৬০

ভগবানের রাজ্যে বিশ্বজগতে সৃষ্টি স্থিতি লয়—এই

চিরন্তন আসা যাওয়া। প্রিয়জনের ক্লেশদায়ক দুর্বহ দুঃখ—ধৈর্যের আশ্রয় ছাড়া উপায় নেই। তাঁর বিধান। প্রিয়জনের ঊর্ধ্বগতি প্রার্থনা। এই দুঃখ সাগরেই পাড়ি দিতে হবে। মন না চাইলেও চেষ্টা। চোখের জল, আকর্ষণ ইত্যাদিতে প্রিয়জনকে দুঃখ দিতে নেই। ভগবানের আশ্রয় ভিন্ন কোনো দিক দিয়ে শান্তির রাস্তা নেই। যাদের নিয়ে গেছেন, তাঁতেই তারা আছে।

৩৬১

কোন ভক্তের মাতৃ বিয়োগে মা—"বন্ধুকে লিখে দে—লক্ষ্মী, ভাগ্যবতী, স্বামী পুত্রকন্যা সকলকে রেখে আজ শান্তি ধামে ঊর্ধ্ব গতিতে। তার শরীরের জন্য কান্না ও দুঃখ করা উচিত নয়। যদিও কান্না আসা স্বাভাবিক। ধৈর্য ধরতেই হবে। পিতামাতার যেমন সন্তানেরা আনন্দে ও শান্তিতে থাকে সে দিকে লক্ষ্য থাকে সন্তানদেরও তাই

কর্তব্য। যাদের পরমস্থিতি লাভ না হয়, গতির ভেতরে থাকে ; ইহলোকে দেহ লক্ষ্য করে কান্না এবং আকুলি-বিকুলিতে তাকে কষ্ট দেয়। অর্থাৎ বিশেষ কষ্ট হয়। প্রকাশ হতে পারে না কিন্তু কষ্টবোধ। প্রিয়জনকে ত কষ্ট দিতে নেই। এইটি মনে করে আমার মা, আমার আত্মা, যার থেকে সৃষ্ট হয়েছি তাঁর শান্তিই নিজের শান্তি মনে করতে হয়। ভগবানের বিধানেই এই গতি ত। তাঁরই জন যে। তাঁর যেভাবে ইচ্ছা, যেখানে, সেইভাবে সেই গতিতে সেই স্থিতিতে রাখবে তো।

বাবার কাছে মন খারাপ করবে না। সুন্দর করে সকলের সেবা করবে। ভাববে সেবার ভার ভগবান আমাদের দিয়েছেন। বাবার মন খারাপ হতে দেবে না। তোমাদের মুখে দুঃখের ছায়া দেখলে বাবার কষ্ট আরও বেড়ে যাবে, একথা মনে করে বাবার কাছে নিজেরা সামলে থাকবে।

[একশ বাষট্টি]

৩৬২

সংসারই ত যুদ্ধক্ষেত্র। পরম-ধনে ধনী হয়ে যুদ্ধে জয়ী হওয়ার চেষ্টা করা।

৩৬৩

যারা সংকে সার মেনেছে তারাই তো সংসারী—সেখানে সদাই সংসরণ আর সংস্করণ। নিত্য যাওয়া আসা, সুখ দুঃখের দোলা। যারা নানা বেশে সং সাজে তারা নিজেদের স্বরূপ ভুলে যায় না।

তোমরা ত অমৃতের পুত্র। তোমাদের স্বরূপ তো সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।

৩৬৪

সংসার যিনি দিয়েছেন—ধন, মান, যৌবন,—তাঁর জন্য

তাঁকে ডাকা। পার না কেন? পারতেই হবে। মানুষ তো সব পারে। কে জানে কিসের ভেতর দিয়ে তিনি কাকে কি দেবেন? তাঁরই ত সর্বস্ব। কি নিয়ে জন্ম? খালি হাতে ত? আর এসব পাওয়া কি নিজের? সব তাঁর। তিনি যা ইচ্ছা করেন—এই ভাবটা রাখার চেষ্টা।

৩৬৫

সংসারের এই রূপ। সাধারণ সকলের দেহটাই ভোগ-দেহ কিনা। বাসনা যা থাকে—তা ভোগ করার জন্যই সংসারে আসতে হয়। সংসারের সুখ আর ভোগ, অনিত্য কিনা—সেজন্য নানা রকমের দুঃখ সঙ্গে থাকে, মনকে আচ্ছন্ন করে। নির্বাসনা হয়ে নিত্যানন্দের জন্য মহা মহারথীরা মহাজনেরা, মহাপুরুষেরা রাস্তা দেখিয়ে দেন। নিত্য-বস্তুর অনুসন্ধানই মানুষের কর্তব্য। যেখানে জগতের দুঃখ বিরতের স্থান নেই, সেই লাভই মানুষের বাঞ্ছনীয়।

ধর্মশালা যতদিন যার জন্য, সেই সময়টুকুই তো থাকা। তাঁরই যে বিশ্বরূপ। তিনিই এভাবে সেবা নিচ্ছেন। মনকে জাগ্রত রাখা—যত্র জীব তত্র শিব, যত্র নারী তত্র গৌরী। 'তং' রূপে কেবল সেবা। মনটা প্রিয়জনের অভাবের দিকে যাওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু ভগবানের চরণে মনটা দিতেই হবে। তা হলে প্রিয়জনের ও নিজেদেরও শান্তির দিক মনে রাখা।

৩৬৬

আমার বলে সব আঁকড়িয়ে রেখেছ—এ সব দুঃখ পাবার চেষ্টা। তাঁর সব বলে তাঁকে ডাকা। তাঁর, তাই তাঁকে ডাকা, ঐটাই বড় ডাক। জগতের এ সব পেয়ে থুয়ে কি হয় ? এতদিন ত দেখলে, এ সবের পরিণাম ত এই। ধন, জন, যৌবন যেখানে, জরা, মৃত্যু, ব্যাধি, দরিদ্রতা এ সবও তাঁর ভাণ্ডারে। এ সব ভোগ করতেই হবে। এই জায়গায়

নিরাময় আরামের স্থান নেই। ব্যারামের স্থান পদে, পদে। দেখলে ত? এখনও মনে জাগে না—কে কার?

৩৬৭

জগতের চিন্তায় পাগল হবে কেন? পরমার্থ চিন্তায় পাগল হতে হয়। বিশেষ ধারা সব সময় উপস্থিত না হতে পারে। কিন্তু স্রোত থাকা দরকার। ঐ স্রোতের সঙ্গেই ধারা আসা স্বাভাবিক, জগতের বিক্ষেপযুক্ত ব্যাপারে ভেসে যাবে কেন? ভেসে যাওয়া তো পরমার্থ প্লাবনে।

৩৬৮

এই সংসারে মালিক না হয়ে মালী হয়ে থাকা। মালিক হলেই যত গন্ডগোল। মালী হতে পারলে আর কোন ঝগড়া নেই। ব্যস্! এই সংসারটা ভগবানের, আমি সেবক মাত্র —তাঁর নির্দেশমত আমি শুধু সেবা করে যাব। এই ভাবটা

সর্বদা রেখে যদি গৃহস্থাশ্রমেও থাকা যায় তবে আর কোনও নূতন বন্ধন সৃষ্ট হয় না। কেবল প্রারব্ধ ভোগ করে যাওয়া মাত্র। এই কথা সব সময় মনে রেখে যদি সংসার করা যায়, তবে আর ভয় কি? তিনিই সব ঠিক করে নেবেন।

৩৬৯

অনিত্য সংসার—তার জন্য এত ভেবে মন খারাপ করা কেন? কর্তব্য পালন করে যাওয়া, বীর ধীর হয়ে। তিনিই সব করেন,—এইটি মনে রাখা। তিনি যা করাবেন তাই ঠিক। তাঁর হাতের যন্ত্রবৎ নিজেকে রাখার চেষ্টা। এত চিন্তা করা না।

৩৭০

কারও অসুস্থতার সংবাদ শুনে মা বললেন—কেবল তাঁর ওপর নির্ভর। যে অবস্থায় থাকা, কেবল তাঁকেই স্মরণ

করা। ঠাকুর! তুমিই রোগ রূপে এসেছ। সইবার শক্তি দাও, ধৈর্য দাও। এই প্রার্থনা ভগবানের কাছে করা—ঠাকুর! তুমিই যে এইরূপে, তা বুঝতে দাও।

৩৭১

স্বরূপ প্রকাশের জন্য দ্রুতবেগে রাস্তা খোলার দিক নেওয়া। জগতে রূপ রস শব্দ স্পর্শ গন্ধ—জীবন যাত্রার দিক না হওয়াই। বিশ্বজগতের অন্তর্গত কিরূপ পরিবেশ পাঁতি পাঁতি করে তো দেখা হয়েছে—আর ওদিকে মন রাখার দিক না নেওয়াই।

অসার সংসার,
আসা যাওয়া বার বার, কেহ নহে কার।
তবুও কি চাওয়া বার বার?

৩৭২

সংসার যাত্রায় কেউ কখনও সুখী হয় না। পরমার্থ

যাত্রাই পরম সুখের রাস্তা। সেই নিজের পথে নিজে চলবার চেষ্টা করা, যেখানে সুখদুঃখের কোন প্রশ্নই নেই—অভিমান-শূন্য পরমানন্দের দিক।

৩৭৩

সংসার যাত্রার নানা ক্লেশ—এক এক রূপে এক এক জনের কাছে ধরা দেয়। জীবনযাত্রায় যত কস্ট ততই মনে করা—এ কস্ট আমার, আর তো আসবে না। তপস্যা হয়ে যাচ্ছে—ভগবানের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

৩৭৪

সংসার যাত্রায় কোনো কোনো সময় ভয়ঙ্কর রূপে মানুষের মনে কস্ট দেয়, তবুও এ সময়ও ভগবানের কথাই মনে রাখার চেস্টা। কল্যাণময়কেই স্মরণ—সর্বদা।

৩৭৫

গোল জিনিসটাকে মাল বলে ধরে বসে আছ কিনা, তাই এত গোলমাল। গোল জিনিসটা কি? টাকা। সেই একমাত্র অখণ্ডকে ধরতে চেস্টা কর। সেখানে আকার নিরাকারের কথা নেই। সেখানে কোনও গোলমালও নেই।

৩৭৬

দুনিয়াতে কিছু না কিছুর জন্য সকলেই পাগল—কেউ কম, কেউ বেশী। ভগবানের লীলা কেমন মজার। কেমন পাগলখানা বানিয়ে রেখেছেন। নিজেকে নিয়েই নিজের মৌজ।

৩৭৭

সংসার মানে সংশয়ের জায়গা। যে সং-কে সার মেনেছে, সে ত সং সেজে আছে। এই জন্যই সংসার।

৩৭৮

শ্রদ্ধাভক্তির দিক দিয়ে চলতে চেষ্টা করা মানুষের কর্তব্য। সংসারের ধাক্কা স্বাভাবিক। এতে সংসার কি জিনিস সেই শিক্ষা হয়। তারপর ভোগের দিকে শিথিলতা আসে।

৩৭৯

বিদেশে থাকলেই দুঃখ, আপন ঘরে আপন জনের কাছে থাকলে আনন্দ। তাই আপন ঘর, আপন জনকে খোঁজা। বিদেশে থেকে কতদিন আর কষ্ট পাবে?

৩৮০

হাতে কাজ করবে; মনে মনে ইষ্টনাম জপ করবে। তাতে কাজও ভাল হবে আর সংসারেও মঙ্গলের আশা। ধর্মকে বাদ দিয়ে সংসার করলেই দুঃখের সাগরে ভাসতে হয় সংসার করলে ধর্মের সংসার করাই সকলের কর্তব্য।

[একশ একাত্তর]

৩৮১

তাঁকে ডাকা, তাঁর ওপর নির্ভর। যেখানে থাকা তাঁরই কোলে। জগতে সুখ পেতে হলে তাঁকে পাওয়ার ইচ্ছা করা। সংসার তো এইরূপ—দেখলেই তো! দিনের পর দিন দুঃখের ঢেউ আসছে তো! একেই সংসার বলে।

সৎসঙ্গ

৩৮২

সৎসঙ্গ মানুষ মাত্রেরই কর্তব্য। সৎসঙ্গ সৎবুদ্ধির অনুকূল। যত সৎসঙ্গ হয়, ততই কল্যাণ।

৩৮৩

সৎসঙ্গ অনুকূল হলে চেষ্টা করা। না পেলে সদ্‌ভাবের বাঁধ সর্বক্ষণ হৃদয়ে বেঁধে রাখার চেষ্টা।

৩৮৪

ঐ দিকের মজার একটু আস্বাদ পেলেই আর এদিকের মজা নেবার ইচ্ছাও হবে না। একেবারে সত্য • কথা। সাধুসঙ্গ, সৎসঙ্গ, সদগ্রন্থ পাঠ ইত্যাদিতে ঐদিকে রুচি হয়। কিছু ছাড়তে হবে না, শুধু তাঁকে ধরবার চেষ্টা। যা ছেড়ে যাবার তা আপনিই ছেড়ে যাবে।

[একশ তিয়াত্তর]

৩৮৫

তৎ পরিবেশে সুরক্ষিত রাখা। সৎসঙ্গে সৎ পরিবেশে স্থিতির জন্য সৎ ক্রিয়ায় নিত্য মনকে ব্রতী রাখার চেষ্টা।

৩৮৬

যতক্ষণ পারো নাম নিয়ে থাকো, নাম জপ করাই তাঁর সঙ্গ করা। জাগতিক বন্ধুর সঙ্গ করলে সে যেমন তার সব কথা তোমাকে জানিয়ে দেয়—পরমবন্ধুর সঙ্গ করলে তিনিও তাঁর তত্ত্ব তোমার কাছে প্রকাশ করে দেবেন। সমুদ্রে ঢেউ দেখে তুমি কি স্নান করা বন্ধ করো? ঢেউয়ের মধ্যেই তো ঝাঁপ দিয়ে স্নান সেরে নাও। তেমনি সাংসারিক ঝড়ঝাপটার মধ্যেই তাঁর স্মরণ, জপ নিয়ে থাকার চেষ্টা করা।

৩৮৭

মহাত্মার সঙ্গ করা। অর্থাৎ তাঁর নিকট হতে যা শুনেছ তা যথাযথ পালন করা।

৩৮৮

সৎ পরিবেশে সদালোচনায় সর্বক্ষণ মন রাখা প্রয়োজন। ফাঁক পেলেই পাঁকে টেনে নেবার দিক হয়—ঐটি মনে রাখা সর্বক্ষণ মানুষেরই।

৩৮৯

সত্যস্বরূপ ভগবানের সঙ্গ মানেই সৎসঙ্গ। যাঁকে আশ্রয় করলে সকল দোষ দূরে যায় তাঁকেই আশ্রয় করা। তিনি পিতা, তিনি মাতা, তিনি বন্ধু, তিনি সখা, সব—এই বোধ রাখতে হয়। তিনি কি না দিয়ে পারেন? তোমার তীব্র ইচ্ছা আছে আর প্রকাশ হয় না, তা হতেই পারে না। রাস্তা লম্বা কি ছোট এই প্রশ্ন মনে স্থান দিতে নাই। আমাকে প্রাপ্ত হতেই হবে এই ভাবনা রাখা। তোমার পূর্ণশক্তি তুমি লাগাও, তবে ত তুমি পাবে। আসা যাওয়া নাই-ই। আমি যে আত্মা এই ভাবটা রাখা। আসা যাওয়া হতে মুক্তি

পাওয়ার জন্য গুরুকে আশ্রয় করতে হয়। কোথায় আসা ? কোথায় যাওয়া ? যাঁর আশ্রয় নিলে মুক্তি, তিনিই স্বয়ং সর্বত্র আছেন।

৩৭০

মহাপুরুষের নিকট যদি আসা হয় তবে অবনতি হতেই পারে না। আগুনের নিকট যাবে আর তাপ লাগবে না ? সংসারে আসা যাওয়ার হাত হতে ছুটি পাবার জন্যই মহাত্মার নিকট আসা যাওয়া। আসা থাকলে যাওয়া, যাওয়া থাকলে আসা।

৩৭১

যেমন সঙ্গ তেমন বিশ্বাস—এইজন্য সৎসঙ্গ। বিশ্বাস মানে আপনাকে মানা। অবিশ্বাস মানে অপরকে মানা।

মানুষের ভেতর যে বিশ্বাসভাব আছে, তাতেই ভগবানের ওপর বিশ্বাস এনে দেয়। তাই মনুষ্যজন্ম বড় দুর্লভ।

বিশ্বাস কারও নেই, এ-কথা বলা যায় না। কোন না কোন দিক দিয়ে বিশ্বাস আছেই।

৩৯২

গৃহস্থের কর্তব্য সৎসঙ্গ। যেখানেই ভগবৎ আলোচনা, তাঁর প্রসঙ্গ, ভজন, কীর্তন—সেখানেই যাবে। ভেদবুদ্ধি না রাখা, উদারভাবে নেওয়া। তোমার গুরু জগতের সবার গুরু, সবার গুরু তোমারই গুরু। তোমার গুরু বা ইষ্ট এতটুকু নয়। সর্বস্থানে, সর্বরূপে তিনিই। মনে মনে প্রার্থনা রাখা, —হে ঠাকুর! হে আমার ইষ্ট! তোমার কত সুন্দর সুন্দর প্রকাশ, সবই যে তুমি, আমায় তা বুঝিয়ে দাও।

৩৯৩

সন্দেহ নিয়ে 'আলোচনা'—নিঃসন্দেহ হবার জন্য তো!

[একশ সাতাত্তর]

সুতরাং আলোচনা ভাল। কে জানে কখন তোমার পর্দা সরে যাবে। আলোচনা মানে তোমার এই লোচন দূর করা। এই দৃষ্টি তো দৃষ্টি নয়। এ তো যাবার জন্যই সেখানে, যেখানে দৃষ্টি সৃষ্টির প্রশ্ন নেই। সেই দৃষ্টি যে অ-লোচন, দৃষ্টি-হীন দৃষ্টি, জ্ঞান চক্ষু।

৩৯৪

সত্যই সত্যকে রক্ষা করে। শত কাজে শত বাধা। বাধার দিকে না তাকিয়ে যদি আমরা সত্য পালনের দিক নিয়ে চেষ্টা করি, তাহলে কে কি বলল তাতে সত্যব্রতীদের গ্রাহ্য থাকা নয়। যিনি সত্যকথা বলবেন, সংকাজ করবেন ও সৎ পরিবেশের মধ্যে থাকবেন, ভগবান স্বয়ংই তার রক্ষক।

৩৯৫

সত্যবাদী সর্বদিকে। শুদ্ধতা না থাকলে ভগবানের দিকে অগ্রসর হওয়া যায় না।

৩৯৬

সত্য প্রত্যক্ষ হওয়ার জন্য দৃষ্টি সজাগ রাখা, নিজ ঘরের দরজা জানালা খুলে রাখা—কোন্ মুহূর্তে প্রাণে তাঁর হাওয়ার স্পর্শ লাগে।

সুতরাং আলোচনা ভাল। কে জানে কখন তোমার পর্দা সরে যাবে। আলোচনা মানে তোমার এই লোচন দূর করা। এই দৃষ্টি তো দৃষ্টি নয়। এ তো যাবার জন্যই সেখানে, যেখানে দৃষ্টি সৃষ্টির প্রশ্ন নেই। সেই দৃষ্টি যে অ-লোচন, দৃষ্টি-হীন দৃষ্টি, জ্ঞান চক্ষু।

সত্য সত্যানুসন্ধান

৩৯৪

সত্যই সত্যকে রক্ষা করে। শত কাজে শত বাধা। বাধার দিকে না তাকিয়ে যদি আমরা সত্য পালনের দিক নিয়ে চেষ্টা করি, তাহলে কে কি বলল তাতে সত্যব্রতীদের গ্রাহ্য থাকা নয়। যিনি সত্যকথা বলবেন, সৎকাজ করবেন ও সৎ পরিবেশের মধ্যে থাকবেন, ভগবান স্বয়ংই তার রক্ষক।

৩৯৫

সত্যবাদী সর্বদিকে। শুদ্ধতা না থাকলে ভগবানের দিকে অগ্রসর হওয়া যায় না।

৩৯৬

সত্য প্রত্যক্ষ হওয়ার জন্য দৃষ্টি সজাগ রাখা, নিজ ঘরের দরজা জানালা খুলে রাখা—কোন্ মুহূর্তে প্রাণে তাঁর হাওয়ার স্পর্শ লাগে।

৩৯৭

সত্যানুসন্ধান ঠিক ঠিক যেখানে, সেখানে কখনও বিফল হয় না। দেহমন পবিত্র করার জন্য ভগবৎ স্মরণ, জপ, ধ্যান, সৎসঙ্গ ও সদ্‌গ্রন্থ পাঠ। বিশেষ, গুরুর উপদেশই।

৩৯৮

জীবনটা একেবারে আমূল পরিবর্তন করে ফেলা—পরম-পথের দিকে তেজস্বী সাধকরূপে এগিয়ে চলা তিনি সর্বক্ষণ সাথে সহায়রূপে মনে রাখা। যাঁর সেবায় ব্রতী, তিনি স্বয়ংই রক্ষক। অন্তরে অন্তরে অনুভব করবার জন্য তনু-মন-প্রাণ দিয়ে নিজকে শোধিত করবার চেষ্টা। এক বছর যদি সত্য কথা, সত্য নিষ্ঠাভাবে ঠিক ঠিক থাকা যায়, তবে নাকি সত্যের আভাসের দিকের ফল একটু দেখা দেয়। আকারে ইঙ্গিতেও যেন মিথ্যার প্রকাশ না হয়।

সত্য, সত্যানুসন্ধান

৩৯৯

অমূল্য সময় চলে যাচ্ছে। এদিক ওদিক ভাবার সময় দেওয়া কেন? নিজের যাত্রা সফলের চেষ্টা প্রয়োজন। সত্যানুসন্ধান বিনা মানুষের বিঘ্ন-বিনাশের রাস্তা নেই। কেবল নিজেকে পাওয়া। নিজের অনুসন্ধানই করণীয় নয় কি?

৪০০

সত্যানুসন্ধান দ্বারা মানুষ ঊর্ধ্বে যেতে পারে।

৪০১

অমৃতের সন্ধান পেতে হলে তদ্বুদ্ধি সব সময় অনুকূল। সত্যানুসন্ধানই মানুষের কর্তব্য অমরত্বের দিকে যাওয়ার জন্য।

৪০২

সর্বপ্রকার কর্ম ও ভাবের পূর্ণ সমাধানের নাম সমাধি—জ্ঞান-অজ্ঞানের অতীত অবস্থা। তোমরা যাকে সবিকল্প বল, তাও ঐ শেষ অবস্থায় পৌঁছাবার জন্য সাধনা।

প্রথমতঃ রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দাদি পঞ্চতন্মাত্রের যে কোন একটি তত্ত্ব, বস্তু বা বিচার উপলক্ষ হয়ে দাঁড়ায় সেইটিকে নিয়েই দেহটি জমে যায়। পরে এই লক্ষ্যটি সর্বময় হয়ে অহং জ্ঞানকে ক্রমশঃ একে লয় করে একই সত্ত্বায় প্রতিষ্ঠিত করে। এই অবস্থা যখন উৎকর্ষ লাভ করে তখন এর শেষ পরিণতিতে সেই এক সত্ত্বাটিও কোথায় মিলিয়ে যায় এবং তখন কি থাকে বা না থাকে তা বোঝাবার কোন ভাষা বা অনুভূতি আর থাকে না।

[একশ বিরাশি]

৪০৩

পূর্ণ-সমাধান অবস্থায় সাধকের স্বগুণ নির্গুণের দ্বন্দ্ব চলে যায়।

৪০৪

তৎ স্থিতিতে সবই-ঠিক দেখবে।

৪০৫

স্ব-ধন লাভের চেষ্টাই সাধনা।

তাঁরই সব ; তাঁরই চরণে পড়ে থাকা ছাড়া উপায় নেই। চিন্তা করতে হলে, তাঁকেই করা।

৪০৬

স্ব-ধনের প্রাপ্তি ইচ্ছাই তো সাধনা। তাঁর কাছে 'সাধা' আমায় নাও, আমায় নাও, এই তো সাধনা। তিনি সাধনা রূপে অনন্ত। নিজঘরে ফিরতে হলে চাই আত্ম-বল, চাই গুরুকৃপা। একটা ক্রম প্রকাশ ; আর একটা কৃপা প্রকাশ। যেমন অন্ধকার ঘর হঠাৎ আলোময় হয়ে গেল। আবার ক্রম প্রকাশের সাধনাও অনন্ত। কর্মেতে ক্রম-কৃপা হতে থাকে। ঘষতে ঘষতে আগুন জ্বলে। প্রকাশের দিক খোলে। আবার হয় অহৈতুকী কৃপা, ক্রমের স্বরূপ তা নয়, এজন্য

বলা হয় তাঁকে পাবার ঠিকানা কোথায় ? এজন্যই কৃপা, করুণা প্রার্থনা।

৪০৭

টবের মধ্যে যেমন ফুলগাছটি আছে, গাছটি মাটির সঙ্গে যুক্ত, শুধু টবটি নিয়ে তুমি গাছটির স্থান পরিবর্তন করাচ্ছ তেমনি হৃদয়াসনে ভগবানকে স্থাপিত করে নেওয়া। স্থান পরিবর্তন হলেও হৃদয়াসনে ভগবান স্থিত আছেন মনে রাখা।

৪০৮

যে পরিস্থিতিতে থাকা, সেই পরিস্থিতিতেই আত্মচিন্তার অনুকূল করে নেওয়া, সর্বক্ষণ মানুষের কর্তব্য।

৪০৯

আহার নিদ্রা জাগতিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য অনেক তো দেখা হয়েছে, যুগযুগান্তর হতে। তা ক্রমশঃ বেড়েই যায়। এর

অনুকূলে যাওয়াই না। কোন মুহূর্তে সেই শক্তির প্রকাশ হবে তা মানুষের অজানা। মনে করা—যতক্ষণ না পাবো ততক্ষণ তৎকর্ম ছাড়বো না। চব্বিশ ঘণ্টা সর্বক্ষণটি বেঁধে তাতে মন রাখা। যতটা মন থাকে ততটা শক্তি বৃদ্ধি হয়—সেই শক্তিই পরম পথের সাথী—মনে রাখা।

৪১০

শুদ্ধ পবিত্র ফুলটি ভগবানের চরণেই তো পড়ে। নিজেকে ভগবানের চরণে অঞ্জলি দেবার জন্য সর্বদা শুদ্ধ পবিত্র ভাবটি বজায় রাখার চেষ্টা। যিনি আত্মা, প্রাণের প্রাণ, তাঁরই কথা, তাঁরই গুণ বর্ণন, তাঁরই রূপ সব কিছুতে দেখার চেষ্টা। একলাটি ? একলা কোথায় ? বিদেশে বন্ধু কি আর পরমবন্ধু ছেড়ে ?

৪১১

এ শরীর যা বলে করে যেও। আপত্তি করো না।

তোমাদের মঙ্গলের জন্যই জেনো। বৃত্তি-নিরোধের উপায় শুধু সেই এক বৃত্তিতে লেগে থাকা। সেই এক বৃত্তি না জাগলে বাইরের প্রবৃত্তি যাবেই না।

৪১২

কিছুই বৃথা যায় না। সমস্ত জিনিসের প্রয়োজন আছে। মনে কর তুমি রেল গাড়িতে কোথাও যাবে। গাড়ি ধরবার জন্য তুমি গ্রাম হতে নৌকাযোগে ঢাকা এলে, নৌকা হতে নেমে স্টেশনে যাবার জন্য একটি লাঠি ভর করে ঘোড়ার গাড়িতে উঠলে। যদিও রেলগাড়িতে যাওয়া তোমার উদ্দেশ্য তবু নৌকা, লাঠি, ঘোড়ার গাড়ি প্রভৃতির কোনটাই যেমন তুমি বৃথা মনে করতে পার না, সেরূপ ভগবানকে লাভ করতে তুমি যা কিছু করছো মনে রেখো প্রত্যেকটির প্রয়োজন আছে। কিছুই বৃথা নয়।

[একশ সাতাশি]

৪১৩

নিত্য ভগবৎ ক্রিয়া-সূত্র অখণ্ড সুরক্ষিত রাখা চাই—ছিন্ন হওয়া নয়। ভগবান অখণ্ড অনন্ত প্রকাশ দেন।

৪১৪

শান্ত পরিবেশে নিজের অন্তরে অন্তরে ভগবানকে স্মরণ—ভগবৎ চিন্তা নিয়ে থাকা। বহির্জগতে সেই ভাবধারা নিয়ে সর্বক্ষণ। প্রাণের ঠাকুর তো প্রাণেই মনে রাখা।

৪১৫

সুস্থে অসুস্থে, অনুকূল প্রতিকূল তাকান না।

৪১৬

দুর্লভ মানুষ্য-জন্মেও যদি ইষ্ট চিন্তায় সময় না দেওয়া হয়। তবে ভাবা—আমি কি করছি? আমার সারা জীবন কি

এই ভাবেই চলবে ? যে কেউ এই দিক নিতে পারবে তার মঙ্গল। না করলে মৃত্যুগতি।

৪১৭

দেখ, গোলাপটি তুলতে হলে অনেক কাঁটার মধ্য দিয়ে হাত বাড়াতে হয়। কিন্তু গোলাপটির দিকে লক্ষ্য থাকলে এবং সেটা তুলবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা থাকলে, কেউ কাঁটার ভয়ে ফিরে যায় না। যার পক্ষে যা ব্যবস্থা মা-ই তার ব্যবস্থা করেন। কার পক্ষে কি ব্যবস্থা দরকার সেটা মা-ই তো জানেন। এই বিশ্বাসটুকু যদি থাকে, তবে আর কোনও দুঃখের কারণ হয় না।

৪১৮

সদ্‌গ্রন্থ পাঠ আর ভগবানের নাম গান—কলিযুগের সার—ভবসাগর পার হবার উপায়। মৃত্যুযাত্রা তো অনেক

হোল। সুখদুঃখ তো অনেক পাওয়া হোল। অমৃত যাত্রী হওয়া। নিজ ঘরে ফেরা।

৪১৯

তাঁকে না পাওয়ার ব্যথা, তাঁকে পাওয়ার সহায়ক।

৪২০

যতক্ষণ বাহির ভাবে সৎসঙ্গের অনুকূল পরিবেশ না পাও সকলের হৃদয়ে যিনি বাস করেন সেই বাসুদেব ভাবনীয়। সেই সঙ্গের দ্বারা নিজেকে তৈয়ার করা। যা করলে সদ্‌ভাবের সঙ্গ হয় তদ্‌ অনুকূল কর্মাদি নেওয়া।

৪২১

প্রথমতঃ স্নান আহার সহজ ভাবে করা। সুনিদ্রা যেন হয়। তা হলে ভগবানকে ভাবা ধ্যান ইত্যাদি সহজ হবে।

শরীরটা সুস্থ থাকলে মনটা তাঁর চরণে লাগাতে সুবিধা। ক্রমোন্নতিতে আহারনিদ্রা যেখানে যতটুকু আপনা হতে পরিবর্তিত হয়ে যাবে।

৪২২

ভগবৎ চিন্তার আশ্রয় ছাড়া জাগতিক অশান্তি হতে মুক্ত হওয়ার আর দিক নেই। যিনি সৃষ্টি-স্থিতি-লয় রূপেতে প্রকাশিত তাঁর দিকে মনটা লাগাবার অনুকূল ক্রিয়া নেওয়া। দুঃখ, অনুতাপে মনের কষ্ট, শরীর নষ্ট। অন্য কোন ফল দেয় না। যাঁর বিধানে সবকিছু, তাঁকেই কেবল স্মরণ।

৪২৩

খেয়ালে রাখা, যেন কোন স্থিতিতেই সন্তোষ না আসে। কারো দর্শনে, কারও কিছু অনুভবে, কেউ বা আনন্দ অনুভব করে, সুখ বোধ করে—তখন মনে করে নিজেই

ভগবান। আধ্যাত্মিক পথে পরম প্রকাশের পূর্বে বিভূতিতে এইভাবে ফেঁসে যায়। সেটাই বিঘ্ন।

৪২৪

সর্বদা প্রসন্ন ভাব রাখা তা আধ্যাত্মিক ক্রিয়ার অনুকূল। মনমরা ভাব পরমার্থ পথে বাধা জন্মায়। যখন তাঁকে নিয়ে থাকতে হয়, নির্বন্ধন হয়ে চলা।

৪২৫

পরিবর্তন তাকেই বলে জাগতিক ভাবধারা যেখানে শিথিল। জাগতিক ভাবধারা যতই শিথিল হয় ততই আনন্দের দিক।

৪২৬

চেষ্টা করে আসক্তি ত্যাগ হয় না। কেবল তাঁকে পাবার

আসক্তি বাড়ালেই অন্য আসক্তি ত্যাগ হয়ে যায়। জাগতিক জিনিসের স্বভাবই ত্যাগ হওয়া। আনন্দ আর শান্তি সকলেরই লক্ষ্য—তা সকলের মধ্যেই আছে। তা তো ত্যাগ হবার নয়। যা ত্যাগ হবার তা ত্যাগ হয়ে যাবে।

৪২৭

নিজ স্বরূপ প্রকাশের জন্য একাদশ ইন্দ্রিয়ের সংযম করা—তন্মুখী হওয়া। তাঁকে স্মরণ করার জন্যই একাদশী ব্রত।

৪২৮

সংকল্প পূর্ণ হওয়ার জন্য বার বার চেষ্টা করা—যতক্ষণ অনুভূতি পাচ্ছি না ততক্ষণ এদিক ছেড়ে থাকবো না—দৃঢ় সংকল্প।

৪২৯

'আমাকে' সরাতে পারলে 'তোমাকে' পাওয়া যায়। সাধন-ভজনের লক্ষ্যই অহংকার চুরমার করে দেওয়া।

৪৩০

ব্যাকুল হতেই হবে। ব্যাকুলতা আমাদের স্বভাব। তাঁকে পাওয়ার ব্যাকুলতা আমাদের আপনি আসে। স্বধন লাভ হলেই এই ব্যাকুলতা চলে যায়।

৪৩১

একটা হল গৃহস্থাশ্রমের দিক, আর একটা তদ্‌জ্ঞানে সেবার দিক, আর একটা হল শুদ্ধ নিজেকে পাওয়ার লক্ষ্য নিয়ে অখন্ড গতিতে চলার দিক। নিজ নিজ সংস্কার অনুসারে এর ভেতর মানুষ রাস্তা খুঁজে নেয়। ভগবানের ওপর নির্ভর রাখলে ভগবানই তার সব কিছু রক্ষা করেন।

৪৩২

গুরুশক্তি যতক্ষণ প্রকাশ না হয় ততক্ষণ নিজস্ব স্বরূপ বোধের বিশেষ যাত্রাটাই আরম্ভ হয়নি। তাই একটানা নিজ

গতিটা পায় না। প্রকৃতি-গতির মধ্যেই সাধন চলে তো! সেজন্য মানুষের কর্তব্য তীব্র তেজস্বী গতি হওয়ার জন্য সর্বক্ষণ কেবল চেষ্টা।

৪৩৩

আত্মস্থ ও আত্মদর্শন কথা যা শোনা যায় এটা তো কেবল শোনাই মাত্র, ধরবার উপায় তো প্রয়োজন। স্থূলতঃ যে রাস্তাটি ধরে আমাদের এগুলি ধরবার সহায়তা হয়, ঐ রাস্তাই তো আমাদের লওয়া উচিত। এই যে দেখতে পাও—ধর না, হাওয়া চলছে, যে-হাওয়া না হলে আমাদের শরীর থাকে না—সে হাওয়া গাছ, পাথর, জীবজন্তু ইত্যাদি কাকে ছাড়া? তোমরা ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম কি কি সব বলে থাক না? তারই একটা দিক নিয়ে আমাদের বোঝবার সহায়তার জন্য কথা বলা। যেমন বলা হয় সৎ, চিৎ, আনন্দস্বরূপ। সত্য যে চৈতন্য, তবে তো আনন্দ।

আমরা সব সময়ে জাগতিক হিসাবে যাতে স্থূলতঃ চেতন ও অচেতনের প্রকাশ দেখতে পাই, আসলে তাতে কিন্তু সেই যে সত্য চৈতন্য নিত্য ওতপ্রোত ভাবে, সেটা সাধারণে প্রকাশ নেই। সেটা বিচারে এনে, যেমন দেবপূজাদি করবার সময় প্রাণ প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি করতে হয় তেমন করে আমাদের প্রাণ-বায়ু রূপেতে আমার ভেতরে (বার ভেতর বুদ্ধিটা আছে কিনা, তাই ভেতরে বলা হচ্ছে) সর্বক্ষণ ক্রিয়া করছে। তবে তো আমি, তুমি, সাকার নিরাকার বলে থাকি। সব সময় খেয়াল রাখতে হবে, প্রাণবায়ু যেমন আমাদের ব্যাপক ভাবেতে এক অবিচ্ছিন্ন রয়েছে— ইনি কে? ইনি আমাদের সেই সত্য চৈতন্যের এক রূপ, এই রূপেতে প্রকাশ। আমরা যদি গুরুদত্ত মন্ত্রাদি নিয়ে সেই প্রাণের সঙ্গ করতে পারি এবং যদি কোন সময়ে মন্ত্রও না থাকে, শুধু প্রাণের সঙ্গ করতে পারি, তাহলেও

আমাদের মন স্থিরের সহায়ক ও প্রাণের প্রাণ, যিনি অখণ্ড নিত্য রয়েছেন, তাঁর সন্ধানের সহায়ক হতে পারে।

সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, যেখানে নিত্যলীলা, সেই দর্শন তো জিতেন্দ্রিয় অতীন্দ্রিয়ের প্রকাশ না হলে হতে পারে না। আর তা না হওয়া পর্যন্ত আত্মদর্শন, অন্তর স্থিতি, প্রকাশ কোথায়? আত্মরামের নিত্য লীলারূপে প্রকাশ, তবে তো একাত্মবোধ। আমরা যাই করি, যে দিকে মন দিই, যেমন চঞ্চল বাবু এক তালে ঠিক ঘড়ির কাঁটার মত (যদিও fast slowর প্রকাশ সাময়িক থাকে) অবিরাম কাজ করে যাচ্ছে। সেরূপ প্রাণ বায়ুর দিকে মনটা রাখতে চেষ্টা কর, তা হলে মনটা বাইরের দৃশ্যে ঘোরবার ফেরবার পক্ষে একটু বেড়ার আড়াল হয়। দেখনা, চঞ্চল ছেলেকে একবার ধরে নিয়ে এসে খেলা দিলে সে সাময়িক হলেও স্থির ভাব ধারণ করে। চঞ্চলকে শান্ত করবার জন্য এক লক্ষ্যের একমাত্র আশ্রয় প্রয়োজন। সৎভাবের স্বরূপ যে সৎসঙ্গ, তার যতই সঙ্গ হবে

ততই মনোবাঞ্ছাটা পূর্ণ হয়ে শান্তরূপ ধারণ করবে। বুদ্ধি অহংকারের সাহায্যে মনে প্রাণে সঙ্গবদ্ধ হওয়ার চেষ্টা করবে। আসলে কথাটা কি জান—অখন্ড ধারাই অখন্ডের প্রকাশ।

৪৩৪

যা তাঁর পথে বাধা, তা সমূলে দূর করার চেষ্টাই সাধনা।

৪৩৫

জীব-জগতে অনেকের অনেক রকমের ভোগ। ভগবানেরই খেলার মধ্যে এই সব। মনে করা, এই এই রূপে তিনি এসেছেন। ধৈর্য সহ্যশক্তি দাও—প্রার্থনা করা। মনটা, ভগবৎ পরিবেশে থাকলেই স্বপথে যাত্রা অনুকূল হয়। হাতে কাজ, মনে জপ, প্রয়োজনমত বাক্যালাপ।

৪৩৬

খুব বেশী সময় বসে জপ ধ্যান করতে না পারলেও

জগতের সব কিছু আকর্ষণ হতে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে যেন সর্বক্ষণ তাঁকে স্মরণে রাখে। এইটিই সাধকের প্রয়োজন।

৪৩৭

তৎস্মৃতি ছাড়া আর কোন কর্মই না।

৪৩৮

ত্যাগের আশ্রয় না হলে বৈরাগ্যের আশ্রয় পাওয়া যায় না। বৈরাগ্য না হলে, আসল অনুরাগ হয় না।

৪৩৯

শ্রীকৃষ্ণ জপধ্যান, তাঁতে ভালবাসা, আকর্ষণ এইরূপ হওয়া, যাতে কষ্ট সব ইষ্টই; সেজন্য তাঁরই ধ্যানে, তাঁরই সর্ব ক্রিয়া তাঁর হাতের যন্ত্র, তাঁর চরণেই মনটা রেখে দেওয়া— তাঁর মন্দির, দেহখানি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, তাঁর জপে চিন্তনে থেকে দেহের সমগ্র ক্রিয়া কৃষ্ণময় হওয়ার চেষ্টা।

৪৪০

এ অভাববোধটা জাগা ত স্বাভাবিক। এ যে তাঁরই স্বভাব। সর্বহারা মানে সব পাওয়া। তিনি দয়াল,, কৃপাল,, যখন যা করেন সবই যে মঙ্গল, তবে সাময়িক কষ্টদায়ক নিশ্চয়ই। তিনি যখন সর্বহারা রূপে প্রকাশিত হতে থাকেন, আশা—সর্ব-পাওয়া রূপেতেও প্রকাশিত হবেন। সত্যের আলোকের সহায়ক যিনি, তাঁর অভাববোধ ত মঙ্গলকর, সত্যের স্মৃতি জাগিয়ে দেয় বলে। তিনি ত সর্বত্র সর্বক্ষণ আছেন। স্বভাব জাগরণের চেষ্টা মানুষ মাত্রেরই কর্তব্য।

৪৪১

কাগজের ঘুড়ি যেমন একমাত্র সুতার অবলম্বনে বাতাসে ওড়ে, তেমনই যোগীরা শরীরে শ্বাসের ও সংস্কারের সূত্র

ধরে শূন্যে উঠা, সূক্ষ্ম হওয়া, বৃহৎ হওয়া, অদৃশ্য হওয়া ইত্যাদি অনেক রকম ক্রীড়া করতে পারে।

৪৪২

দেহ মনের রাজ্যেই বিরুদ্ধ শক্তির অধিকার। স্থিরভাবে বসা, স্থিরাসনে চেতনার ধারা নিয়ে দীর্ঘ সময় থাকার চেষ্টা। মুক্ত আকাশে যেমন বর্ষায় অনাবৃত বৃক্ষগুলি পল্লবিত হয়ে উচ্চ গতির স্থিতিতে নিজরূপ প্রকাশ করে, তেমনি সাধক জীবনেও ইষ্টলক্ষ্যে গতি, গত চিন্তাশূণ্যে চেষ্টা, সরল সোজা নব ভাব অনুভবের দিক দিয়ে মনকে সরস উন্মুখ রাখার চেষ্টা। তাড়াতাড়ি লক্ষ্যে পেঁছাবার রাস্তায় পথিকেরা যেমন ফিরে তাকায় না, যে রাস্তায় কতটা এলাম, কি দেখে এলাম ও ফল কি পেলাম, ঠিক তেমনই সাধক জীবনেও গত ভাবনা ত্যাজ্য। লক্ষ্য পূর্ণ রাখবার চেষ্টা।

[ভুশ এক]

মনোরাজ্যে যতক্ষণ, ইষ্টরস কল্পনা হলেও ইষ্টরাজ্যে বিচরণের দিক নেওয়া।

৪৪৩

বেশ সুন্দর করে আনন্দের খেলা খেলতে শেখ। তা হলে খেলার ভেতর দিয়েই খেলার চরম পাবি—বুঝলি ?

৪৪৪

নিন্দাটা গোবরের মত। গোবর যদি এমনি পড়ে থাকে তবে তা নষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু যদি মাটির সঙ্গে মিশে সার হয়, তবে তা গাছের গোড়ায় দিলে কত সুন্দর সুন্দর ফল, ফুল ও শষ্য হয়। সেরূপ নিন্দাটা যদি সাধক সহন করে নিতে পারে, মানে গায়ে মেখে নিতে পারে তবে তাতে ফল ভালই হয়। জমি উর্বরা হয়। দেখ নিন্দাটা কত ভাল জিনিস। নিন্দাটাও ঐ একই-ত।

[দুশ দুই]

৪৪৫

ভগবানেরই ওপর নির্ভর করা। বাসনা জনিত যে কষ্ট, বাধাবিঘ্ন আসে সেগুলির ভেতরেও তাঁরই করুণা-হস্ত সত্য বলে মেনে নিতে হবে। অস্থির হলে চলে না। অস্থির হতে হয় ভগবানের জন্য, তাঁর সাড়া এখনও পেলাম না, অমূল্য সময় বৃথা চলে যাচ্ছে। বিষয় বাসনায় অস্থির হয়ে মন ও শরীর ক্লিষ্ট করতে নেই।

৪৪৬

সব দাও। সব পাবে তাঁর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর।

৪৪৭

বিষয়-বাসনা হতে মুক্ত হবার জন্য যখন তুমি ভগবানের দিকে, তখন তোমার অন্তঃ শক্তির বৃদ্ধি হবে। অভ্যাস কর, ভগবৎ চিন্তায় নিজেকে বেঁধে ফেল, মন লাগুক আর না লাগুক। আশা যে কখনও মন লেগে যাবে; এবং লেগে থাকেও।

[দুশ তিন]

৪৪৮

ভগবৎ বুদ্ধিতে সর্বজীবে সেবা। যিনি একমাত্র ভগবানকে নিয়ে রাতদিন চব্বিশঘণ্টা স্থিত হতে পেরেছেন তিনি সর্বজীবের মহাসেবায় ব্রতী। তাঁর সর্বক্রিয়া, জীব মাত্রেরই আদর্শ।

৪৪৯

সর্বরূপে অরূপে ভগবানই একমাত্র। তদ্‌জ্ঞানে ভগবদ্‌ বুদ্ধিতে সেবায় চিত্তশুদ্ধি, মঙ্গল, কল্যাণ। ধৈর্যই পরমার্থের ভিত্তি। ধর্মপথের যাত্রীর সহন—স্বরূপ প্রকাশের দিক হওয়াই

৪৫০

ভগবৎ বুদ্ধিতে সেবা, তাতে ভগবানেরই সেবা হয়। সবই ভগবানের সৃষ্ট, ভগবান এইভাবে সেবা নিচ্ছেন।

৪৫১

তদ্-বুদ্ধিতে জন-জনার্দনের সেবা।
মহাত্মাদের সেবা চলন্ত মন্দির বুদ্ধিতে।
মন্দির বিগ্রহের যথাশক্তি সেবা।

৪৫২

চব্বিশ ঘণ্টা যদি কারো ভগবৎ স্মরণে, জপধ্যানে, চিন্তাদিতে কাটে তা হলে জনার্দন সেবাতেই সে সর্বক্ষণ ব্রতী থাকে। আর যদি দেখা যায় যে, সব সময় জপ ধ্যানাদি নিয়ে ব্রতী থাকা যায় না, তা হলে ঐ নিজ ইষ্ট জনার্দন, যিনি সকলের মধ্যে সমভাবে রয়েছেন, যতটুকু সময় বেশী থাকে, তৎজ্ঞানে সেবা। তাতেও চিত্ত শুদ্ধ হয়।

৪৫৩

সেবা-বুদ্ধিতে যদি সংসার করা যায় তবে সংসার বন্ধনের

[দুশ পাঁচ]

কারণ হয় না। লক্ষ্যে থাকেন তিনিই। তবে সেই সেবা-বুদ্ধিতে লিপ্ত থাকার জন্য, যেমন তোমরা ঘড়িতে দিনে একবার করে দম দিয়ে থাক, তেমনি সকাল সন্ধ্যায় একবার করে দম দেবার চেষ্টা করা। মানে, একটু সময় স্থিরভাবে বসে তাঁর ধ্যান, জপ করা।

৪৫৪

কেউ কেউ ভাবে যে অতিথি সেবা করা সময় নষ্ট—যার সেবাই আসল সেবা। তবে এ শরীর বলবে যে, যারা এখানে শুদ্ধ ভাব নিয়ে সৎসঙ্গে এসে যোগ দিয়েছে, তাদের জন্য কাজ তো জন-জনার্দনের সেবা। তাতে পরমার্থ পথের সহায়তাই হয়।

বাংলায় প্রকাশিত আমাদের বিভিন্ন বই

মাতৃ দর্শন—"ভাইজী"
সদ্ বাণী
মাতৃ বাণী
কীর্তন-রস-স্বরূপ
স্তব-সংকীর্তন-আরতি
নামাবলী—গঙ্গা সমীরণ
বিবেক চূড়ামণি—স্বামী নারায়ণানন্দ তীর্থ
সন্তান বৎসলা শ্রীশ্রীমা (দুই খণ্ডে)
শোন বলি মায়ের কথা—শৈলেশ ব্রহ্মচারী
ভাইজীর দ্বাদশ বাণী
মায়ের লীলা কথা—এন. চৌধুরী
অমর বাণী—ডঃ বিরজানন্দ
শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী (১-১৮ খণ্ডে)—গুরুপ্রিয়া দেবী
অখণ্ড মহা-যজ্ঞ (৩১টি দুষ্প্রাপ্য ছবি সহ)—গুরুপ্রিয়া দেবী
শ্রীশ্রীআনন্দময়ী প্রসঙ্গ (দুই খণ্ডে)—অমূল্য দত্ত গুপ্ত
শিব-শম্ভু মহাদেব—শিবানন্দ
উপদেশামৃত সংগ্রহ (১ম খণ্ড)—কুমার ভট্টাচার্য্য
ঐ (২য় খণ্ড)—শিবানন্দ
মাতৃলীলা দর্শন—ডাঃ ডি. মুখার্জী
বাঙ্ময়ী মা

আনন্দ-বার্তা

ত্রৈমাসিক পত্রিকা শ্রীআনন্দময়ী মায়ের দিব্য জীবন ও উপদেশাবলী এবং সার্বজনীন ধর্মের বিভিন্ন দিক এই পত্রিকার বৈশিষ্ট্য।

প্রকাশক

শ্রীশ্রীআনন্দময়ী চ্যারিটেবল সোসাইটি

৩১, এজরা ম্যানসনস্,

১০, গভর্ণমেণ্ট প্লেস ইষ্ট, কলি-৬০।

বার্ষিক চাঁদার হার

ভারতে ১৫ টাকা (সডাক)

বিদেশে—(আমেরিকা ও ইউরোপ সহ)

জাহাজ ডাকে—৫ ডলার বা ২½ পাঃ বা ৪০ টাকা

বিমান ডাকে—১০ ডলার বা ৫ পাঃ বা ৮০ টাকা